চমক ভরা ধনতেরাস
২১ থেকে ২৭ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 26 October, 2019 ■ আগরতলা, ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ৮ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিচারপতি অখিল কুরেশির নিযুক্তির শুনানি সুপ্রিম কোর্টে চার নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর।। ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি অখিল কুরেশির নিযুক্তি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গুজরাট হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের আবেদনের শুনানি পিছিয়েছে। আগামী ৪ নভেম্বর ওই আবেদনের শুনানির পরবর্তী দিন ধার্য্য হয়েছে। আজ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি এস এ বুবদে এবং বিচারপতি এস এ নজিরের বেঞ্চে ওই আবেদনের শুনানি শুরু হলে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সময় চেয়ে নেন। সুপ্রিম কোর্টও তা মঞ্জুর করেছে।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম বিচারপতি অখিল কুরেশিকে মধ্য প্রদেশ হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তিতে কলেজিয়াম ওই সিদ্ধান্ত সংশোধন করে এবং তাঁকে ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তির জন্য প্রস্তাব পাঠায়। গত ৫ সেপ্টেম্বর কলেজিয়াম ওই প্রস্তাব পাঠালেও কেন্দ্রীয় এখন কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে, গুজরাট হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে অখিল কুরেশির ত্রিপুরা হাইকোর্টে মুখ্য বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তি নিয়ে আবেদন জমা দেয়। ওই আবেদনের আজ শুনানি হলেও, সলিসিটর জেনারেল এ-বিষয়ে জবাব দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আরো সময়ের প্রয়োজন বলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান। সুপ্রিম কোর্ট তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে পরবর্তী শুনানির দিন ৪ নভেম্বর ধার্য্য করেছে।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুর অভিযোগে ধুন্ধুমার কান্ড, উত্তেজনা

আবারও কলঙ্কিত তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ অক্টোবর ।। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের অবহেলা ও খামখেয়ালিপনার কারণে সদ্যোজাত সন্তানের মৃত্যু হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। দক্ষিণ পুলিনপুর এলাকার বিনোদ দাসের স্ত্রী সম্পা দাসকে বৃহস্পতিবার রাতে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে প্রচণ্ড প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসক ও নার্সরা উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন পরিবার ও আত্মীয়পরিজনরা। আবারও তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা। এবার সদ্যজাত শিশুমৃত্যুর ঘটনার অভিযোগ মিলেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়ার দক্ষিণ পুলিনপুর এলাকার বাসিন্দা বিনোদ দাসের স্ত্রী সম্পা দাসকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। প্রচণ্ড প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন ওই প্রসূতি মা। হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সরা সঠিকবাবে দায়িত্ব পালন করেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। সম্পাকে ভর্তি করার পর কোন ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়নি। যন্ত্রণায় কাতর সম্পা হাসপাতালের শয্যাতেই সন্তান প্রসব করতে থাকে। পরিবারের লোকজনরা বিষয়টি কর্তব্যরত নার্সকে জানান। তখনই কর্তব্যরত নার্স এসে সম্পাকে লেবার রুমে নিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় কর্তব্যরত চিকিৎসক সুরজিৎ দাসকে। তিনি যখন আসেন তখন শিশুটি প্রসব হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রসবের পরপরই সদ্যজাত শিশুটির মৃত্যু হয়। তাতে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুরজিৎ দাস জানান, শ্বাসকষ্টজনিত কারণেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। চেষ্টা করেও শিশুটিকে বাঁচানো যায়নি।

কর্তব্যরত নার্স গাফিলতির অভিযোগ খারিজ করেছে। কর্তব্যরত নার্স জানান, পরিবারের লোকজনরা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীকে লেবার রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। এমনকি চিকিৎসককে জরুরি তলব করা হয়। কিন্তু শিশুটিকে বাঁচানো যায়নি। এদিকে পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ চিকিৎসক ও নার্সরা সঠিকভাবে দায়িত্বপালন করলে শিশুটিকে বাঁচানো যেত। তাদের গাভিলতিতেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। এনিয়ে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে হইহুল্লোড় শুরু হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরিস্থিতি শামাল দিতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ হাসপাতালে ছুটে আসে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষে বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে মিষ্টি এবং শুভেচ্ছা বিনিময়। আখাউড়া চেকপোস্টে তোলা নিজস্ব ছবি।

শ্রীনগরে মহিলাকে অপহরণের ব্যর্থ চেষ্টা, ধৃত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর ।। এক মহিলাকে গাড়ি করে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রীনগর থানা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ওই মহিলা আনন্দনগর থেকে ওই গাড়িতে করে যোগেন্দ্রনগরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। মারুতি গাড়ির চালক মহিলাকে একাকি পেয়ে শ্রীনগর দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

তখন ওই মহিলা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন। মহিলার চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে আমতলি থানার পুলিশকে জানান। শ্রীনগর থানার পুলিশ বিষয়টি আমতলি থানা এবং সিটি কন্ট্রোলকে জানায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআরের পাশাপাশি আসাম রাইফেলস ক্যাম্পও প্রত্যাহার করা হচ্ছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নতুনবাজার/আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। টিএসআর ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলার মাঝেই আসাম রাইফেলসও রাজ্য থেকে প্রত্যাহার করা হতে পারে বলে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সম্ভবত, শীঘ্রই আসাম রাইফেলস রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে আউটপোস্ট তুলে নেবে। তবে, হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছে রাজ্য সরকার, সে-বিষয়ে প্রশাসনিক কোন বিবৃতি জারি হয়নি। ফলে, জনমনে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। কথায় বলে, ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। তাই হয়তো, নব্বইয়ের দশকে উগ্রপন্থীদের সন্ত্রাসের শিকার জনগণ আজ কিছুটা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার দুইটি টিএসআর ব্যাটেলিয়ান এবং ৬১টি টিএসআর প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশ এ কে শুক্লা গত ২৪ অক্টোবর এক নির্দেশিকা জারি ১৫ দিনের মধ্যে ওই ক্যাম্পগুলি প্রত্যাহারের আদেশ দিয়েছেন। ফলে, টিএসআর ক্যাম্পগুলি গুটিয়ে ফেলার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। তাতে, জনগণ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। গতকাল রইস্যাবাড়ীতে টিএসআর ক্যাম্প প্রত্যাহারের সময় স্থানীয় জনগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। আজ করবুকের ভোলানাথ পাড়ায় টিএসআর ক্যাম্প গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে খবর পেয়েই স্থানীয় জনগণ সেখানে ছুটে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। হাতে প্লেকার্ড নিয়ে নিয়ে তাঁরা ক্যাম্পের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

আজ করবুকের ভোলানাথ পাড়ায় টিএসআর নবম ব্যাটেলিয়ানের ক্যাম্প প্রত্যাহারের ঘটনায় স্থানীয়দের বিক্ষোভে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা প্রহর দেববর্মা বলেন, উগ্রবাদীদের ক্ষত আজও শুকায়নি। ১৯৯৮ থেকে ২০১০ সালের সময়কালে এই ভোলানাথপাড়ার বাসিন্দা আতঙ্কে দিন কাটাতেন। বিনিদ্র রাতযাপন করেছেন। তিনি জানান, এই ভোলানাথপাড়ায় টিএসআর ক্যাম্প স্থাপনের পূর্বে উগ্রপন্থীদের হামলায় অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু, আজ দুই দশকবাদে ওই ক্যাম্প ভেঙ্গে ফেলার চিত্র সত্যিই পীড়া দিচ্ছে, বলেন তিনি। তাঁর কথায়, ২০১০ সালে জনগণের জোড়ালো দাবির ভিত্তিতে ওই ক্যাম্প স্থাপন করেছিল রাজ্য সরকার। নিরাপত্তার তাগিদে ওই ক্যাম্প প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিৎ হবে না। কারণ, মাত্র সাত কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত।

এদিকে, স্থানীয়দের বিক্ষোভের খবর পেয়ে অমরপুর এবং করবুকের মহকুমা শাসক ভোলানাথপাড়ায় ছুটে যান। তাঁর বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দেন, নিরাপত্তা নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকুন আপনারা। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে বিক্ষোভকারীরা ফিরে গেছেন।

টিএসআর ক্যাম্প প্রত্যাহার নিয়ে হাঙ্গামার মাঝেই রাজ্য সরকার আসাম রাইফেলসও প্রত্যাহার করতে চাইছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, সিপাহীজলা জেলার থেলাকুম এবং কুমারঘাট মহকুমায় রাধানগর গ্রামে আসাম রাইফেলসের ক্যাম্প প্রত্যাহার করে তা টিএসআরকে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতিপূর্বে, পশ্চিম ডলুছড়ায় খাসিয়াপুঞ্জি এলাকায় আসাম রাইফেলসের ক্যাম্প প্রত্যাহার নিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসী প্রতিবাদী হয়েছিলেন। কারণ, নব্বইয়ের দশকে ওই এলাকায় উগ্রপন্থী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারবাণিজ্য আটকাতে গিয়ে বিএসএফের গুলি, আহত দুই মহিলা

উত্তেজনা মতিনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। পাচারবাণিজ্য আটকাতে গিয়ে গুলি ছুঁড়তে হয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে। এতে দুই মহিলা আহত হয়েছেন। তবে তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমতলি থানাধীন মতিনগর এলাকায় সংঘটিত ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এ-বিষয়ে আমতলি থানার পুলিশ জানিয়েছে, মতিনগর এলাকা দিয়ে প্রায়ই পাচার বাণিজ্য হচ্ছে। এতে মহিলা পাচারকারীদের মদত দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার বিএসএফ জওয়ানরা পাচারকারীদের ধাওয়া করলে মতিনগর এলাকায় মহিলারা তাঁদের বাধা দেন। বিএসএফ তাদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেও মহিলারা নড়েননি। উল্টে বিএসএফ জওয়ানদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকেন। এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিএসএফ নন-ল্যাথেল বন্দুক থেকে দুই রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। ওই গুলি দুই মহিলাদের শরীরে লাগে এবং তারা আহত হন।

পুলিশের দাবি, বিএসএফ জওয়ানরাই ওই দুই মহিলাকে হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেন। পুলিশ জানিয়েছে, বিএসএফ গুলি না ছুঁড়লে বড় অঘটন ঘটতে পারত।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় পাচার বাণিজ্য রোধে প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটে। পাচারকারীদের প্রতিরোধের মুখে বিএসএফকে গুলিও ছুঁড়তে হয়। তবে নন-ল্যাথেল বন্দুক ব্যবহারের কারণে প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে না। বিএসএফ জানিয়েছে, পাচার বাণিজ্যের বিরুদ্ধে এ-ধরনের অভিযান জারি থাকবে। আজ ওই ঘটনায় মনোয়ারা বেগম এবং রিপননেসা বেগম আহত হয়েছেন।

বোধজং স্কুলের কাছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহরের বোধজং স্কুল সংলগ্ন এলাকত্রা থেকে শুক্রবার বিকেল নাগাদ এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার নাম ঠিকানা জানা যায়নি। স্থানীয়রা জানান, মৃত ব্যক্তি বিকশা চালক। কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিল। শুক্রবস্তার দুপুরেও দোকান থেকে টিফিন খেয়েছে। বিকেল নাগাদ তার নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে পূর্ত ঘোটালায় নতুন তথ্য দিলেন আইনমন্ত্রী

সুদের হার নির্ধারণ না করে নির্মাণ সংস্থাকে বেআইনীভাবে অগ্রিম দিয়েছে বাম সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। বাম জমানায় পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরী এবং প্রাক্তন পূর্ত কর্তা সুনীল ভৌমিক গ্রেপ্তার হয়েছেন। ওই ঘোটালা সংক্রান্ত নতুন তথ্য সামনে আনলেন আইন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। কোন সুদ না নিয়েই ওই সময়ে নির্মাণকারী সংস্থাকে কোটি কোটি টাকা অগ্রিম দিয়েছে তদানিন্তন বামফ্রন্ট সরকার। যা সম্পূর্ণ বেআইনী বলে দাবি করেছেন আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, সিপিডব্লিউডি এবং সেন্ট্রাল ভিলিল্যান্স কমিশনের নির্দেশিকা মোতাবেক নির্মাণ সংস্থাকে অগ্রিম দেওয়া হলে সুদের হার অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। কিন্তু, ওই সময়ে পূর্ত দপ্তর কয়েক কোটি টাকা নির্মাণকারী সংস্থাকে সুদের হার নির্ধারণ না করেই বরাদ্দ করেছে।

আজ মহাকরণে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে পূর্ত দপ্তরে কাজের বন্টনে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। কস্ট প্লাস ভিত্তিতে কাজের বরাত দেওয়া হলেও বহু কাজ আজও অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গস্থিত নির্মাণকারী সংস্থাগুলিকে বেছে বেছে কাজ দিয়েছে তদানিন্তন বামফ্রন্ট সরকার। অথচ তারা নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্ত করেনি। শুধু তাই নয়, কাজ সমাপ্ত করার বদলে সাব-কন্ট্রাক্টরদের হাতে সেই কাজ তুলে দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, পূর্ত দপ্তরে কাজের প্রত্যেকটি প্যাকেজে ৪৭টি ব্রীজ, ২৩টি বিল্ডিং এবং ৭টি রাস্তা নির্মাণের জন্য তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। তাতে, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি নির্মাণকারী সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়েছিল। তিনি জানান, রামকি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড ব্রীজ নির্মাণে ৫৩.৫০ কোটি এবং বিল্ডিং বানাতে ২১.৭০ কোটি ও ১৯.৩৭ কোটি টাকা পেয়েছে। তেমনি, রয়েল ইনফ্রা কন্সট্রাক্সন লিমিটেড ব্রীজ নির্মাণে ৭০.৬৫ কোটি টাকা পেয়েছে। এছাড়া, জিপিটি গ্রপকেও ব্রীজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভবিষ্যতে রোজগারের বিষয়ে নবম শ্রেণীতে পড়ার সময়েই ভাবতে পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিষয়েও আগ্রহী করে তুলতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যদি বাণিজ্যিক মানসিকতা গড়ে তোলা যায় তবে সে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে সঠিক কর্মসংস্থানের পথ খোঁজে পাবে। ছাত্রছাত্রীদের এ-বিষয়ে সঠিক দিশা ও আশা জাগাতে শিক্ষক-অভিভাবকদের দায়িত্ব নিতে হবে। শুক্রবার রবীন্দ্রভবনে ২০১৯ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ‘চিফ মিনিস্টারস অ্যানুয়েল স্টেট অ্যাওয়ার্ড ফর অ্যাকাডেমিক একসিলেন্স’ প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ১০ বছরে রাজ্যে এগ্রি-মার্কেটিং, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ফল প্রক্রিয়াকরণ, আইটি হাব, শিক্ষা হাব, পর্যটন হাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে

প্রচুর রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাই শিক্ষার্থীদের এখন থেকেই এই সব বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে হবে। তাছাড়া সাব্রুমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে ত্রিপুরায় বিনিয়োগ হবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীগণ বস্ত্রশিল্প কারখানা, ফল প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট, বাঁশভিত্তিক শিল্প কারখানা ইত্যাদি শিল্প কারখানা স্থাপন করবেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক, পরিকাঠামোগত-সহ বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে সরকার। তিনি বলেন, রাজ্যের সাত জেলার পরিকাঠামোর উন্নয়নে এডিবি ১,৬৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। সাথে যোগ করেন, রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা আধুনিকীকরণের জন্যও এডিবি ১,৯০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করা শুরু হলে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য বিজনেস হাব হিসেবে গড়ে উঠবে। তাই ছাত্রছাত্রীদের এই সব বিষয়ে এখন থেকেই আগ্রহী করে তোলার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষাক্ষেত্রকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুণগত মানের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্যাগ করার ভাবনা সমাজে ছড়িয়ে দিলে ভারত আরও এগিয়ে যাবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সমাজকে কিছুটা দিতে পারলেই পরিপূর্ণতা আসে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের ২৪-তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং রজতজয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ-কথা বলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাঁর কথায়, বিদ্যালয় হচ্ছে ভারতের ভবিষ্যত তৈরির প্রতিষ্ঠান। সেখানে ভারতের ভবিষ্যত নাগরিক তৈরি হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্যাগ করার ভাবনা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া গেলে ভারত আরও এগিয়ে যাবে।

এদিন তিনি বলেন, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার যা-ই হই না-কেন, সবচেয়ে বড় কথা হল ভালো মানুষ হওয়া, ভালো নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। উপমুখ্যমন্ত্রীর কথায়, শিক্ষার সূচনা হয় প্রত্যেকের ঘর থেকে। কিন্তু এর কোনও শেষ নেই। যতদিন আমরা বাঁচি ততদিনই শিখি। তাঁর দাবি, কম্পিউটারের ভালো জ্ঞান থাকলেই বা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থাকলেই আধুনিক হয়ে গেলাম, বিষয়টা তা নয়। আধুনিকতা আসে চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে।

তিনি বলেন, ভারতে দীর্ঘ সময় মোঘল এবং ইংরেজরা রাজত্ব করলেও ভারতীয় সংস্কৃতি স্বমহিমায় উজ্জ্বল রয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে সাধু সন্ত-মহারাজদের জন্যই। তাঁরা আছেন বলেই ভারতীয় সংস্কৃতি সমস্ত ঝড়ঝাপটা সহ্য করে এগিয়ে চলেছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতে সম্মান দেওয়া হয় ত্যাগীদের। ত্যাগ করার চিন্তাভাবনা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া গেলে ভারত আরও এগিয়ে যাবে। অন্যদিকে আমরা যদি মনে করি, শুধুই আমরা পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করব তা-হলে আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে, দাবি করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য পেশ করেন হিন্দু মিলন মন্দিরের সহসভাপতি গুরুপানন্দ মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ বৃন্দাবন শাখার সভাপতি জগন্নাথজি মহারাজ। স্বাগত ভাষণ দেন প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের পরিচালন কমিটির সদস্য ডা. প্রবীর সাহা। বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল রত্না মজুমদার। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৯ ▫ ২৬ অক্টোবর ২০১৯ইং ▫ ৮ কার্ত্তিক ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

স্কুল হ্রাসে শিক্ষায় গতি

রাজ্যের বুনিয়াদি স্তরে ৯৬১টি স্কুল বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। ছাত্র স্বল্পতার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে বলিয়া সরকারী স্তরে জানানো হইয়াছে। এইসব স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিকটবর্তী স্কুলের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইবে। এই স্কুলগুলিতে আট হাজার ছাত্রছাত্রীর স্কুলে যাতায়াতের খরচ বহন করিবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের বুনিয়াদি স্তরে ৯৬১টি স্কুল চিহ্নিত হইয়াছে যেগুলিতে ছাত্রসংখ্যা শূণ্য হইতে পঁচিশ জন। ছাত্র সংখ্যা কম থাকার কারণে স্কুলগুলিতে গুণগত শিক্ষা প্রদান ব্যাহত হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং নীতি আয়োগ রাজ্য সরকারগুলিকে পরামর্শ দিয়াছে এই স্কুলগুলি নিকটবর্তী বড় স্কুলের সঙ্গে জুড়িয়া দিতে হইবে। ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, রাজস্থান সহ কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যেই এই কাজ করিয়াছে। ঝাড়খন্ডে ৬৪৪৬টি স্কুল অন্য স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। ওড়িশায় ৪২০০ স্কুল এবং রাজস্থানে সতের হাজার স্কুল অন্য স্কুলে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। এইসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যানবাহন ভাড়া দেওয়া হয় নাই। কিন্তু, ত্রিপুরা সরকার এক্ষেত্রে ভাড়া দেওয়ার সংস্থান রাখিয়াছে।

একথা সত্যি যে, ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়ে সরকারী স্কুলগুলির দুরাবস্থা দিনে দিনেই বাড়িয়াছে। স্কুলগুলিতে পঠন পাঠন শিকেয় তুলিয়া একশ্রেণীর শিক্ষকরাও নিয়মিত স্কুলে হাজির হইতেন না। ছাত্ররা খেয়াল খুশিমতো স্কুলে অসা যাওয়া করিত। আসলে, এইসব স্কুলগুলি স্রেফ নামেই। পঠন পাঠনের সামান্য সেখানে নাই। উগ্রপন্থায় জর্জরিত ত্রিপুরায় এইসব বেশীরভাগ স্কুলই ছিল বন্ধ। শিক্ষকরাও বাড়ীঘরে বসিয়াই মাস মাহিনা পাইয়া থাকেন। এইভাবে গ্রাম পাহাড়ের স্কুলগুলির মরণ দশায় অনেক আগেই পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু, সস্তা রাজনীতির কারণে এইসব কান্ডকীর্তিও মান্যতা পাইয়া যাইত। ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী স্কুলগুলির মানোন্নয়ন রাজ্য সরকারের তেমন ভূমিকা এতদিন দেখা যায় নাই। এইসব সরকারী স্কুলগুলি কার্য্যত বেকার পুণর্বাসনের কেন্দ্র হিসাবেই বেশী মান্যতা পাইত। আর এই স্কুলের শিক্ষকপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার বিচার হইত না। দলের অনুগত হইলেই শিক্ষক পদে চাকুরী জুটিয়া যাইত। ফলে স্কুলগুলি পঠন পাঠনের বালাই ছিল না। আর এই কারণেই রাজ্যে বেসরকারী স্কুলের বাড় বাড়ন্ত হইয়াছে। অতীতে যেসব সরকারী বা আধা সরকারী স্কুলের গরিমা ছিল তাহা এখন আর নাই।

রাজ্য সরকার ৯৬১টি স্কুল বন্ধ করিয়া প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার অগ্রগতিতে একটি বড় পদক্ষেপই নেওয়া হইল বলা যাইতে পারে। এইসব স্কুলগুলিতে পঠন পাঠন লাটে উঠা সত্বেও চালু রাখার মধ্যে সরকারী অর্থের আদ্যশ্রাদ্ধ হইত। অন্তত এই খরচ সরকারের সাশ্রয় হইল। রাজ্যে স্কুল ঘর গড়িয়া উঠিলেই শিক্ষার অগ্রগতি হইতে পারে না। প্রয়োজন স্কুলগুলিতে পঠন পাঠন চালু রাখা ও শিক্ষকদের আন্তরিক প্রয়াস। কিন্তু, লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সরকারী স্কুলগুলিতে দক্ষ ও বিষয় শিক্ষকের অভাব। এখন তো প্রাইভেট ট্যুইশান ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা চোখে পথ দেখে না। যেসব শিক্ষক ইতিমধ্যেই দক্ষতার পরিচয় রাখিয়াছেন তাহাদের তো নাওয়া খাওয়ারই সময় নাই। স্কুলেই বসানো হয় প্রাইভেট ট্যুইশনি বা স্কুল। অভিভাবকরা এখন অনেকটাই দিশাহারা। ছাত্রকে প্রাইভেট ট্যুইশনির জন্য দৌড়াইতে হয়। সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের একাংশ তো অতি মাত্রায় নিয়োজিত প্রাইভেট ট্যুইশানে। তাঁহারা স্কুলের ডিউটি দেন নমঃ নমঃ করিয়া। এইভাবে কি শিক্ষার অগ্রগতি হইতে পারে? আজ নতুন সরকারকে এই বিষয়ে গভীর ভাবে ভাবিতে হইবে। কিভাবে এই প্রাইভেট ট্যুইশনির হাত হইতে ছাত্রছাত্রীদের মুক্ত করা যাইতে পারে। রাজ্য সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু, প্রশ্ন উঠিয়াছে শিক্ষা তখনই অগ্রগতির পথে আগাইবে যখন শিক্ষকরা আন্তরিক ভাবে কর্তব্য পালনে অগ্রণী হইবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকাকে আজ অনেক গুরুত্ব দিয়া দেখাইতে হইবে। কঠোর নজরদারী চালু করিতে পারিলে শিক্ষক্ষেত্রে পরিবর্তনের স্রোত বহিতেই পারিবে।

চায়না লাইটের দাপটে কোণঠাসা মাটির প্রদীপ

বাঁকুড়া, ২৫ অক্টোবর (হি.স) : চায়না লাইটের দাপটে হারিয়ে যেতে বসেছে বাংলার মাটির প্রদীপ। চায়না লাইটের রাসায়নিক বিক্রিয়া শরীরে ক্ষতিকর জেনেও মানুষ অপেক্ষাকৃত সস্তার কারনে চায়না লাইটকে বেছে নিচ্ছেন।

একসময় মাটির প্রদীপের আলোয় দীপাবলীর সন্ধ্যা ভরে উঠতো সমস্ত বাড়ী। ফলে কুমোরপাড়ায় মাটির প্রদীপ কেনার জন্য হিড়িক পড়ে যেত। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ চিনা আলোর রকমারি বাতিতে বাজার ছেয়ে গেছে। বাহারি এইসব আলোর দাপটে কুমোর পাড়া কোণঠাসা। হাতে গোনা কয়েক দিন বাদে বাঙালির আরেকবার পার্বণ দীপাবলি। এই দীপাবলি উৎসবেও এখনো পর্যন্ত মাটির প্রদীপের সেভাবে যে চাহিদা নেই তা বাঁকুড়া শহর ও উত্তর বাঁকুড়ার শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেল। উল্টে বিদ্যুতের প্লাগ লাগানো চায়না প্রদীপ, ঘূর্ণায়মান রকমারি রং খেলনো ঝাড়বাতি, টুনি বাল্ব লাগানো চেন বাতি কেনার ভিড় দোকানে দোকানে। কয়েকবছর আগেও বর্ষার পর থেকেই বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামের কুমোরপাড়ায় ঢুকলেই দেখা যেত চূড়ান্ত ব্যস্ততা। পরিবারের সকলেই ভোরের আলো ফোটা থেকে শুরু করে সূর্য ডোবা না পর্যন্ত থাকতো প্রদীপ তৈরীতে। কালীপূজা দীপাবলীতে যে ব্যাপক চাহিদা হোত প্রদীপের। সারা কুমোরপাড়ায় শোরগোল পড়ে যেত কার বাড়িতে কত মাটির প্রদীপ কেনার বরাত পড়ল। কোন গ্রামে পাইকারদের ভিড় বেশি এই নিয়েও চলত অদৃশ্য প্রতিযোগিতা। কিন্তু এখন দুর্গা পুজোর পর থেকে জেলার কুমোরপাড়া গুলিতে শুনশান অবস্থা।

মৃৎশিল্পী ও ক্রেতাদের একাংশের দাবি, 'কার্যত এইসব চায়না আলোর দাম কম এবং এই কম খরচে অনেক বেশি উজ্জ্বল আলো পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও মাটির প্রদীপ জ্বালানোর হ্যাপা অনেক। পাশাপাশি চায়না আলো যতক্ষণ খুশি জ্বালিয়ে রাখা যায়। দূর থেকে বাড়িটাকেও রঙিন মনে হয়। তাই মানুষ চায়না আলোর প্রতি বেশি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তাই কষ্ট করে মাটির প্রদীপ তৈরি করেও তা বিক্রির জন্য হা-পিত্যেশ করে থাকতে হচ্ছে।' বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের সেন্দড়া গ্রামের কুমোরপাড়া মাটির হাঁড়ি- কলসি, পুজোর ঘট, প্রদীপ ইত্যাদি মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত। গ্রামের মৃৎশিল্পী গুইরাম কুম্ভকারের আক্ষেপ , 'কয়েক বছর আগেও দুর্গা পুজোর পর থেকে পরিবারের সকলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু এবার চাহিদা না থাকায় মাত্র হাজার দুয়েক প্রদীপ তৈরি করেছি ।' গ্রামের আরেক মৃৎশিল্পী অজয় পাল বলেন, 'এইসব মাটির জিনিস তৈরি করতে আলাদা মাটির প্রয়োজন। এখন সেই মাটি পাওয়াও দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রদীপের চাহিদা না থাকায় থাকলেও মাটির তৈরি চায়ের ভাঁড়ের চাহিদা বাড়ছে। প্লাস্টিক বর্জনের সচেতনতা থেকেই এটা সম্ভব হয়েছে। পরিবেশবিদদের মতে প্লাস্টিক বর্জন করে চায়ের ভাঁড়ের চাহিদা বাড়ছে সেটা আশার কথা। কিন্তু যেভাবে চায়না বাতিবাজার ছেয়েছে তাতে এই সব বর্জ্য গুলি অচিরেই আমাদের পক্ষে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তাই এর বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। মাটির প্রদীপের চাহিদা না থাকলেও মাটির তৈরি চায়ের ভাঁড়, মাটির ঘট এসবের বিক্রি বাটা ভালোই হয়েছে দুর্গা পুজোর সময় বলে জানালেন মৃৎশিল্পীরা। তবে আগে যেমন ১৫ থেকে ২০ হাজার মাটির প্রদীপ বিক্রি করতেন এক একজন মৃৎশিল্পী গত কয়েক বছরে মোমবাতি আর চায়না আলোয় তাদের সেই বাজার কেড়ে নিয়েছে উ তাছাড়াও মাটির প্রদীপের দাম পাওয়া যায়না। ছোট প্রদীপের দাম শতকরা ৬০ থেকে ৭০ টাকা। মাঝারি সাইজের দাম শতকরা ১১৫ ন সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ১০০ টাকা রোজগার করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অনেকেই এই কারবার ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজের সন্ধান করছেন।'

ভারত—বাংলাদেশ সুসম্পর্ক কি অতিরঞ্জিত

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

জলঙ্গির চেতনা আচ্ছন্নকারী ঘটনাটা বেশ ভাবাচ্ছে। এমন রক্তক্ষয়ী একটা ঘটনা দুই 'পরম বন্ধু' দেশের মধ্যে শেষ কবে ঘটেছে চট করে মনে করা মুশকিল। আরও দুশ্চিন্তা এই কারণে যে, ঘটনাটা ঘটল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'সফল' ভারত সফরের রেশ কাটতে না কাটতেই।

সংক্ষেপে ঘটনাটা এইরকম। ভারতের মুর্শিদাবাদ ও বাংলাদেশের রাজশাহির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পদ্মায় গত ১৭ অক্টোবর ইলশে -নাও ভাসিয়েছিলেন জলঙ্গির জেলেরা। অক্টোবরের এই সময়ে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগে-পিছে মোট ২২ দিন বাংলাদেশের সর্বত্র ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ। ইলিশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ যতটা ঢিলেঢালা, বাংলাদেশে 'বজ্র আঁটুনি'---ততটাই কঠিন। কঠিন করতে পেরেছে বলেই গত দশ বছরে তারা ইলিশ উৎপাদনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পেরেছে। জলের এই রূপোলি শস্যের বাৎসরিক উৎপাদন যেখানে দু'টনের নিচে নেমে গিয়েছিল , আজ তা সাড়ে পাঁচ লাখ টন ছাড়িয়ে গিয়েছে। কী করে তারা এই অসাধ্যসান করেছে, আর কেনই বা আমরা ইলিশের জন্য হাহুতাশ করতে করতে মাথা ঠুকছি, সৌম্যদর্শন'-এ সে কাহিনি কিছুদিন আগেই লিখেছি। সে কথা একন থাক। ঘটনা হল, বালাদেশে কড়াকড়ির দৌলতে জলঙ্গির জেলেদের জালে এই সময় বাড়তি ইলিশ ধরা পড়ে। তো, সেই দিনেই তাঁদের একটা দল ইলিশের জাল বাঁধতে গিয়ে পদ্মার জলসীমানা পেরিয়ে রাজশাহির চারঘাট উপজেলায় বালুঘাটে ঢুকে পড়ে। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড, সংক্ষেপে যা কিনা 'বিজিবি' বলে পরিচিত, তারা তিনজনের ওই গলটাকে ধরে ফেলে। খবর পেয়ে ভারতের বিএসএফ জওয়ানরা যান। 'ফ্ল্যাগ মিটিং'-এর জন্য পতাকা তুলেই। ওই সময় দুই পক্ষে এমন কিছু নিশ্চয়ই হয়েছিল যাতে গুলি চলে। গুলিতে এক ভারতীয় জওয়ানের মৃত্যু হয়, আর একজন আহত হন। বিজিবি দুই জেলেকে ছেড়ে দিলেও একজনকে আটকে রাখে। তাঁকে নিয়ে এখন দুই দেশে টানাপোড়েন চলছে।

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ঘটনাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' ও 'অনাকাঙ্ক্ষিত' বলেছেন। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোনও বয়ান পাওয়া যায়নি। দুর্ভাগ্যজনক ও অনাকাঙ্ক্ষিত' অন্য একটা ঘটনা ১০ অক্টোবরেও ঘটেছিল। বাংলাদেশের অপরাধ ও সন্ত্রাস

নিয়ন্ত্রণের জন্য গড়া বাহিনি 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন' বা 'ব্যার'-এর পাঁচ জনকে ওই দিন কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার আশাবাড়ি সীমান্তে ভারত ঢোকার অপরাধে বিএসএফ আটক করে। টানা দশ ঘণ্টা ধরে রাখার পর দুই দেশের সামান্তরক্ষীদের 'ফ্ল্যাগ মিটিং'-এর পর তাঁদের ছাড়া হয়। ওই ঘটনায় অবশ্য কোন পক্ষে রক্ত ঝরেনি।

দু'টি ঘটনাই হাসিনার সফরের দশ দিনের মধ্যে ঘটা। এজন্য যে -প্রশ্নটা একরাশ বিস্ময় হয়ে ঝরছে তা দুই দেশের সম্পর্ককেন্দ্রিক। যে দুই দেশ একে-অন্যকে 'পরম মিত্রও বিশ্বস্ত' বলে মনে করে, যে দুই দেশের সীমান্তরক্ষীরা নিয়মিত বৈঠক করে বকেয়া সদস্যার সমাধানে উদ্যোগী হন, তাদের মধ্যে কেন এমন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ? প্রাণহানি? তবে কি ধরে নিতে হবে সম্পর্কটা স্রেফ উপর উপর? ভিতরে অবিশ্বাস, ঘৃণা ও রেষারেষির ফল্গু? না কি 'পদ্মা কাণ্ড' নিতান্তই বিচ্ছিন্ন এক ঘটনা? অনভিপ্রেত?

উত্তরটা চট করে দেওয়া যাচ্ছে না কারণ, সীমান্তে সংঘাত ও উত্তেজনা প্রধানত চোরচালানকে কেন্দ্র করেই ঘটে। কখনও কিছু রক্ত ঝরে। ধরপাকড়ও হয়। দুই দেশই সীমান্ত সংঘর্ষ শূন্যে নামাতে ঘোষিতভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটেছে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনির মধ্যে, দুই পক্ষই যখন দৃশ্যমান এবং বলা যেতে প্রায় মুখোমুখি। তবে কি ধরে নিতে হবে, গত একদশক ধরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গগনচুরী উচ্চাতার বারংবার উচ্চকিত ঘোষণা নিতান্তই অতিরঞ্জিত? ' কসমেটিক'? বাস্তাবের সঙ্গে বেমানান?

প্রশ্নগুলো ভাবাচ্ছে। দুই দেশের সরকার ও জনগণ এত 'বন্ধু' যদি হয়, দুই দেশের মানুষের মধ্যে 'সম্পর্ক যদি এতটাই 'মধুর', তাহলে বাংলাদেশিদের 'ভারত বিরোধিতা' কেন এত প্রবলভাবে বাড়ছে? সামাজিক মাধ্যমগুলো বিরোধিতায় কেন এত মুখর?

হাসিনার সফরে মোট সাতটি চুক্তি ও সমঝোতা সই হয়। এগুলোর মধ্যে তিনটি নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা। বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের বাঁচার স্বার্থে 'মানবিক' বারত কেন তিস্তার জলদিতে পারে না? দেশের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর তোয়াক্কা না করে ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিলোপ ঘটিয়ে কাশ্মীরকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারেন, বিশেষ মর্যাদা বাতিল করতে পারেন, কেন তাহলে তিস্তা সমস্যার সমাধান করতে পারেন না? যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর যুক্তি দেখিয়ে ঝুলিয়ে রাখেন? ভারতের চাহিদা 'ন্যায্য', বাংলাদেশেরটা 'অন্যায্য' ? ফেনি ও তিস্তা চুক্তির খসড়া তো সেই ২০১১ সালেই তৈরি হয়েছিল। ব্যাপারটা ছিল 'ফেনি নাও, তিস্তা দাও'-এর মতো। তবে কেন তিস্তা এখনও অধরা? সামাজিক মাধ্যম মুখরিত।

স্লোগানটা এইরকম, 'ভারত শুধু নিতে জানে দিতে নয়'।

রান্নার গ্যাস বাংলাদেশ ফেনির জল, এলপিজি রফতানি এবং উপকূলে নজরদারির জন্য র‍্যাডার বসানো। সামাজিক মাধ্যমগুলো উত্তাল। সফরশেষে ফিরে প্রথামাফিক সাংবাদিক সম্মেলনেও হাসিনাকে এই নিয়ে প্রশ্ন শুনতে হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, ত্রিপুরার সাব্রুমের লোকজন খাবে বলে 'মানকি' হাসিনা যদি ফেনির জলদিতে পারেন, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের থাকবে? বাংলাদেশ, না ভারত? ভারতের হাতে থাকলে তাতে কি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব খর্ব হবে না? সামাজিক মাধ্যমে তো বটেই, বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন পর্যন্ত সরাসরি জানতে চেয়েছেন, র‍্যাডার নজরদারির উদ্দেশ্য যদি বঙ্গোপসাগরে চিনা উপস্থিতি হয়ে থাকে এবং তাতে যদি ভারত উপকৃত হয়, তাহলে সেটা কি চিনের প্রতি বাংলাদেশের বৈরী কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হবে না? সেক্ষেত্রে ভারত ও চিনের প্রতি বাংলাদেশের 'ভারসাম্যের নীতির' পরিণাম কী হবে?

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটি 'একতরফা' এবং তাতে বাংলাদেশের 'বঞ্চনা' সাতকাহন হয়ে ঘোরাফেরা করছে সামাজিক মাধ্যমগুলোয় অনেক দিন ধরেই।দীর্ঘ অপ্রাপ্তির এই 'ক্ষোভ, বেদনা ও বঞ্চনার' পালে বাড়তি হাওয়া জোগাচ্ছে এনআরসি নিয়ে ভারতীয় শাসক দলের বড় বড় নেতার গরম গরম কথা। অনুপ্রবেশকারীদের 'উইপোকা'-র সঙ্গে তুলনা ও তাদের 'ঘাড় ধাক্কা' দিয়ে ফেরত পাঠানোর অঙ্গীকার তামাম বাংলাদেশি অপমানজনক মনে করছেন। প্রতিবেশী তিন মুসলিম প্রধান দেশের অমুসলমান নাগরিকদের আশ্রয়দানে নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের বার্তা বিভাজনরেখা গভীর করে তুলছে। হাসিনার সফরসঙ্গী কর্তারা নিভৃত আলোচনায় স্বীকারও করেছেন, বাংলাদেশের 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রচরিত্র রক্ষা ভারতই চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার ঘটনা এই কারণে আরও উদ্বেগজনক। সুবলচন্দ্র শুভ নামে এক যুবকের দাবি, তাঁরফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে কেউ ইসলাম ধর্ম ও মহানবি (সা.) সম্পর্কে কটুক্তি করেছে। গত শুক্রবার পুলিশের কাছে তিনি নিজেই এই অভিযোগ জানান। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সুবলকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার আরও দু'জনকে। এলাকার প্রভাবশালীদেরসঙ্গে কথা বলে পুলিশ শান্তি রক্ষার আবেদনও জানায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবিবার কয়েক হাজার মানুষের মারমুখী বিক্ষোভ ঠেকাতে পুলিশ গুলি চালালে চার জনের মৃত্যু ঘটে। দশ পুলিশ-সহ আহত শতাধিক। প্রশাসন তটস্থ। ভারতবিরোধী শক্তিদের রোখা কঠিন বলে বাংলাদেশের ১ কোটি ৭০ লাখ হিন্দুর জীবনও যে ক্রমশ অতিষ্ঠ ও দুর্বিষহ হয়ে পড়বে, সেই বোধের উদয় 'হিন্দুত্ববাদী' ভারতীয়দের দ্রুত হওয়া জরুরি।

পদ্মাবক্ষে বিএসএফ-বিজিবি সংঘাত অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত। চরম দুর্ভাগ্যজনক ভোলার বোরহানউদ্দিনের ধর্মীয় অসন্তোষ ও সংঘাত। ভারতের অনুধাবন করা প্রয়োজন, বাংলাদেশ নিজেকে 'চির উপেক্ষিত' মনে করলে ভারতের পক্ষে তা অমঙ্গলের

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

টাইমজোন চালু করে মেটানো সম্ভব

সুমন মালিক

বর্তমানে বিদ্যুৎশক্তি নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। মানুষ নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে শক্তি সংরক্ষণের। শক্তির অপব্যবহার শেষ করতে। পাশাপাশি শুরু হয়েছে সৌরশক্তির ব্যবহার এই সূর্যকে অন্যরকমভাবেও ব্যবহার করা যায়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার আলোকে যদি বেশি করা হয়, ঠিক তেমন পরিকল্পনা দিয়েছিলেন মার্কিন বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনায়ক বেঞ্জামিন ফ্লাঙ্কলিন তাঁর দেশে। ঘটনাটি হল ঘড়ির কাঁটাকে একটু এগিয়ে আনা। বিশ্বব্যাপী এ বিষয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। দেশের প্রতিটি মানুষ কাজ শুরু নির্ধারিত সময়ের অন্তত এক ঘণ্টা আগে থাকতে। স্কুল, কলেজ, অফিস-আদালতে যদি এই নিয়ম বলবৎ হয় তাহলে অন্তত শতাধিক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে প্রতিদিনে। বিশেষজ্ঞরা তাই মনে করেন। ঠিক তেমনই নির্ধারিত ছুটির সময়ও শক্তি অনেকটাই সাশ্রয় করা যেতে পারে। বহু দেশেই চালু আছে 'ডেলাইট সেভিং টাইম' বা ডিএসটি প্রথা। যা ফ্রাস্কলিনই প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৭৮৪ সালে তিনি প্রথম প্রথম প্রস্তাব দেন মার্কিন সরকারকে। তিনি দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে আবেদন রাখেন আরও সকাল সকাল উঠে পড়ার জন্য, যার ফলে কতটা জ্বালানি বাঁচবে তা্য হিসাব করে দেখিয়ে দেয়। সেই প্রস্তাব তখন গ্রহণযোগ্য হয়নি। তার অনেক পরে মার্কিন মুলুকে তা কার্যকর হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা যায় তীব্র জ্বালানি সংকট। তাবে আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে সময় এগিয়েছে। এই দেশের বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন, এই ডিএসটি প্রথাটি যথাযথভাবে প্রচলন এদেশে করা যাবে না। পরিবর্তে এদেশের মতো করেই সময় তৈরি করা নেওয়া যেতে পারে। অন্তত দেশে একটা টাইমজোন চালু করা যেতে পারে বলে তাদের ধারণা। যেহেতু বিদ্যুতের চাহিদা অনুযায়ী জোগান নেই, তাই ঘাটতি থেকেই যায়। এই ব্যবস্থায় চটজলদি কোনও সমাধানসূত্র পাওয়া সম্ভব নয়, তাই বিদ্যুতের ব্যবহারে পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। এর ফলেই বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সরকারি সূর্যের আলোকে ব্যবহার করতে হবে যত্ন সহ, নিপুণভাবে। ভারতের মতো নিরক্ষীয় দেশে গ্রীষ্মের দিনগুলি দীর্ঘতর। সে সময় ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত কাজের সময়কে দীর্ঘায়িত করা যেতে পারে। অবশ্যই গ্রীষ্মের ক্লান্তিকর পরিস্থিতি যতটা সামাল দিতে পারা যায়। সেক্ষেত্রে কাজের সময় বাড়িয়ে নেওয়া বা সাপ্তাহিক ছুটির দিন একটি থাকলে জাতীয় সমস্যা কিছু সমাধান হবে হবে মনে করেন, বিশেষজ্ঞদের মতে। যেকেউ সমাধান সূত্রটির বিপরীতে বাঘা

বঘা যুক্তিতর্ক সাজিয়ে দিতে পারে কিন্তু তাহলে বাস্তব সমস্যা থেকে বাঁচাতে পারা যাবে তো? বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পরিকল্পনা এ দেশে আসবে বলেই এ বিষয় নিয়ে যারা চিন্তাভাবনা করেন তাদের বিশ্বাস, ভাবতের মতো বড় দেশে নির্দিষ্ট একটা টাইমজোনকে সময়মান ঠিক করা সত্যিই অসুবিধা আছে। কারণ এদেশে এক জায়গায় যখন সূর্যোদয় হয় অন্য প্রান্ত তখন শেষ রাতের আলসেমি। নির্দিষ্ট একই সময়ে উঠে পড়তে হলে মানুষের সুখনিদ্রার দফারফা। নাগরিক স্বাচ্ছেন্দ্যে বেশকিছু ছন্দপতন ঘটে যাবে। পৃথিবীর যেসব দেশের আয়তন চোট সেখানে টাইমেজোন ঠিক করতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। তবে এই দেশে অনুসরণ করার মতো দৃষ্টান্ত আছে। যেমন মন্দির মসজিদে শীত গ্রীষ্মে প্রার্থনার সময়ের হেরফের করে নেওয়া হয়। ঋতু পরিবর্তনে সূর্যের আলোক দৈনন্দিন জীবনের পাথেয় করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। দেশের স্থানভেদে নিজেদের মতো সময়ের কিছুটা অদল বদল ঘটিয়ে সূর্যালোককে কাজে লাগানো যায়। সাশ্রয় করতে পারি সমস্যাকে। কোনও একক উদ্যোগে একাজ সম্ভব নয়। তীব্র বাদানুবাদ অথবা যুক্তিতার্কের জাল বুনে এই মত এক হলমায় নস্যাৎ করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাস্তাব বিচারবুদ্ধি দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে উপকৃত হবে আমাদের দৈনন্দিন জীবন। সুরক্ষিত হবে ভবিষ্যৎ শক্তিবাণ্ডার। এর ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি অনেকটাই মিটে যেতে পারে। মানুষ সময় এবং শক্তি একের সঙ্গে অন্যর পারস্পরিক যোগসূত্রই ঘাটিতে দিতে পারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্ম শুক্রবার আগরতলায় নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্পগুলিতে দুর্যোগ মোকাবিলায় বোট বিতরণ করেছেন। ছবি- নিজস্ব।

দুই দিনের গুজরাট সফর ছেড়ে দিল্লি ফিরে এলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি-গান্ধীনগর, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ শুক্রবার দুদিনের সফরে গুজরাটে গিয়েছিলেন উ তবে ওই সফর ছেড়ে আজই দিল্লিতে ফিরে এসেছেন তিনি উ দিল্লিতে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই তিনি তাঁর সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করে এদিন সন্ধ্যায় ফিরে এসেছেন। তবে তার আগে আজ তিনি গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এরপর সার্কিট হাউসে মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানীর সঙ্গে রুদ্ধদার বৈঠক করেন। তারপরই তিনি দিল্লি ফিরে আসেন।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কথা ছিল এবারের ধনতেরাস পরিবারের সাথে উদযাপন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ অমিত শাহ উ এর পাশাপাশি আরও একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে দুইদিনের সফরে গুজরাটে গিয়েছিলেন অমিত শাহ উ তবে সেসবে বাধসাধল বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি উ একে তো হরিয়ানায় দল একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় নি উ সেইসঙ্গে, মহারাষ্ট্রে নিজেদের গুরুত্ব বাড়াতে বিজেপির উপর চাপ বাড়াচ্ছে শিবসেনা উ এই অবস্থায় আজই ওই সফর ছেড়ে দিল্লিতে ফিরে এসেছেন তিনি ।

তবে তার আগে আজ গুজরাটের গান্ধীনগরে মহাত্মা মন্দিরে একটি অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শুরু করেন। এদিনের ওই অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যের শুরুতেই অমিত শাহ গুজরাটের জনগণকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, আজ এখানে আমি একজন সাংসদ হিসেবে এসেছি উ কেরোসিনমুক্ত শহর হওয়ার জন্য তিনি গান্ধীনগরকে অভিনন্দন জানান। এদিন তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা করে বলেন, কংগ্রেস বলেছিল যে দরিদ্রদের শেষ না করে আমরা দরিদ্রদের সরিয়ে দিয়েছি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আরেকটি স্বপ্ন দেশকে প্লাস্টিকমুক্ত করা, যার প্রচার সারা দেশে চলছে। এখন বস্তিতে স্টোভ থেকে বের হওয়া ধোঁয়া বন্ধ হয়ে গেছে কারণ প্রায় ১৩ কোটি মানুষকে গ্যাস সিলিন্ডার (সংযোগ) দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এই কর্মসূচির পরে, অমিত শাহের বিকেলে কালোলের কেআইআরসি কলেজে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা ছিল। সেইসঙ্গে, পরিবারের সাথে ধনতেরাস উদযাপন করার কথা ছিল তাঁর উ কিন্তু দিল্লিতে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই তিনি তাঁর সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করে এদিন সন্ধ্যায় দিল্লি ফিরে এসেছেন তিনি। তবে দিল্লি ফিরে আসার আগে অমিত শাহ গুজরাট পাসপোর্ট আধিকারিকদের সাথে আহমেদাবাদ সার্কিট হাউসে একটি বৈঠক করেন এবং পাসপোর্টের মুদ্রণ এবং পাসপোর্টের বিধি ছাড়ের বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

পিঠে আটকে পাচার লখনউ বিমানবন্দরে ৫৪২ গ্রাম সোনা সহ গ্রেফতার যুবক

লখনউ, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : বুদ্ধি অনেক খরচ করলেও শেষ রক্ষা হল না উ পিঠে ৫৪২ গ্রাম সোনা আটক অবস্থায় গ্রেফতার যুবক উ শুক্রবার লখনউয়ের চৌধুরী চরণ সিংহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় ওই যুবককে।

আধা তরল অবস্থায় থাকা সোনার পাত পিঠে মলমের মত লাগিয়ে সোনা পাচারের অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিল এক আন্তর্জাতিক সোনা পাচারকারী। ওজনে অন্তত ৫৪২ গ্রাম সোনা পিঠে আটকে আজ সকালেই দুবাই থেকে লখনউ বিমানবন্দরে নামে এক যুবক। যার বাজারদর প্রায় সাড়ে ২১ লক্ষ টাকা উলখনউয়ের চৌধুরী চরণ সিংহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার পর মেটাল ডিটেক্টরে ধরা পড়ে যায় ওই সোনা পাচারকারী।

জানা গেছে, অতটা সোনা গলিয়ে তা পিঠে অনেকটা মলমের মত লাগিয়ে দুবাই থেকে বিমানে চড়েছিল সেই সোনা পাচারকারী। দুবাই থেকে আসা 'আইএক্স-১৯৪' নম্বরের বিমানটি লখনউয়ের চৌধরি চরণ সিংহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার পর মেটাল ডিটেক্টরে ধরা পড়ে যায় সেই সোনা পাচারকারী। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পভুক্ত নাগরিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বিজেপি সাংসদ আর কে সিনহা, বিতরণ করলেন মিষ্টি

পাটনা, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি(বিজেপি) প্রবীন নেতা তথা রাজ্যসভার সদস্য রবীন্দ্র কিশোর সিনহা শুক্রবার পাটনার অবস্থিত আপনা আবাস অন্নপূর্ণা ভবনে কেন্দ্রীয় আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের নিযুক্ত নাগরিকদের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় মিলিত হন। ওই অনুষ্ঠানে তিনি খাদির ব্যাগ, প্রদীপ এবং মিষ্টি বিতরণের পাশপাশি মহিলাদের কোম্বল এবং পুরুষদের শাল দিয়ে দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানান। এই অনুষ্ঠানের পর সাংসদ আর কে সিনহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চিন্তাভাবনা ভাবনায় আজ দেশের ১০ কোটির বেশি বিপিএল পরিবারভুক্তরা এই যোজনার লাভ পাচ্ছেন। পাশাপাশি প্রায় ৫০কোটি মানুষ এই যোজনার মধ্যে লাভ পেতে পারেন বলেও তিনি জানান। বলেন, এই প্রকল্পের অন্তর্গত প্রত্যেক পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্য বীমার আওয়াতাধীন থাকবেন। তিনি আরও বলেন, বৃদ্ধ মহিলা এবং বাচ্চাদের এই আয়ুষ্মান ভারত যোজনা সঙ্গে দ্রুতগতিতে যুক্ত হচ্ছে। আয়ুষ্মান ভারত যোজনার পাওয়ার ফলে হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা লাভ পেয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধায়ক সঞ্জীব চৌরাসিয়া, বাঢ জেলার সভাপতি ডা: সিয়ারাম সিং, পাটনা মহানগরের সভাপতি সীতারাম পান্ডে, রুপেশ কুমার, দীপক কুমার, সঞ্জয় রায় ছাড়াও পাটনা সাহিবের অন্যান্য কার্যকর্তারা আয়ুষ্মান ভারত যোজনা নিযুক্ত নাগরিকদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চিদম্বরমের জামিন খারিজের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমের জামিনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই উ আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় জামিন পাওয়া পি চিদম্বরমের জামিন খারিজের আর্জি জানিয়ে শুক্রবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সিবিআই।

পি চিদম্বরমের জামিন পর্যালোচনা করার আবেদন জানিয়ে শীর্ষ আদালতের কাছে সিবিআইয়ের দাবি, আইএনএক্স মিডিয়া মামলার সাক্ষীদের প্রভাবিত করছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। তাই তাঁর জামিন পর্যালোচনা করা হোক। আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় জামিন পাওয়া পি চিদম্বরমের জামিন খারিজের আর্জি জানিয়েছে সিবিআই।

গত মঙ্গলবার আইএনএক্স মামলায় চিদম্বরমের জামিন মঞ্জুর করে সুপ্রিম কোর্ট। সে সময়ও আদালতের কাছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাটি জানিয়েছিল, এই মামলায় দু'জন সাক্ষীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন চিদম্বরম। তবে সে বক্তব্য খারিজ করে শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, এ বিষয়ে কোনও যুক্তিপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ পেশ করতে পারেনি সিবিআই। জামিন পেলেও আদালতের অনুমতি ছাড়া চিদম্বরম দেশের বাইরে যেতে পারবেন না বলেও জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

তবে মঙ্গলবার জামিন পেলেও এখন ইডি হেফাজতে তিহাড় জেলেই রয়েছেন তিনি। মাস দুয়েক ধরেই জেলবন্দি পি চিদম্বরম।

রাজ্যের অর্থ সচিবের আপ্ত সহায়ককে জেরা করল সিবিআই

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর (হি.স): শুক্রবার অর্থ সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদির ব্যক্তিগত সচিব বিশ্বজিত কুন্ডুকে জেরা করল সিবিআই। তাকে শুক্রবার বেলা ১১টার মধ্যে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ সিবিআই দফতরে আসেন। প্রায় ৫ ঘন্টা জেরার পর বিকেল সাড়ে ৫ টা নাগাদ তাকে ছাড়া হয়।

বুধবারই নবান্নে অর্থ দফতরে গিয়ে বিশ্বজিত কুন্ডুর হাতে নোটিশ ধরিয়ে এসেছিল সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খবর,রোজভ্যালির কর্ণধার গৌতম কুন্ডু এরাজ্যে প্রচুর জমি কিনেছিলেন। এই ব্যাপারে মঙ্গলবার অর্থ দফতরের ওএসডিকে জেরা করেছেন সিবিআই অফিসাররা। তার কাছ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে। রোজভ্যালির জমি কেলেঙ্কারির বিষয়ে তিনিই সিবিআইকে জানিয়েছেন বিশ্বজিত কুন্ডুর কথা। তাঁর কথার ভিত্তিতেই অর্থ দফতরের সচিবের এই আপ্ত সহায়ককে ডাকা হয়। বিশ্বজিত কুন্ডুকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয় , রাজ্য সরকার কেন লগ্নি সংস্থা গুলোর জমি জমার হদিস করে নি। তাদের জমি বিক্রি বন্ধের নির্দেশের পরেও কি ভাবে অবাধে জমি জমা কেনা বেচা চলছিল। বিশ্বজিত কুন্ডুর সঙ্গে গৌতম কুন্ডুরই বা কি সম্পর্ক জানতে চেয়েছে সিবিআই।

জানা গেছে, সংসদে একটি প্রশ্নের জবাবে ২০১৩ সালে রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল সারদা,রোজভ্যালি সহ একাধিক চিটফান্ড সংস্থা নিয়ম ভেঙ্গে টাকা তুলছে। দিল্লিতে পাঠানো চিঠিতে ওই ওএসডি এবং আপ্ত সহায়ক দুজনেরই সই ছিল। সিবিআইয়ের প্রশ্ন, তারমানে রাজ্য সরকার জানত বেআইনীভাবে টাকা তোলা হচ্ছে। তাহলে অর্থ দফতর আগেই ব্যবস্থা নিল না কেন ? সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালে রাজ্য প্রশাসনের যে চিঠিটিতে তিনি সই করেছিলেন সেই সই তার কিনা। সিবিআই অফিসাররা আপ্তসহাকের সই যাচাই করে দেখেন। তারা জানতে চান কার নির্দেশে তিনি এই সই করেছিলেন। প্রয়োজনে তাকে আবার ডাকা হবে বলে সিবিআই সূত্রে জানা গেছে।

এর আগেও বিশ্বজিত কুন্ডুর নামে বহু অভিযোগ উঠেছে। আগে বাম সরকারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য হয়ে একই পদে দশ বছরের বেশি সময় ধরে রয়ে গিয়েছেন। স্বজন-পোষন এবং নানা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুধ্যে ভিজিলেন্স কমিশনে দরবার করেছিল রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একটি সংগঠনও। তাঁর বিরুধ্যে অযথা ফাইল আটকে রেখে বিভিন্নভাবে চেয়ারের ক্ষমতা দেখিয়ে সুবিধা নেবার আভিযোগ উঠেছিল আগেই। হাওড়া পুরসভার ফাইল আটকে রাখায় এক সময় অভিযোগ জানিয়ে ছিলেন প্রাক্তন মেয়র রথীন চক্রবর্তীও।

পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার ব্যাপারে কড়া বার্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

ওয়াশিংটন, ২৫ অক্টোবর (হি. স.) : পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার ব্যাপারে কড়া বার্তা দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তৈরি হওয়া টানাপোড়েন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি ভারত ও পাকিস্তান সম্মতি দিলে মধ্যস্থতা করতে প্রস্তুত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার পক্ষ থেকে ফের একবার এই প্রস্তাব দেওয়া হল।

পাশাপাশি এও বলা হয় যে, ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে শান্তি বৈঠক চাইলে পাকিস্তানের উচিত সবার আগে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং ইমরান খানের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে সরাসরি আলোচনাও করেন, জানিয়েছেন এক মার্কিন আধিকারিক। এক প্রশ্নের জবাবে এই আধিকারিক বলেন, 'উভয় দেশই যদি সম্মতি দেয় তবে তিনি (ট্রাম্প) অবশ্যই মধ্যস্থতার ভূমিকা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। তবে বাইরের কারও মধ্যস্থতার বিষয়টি মেনে না নেওয়াই ভারতের অবস্থান বলে জানিয়েছে তাঁরা'। 'গত আড়াই বছর ধরে ভারত-আমেরিকার মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব বাড়ছে। স্পষ্টতই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য দুই দশকের দীর্ঘ দ্বিপাক্ষিক প্রচেষ্টা হবে বলে মনে করছে আমেরিকা', জানান এক আধিকারিক।

এসেক্সে উদ্ধার হওয়া মৃত ৩৯ জন চিনা নাগরিক, অনুপ্রবেশকারী কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ

লন্ডন, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : লন্ডনের এসেক্সে একটি লরি থেকে ৩৯ জনের মৃতদেহ উদ্ধারে জটিলতা ক্রমেই বাড়ছে। তদন্তে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মৃতরা চিনা নাগরিক। ট্রাক চালককে অনবরত জেরা করছে লন্ডন পুলিশ। টানা জেরা চলছে। গোয়েন্দাদের আশা, জেরার মুখেই বেরিয়ে আসবে সত্যিটা। লন্ডন পুলিশ জানাচ্ছে, পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে- বেলজিয়ামের জিব্রুগা বন্দর থেকে বুধবার গভীর রাতে টেমস নদীর পারফ্লিট বন্দরে আসে একটি ট্রলার। সেখান থেকে একটি লরি গভীর রাতেই বন্দর এলাকা ছেড়েছিল। সেই লরিটি থেকেই এসেক্সে শহরের কাছে উদ্ধার হয় চিনা নাগরিকদের দেহ। মৃতদেহ শনাক্তের কাজ শুরু করেছে পুলিশ। আটক লরি চালকের নাম রবিনসন। সে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের আর্মাগ কাউন্টির পোর্টাডাউনের বাসিন্দা। পুলিশ তাকে জেরা করছে। আটক করা লরিটি বুলগেরিয়ার বাসিন্দার নামে রেজিস্ট্রেশন করা। কিন্তু সেই ব্যক্তি আবার আইরিশ। লরির মালিকের সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে বুলগেরিয়া সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। চাঞ্চল্য কর এই দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বুলগেরিয়ার বিদেশমন্ত্রক তথ্য দিয়ে সাহায্য করছে ব্রিটেনের অপরাধ দমন বিভাগকে। এসেক্স পুলিশ জানিয়েছে, গভীর রাতে অ্যাম্বুলেন্স কর্মীরা গ্রেইস শহরের ওয়াটারগ্লেইড পার্ক এলাকায় লরির ভেতরে মৃতদেহগুলি দেখতে পান। তার পরেই তদন্তে নামে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃতদের প্রত্যেকেই চিনা নাগরিক। কেন এক সঙ্গে এতজন চিনা নাগরিকের দেহ গোপনে লরি করে পাচার হচ্ছিল তাতেই সন্দেহ বেড়েছে। ব্রিটিশ ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি জানিয়েছে, মানবদেহ পাচারের সঙ্গে জড়িত কোনও গোষ্ঠী এতে জড়িত থাকতে পারে। তবে এটা প্রাথমিক অনুমান। এই লরি থেকে ৩৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তে উঠে আসছে, ফ্রান্সের সীমান্ত পেরিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দিকে অনুপ্রবেশের দিকটি। ফ্রান্সের কালাইস বন্দর দিয়ে এন অনুপ্রবেশ হয়। সেখানে পাহারার কড়াকড়ি থাকায় ব্রিটেনের বিভিন্ন দিক দিয়ে অনুপ্রবেশের সঙ্গে এই চিনা নাগরিকদের যোগ আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার বারুইপুরের তরুণী

বারুইপুর, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার দক্ষিণ ২৪ পরগণার তরুণী উ বাংলাদেশের নারায়নগঞ্জ থানার পুলিশ ও বারুইপুর জেলা পুলিশের সাইবার সেলের তৎপরতায় বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার হল নরেন্দ্রপুরের ওই তরুণী।বারুইপুর জেলা পুলিশের সাইবার সেলের ওসি জয়শ্রী নস্কর শুক্রবার ওই তরুণীকে পরিবারের হাতে তরুণীকে ফিরিয়ে দিলেন। পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি তার পরিবার।

ফেসবুকের মাধ্যমে বাংলাদেশের এক তরুণীর সাথে প্রথমে আলাপ পরে গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল নরেন্দ্রপুরের এক তরুণীর। সেই বান্ধবীর সাথে দেখা করার টানে পরিবারকে লুকিয়ে পাসপোর্ট, ভিসা বানিয়ে একাই বাংলাদেশে বান্ধবীর কাছে চলে গিয়েছিল এই তরুণী। পরে বাংলাদেশের নারায়নগঞ্জ থানার পুলিশ ও বারুইপুর জেলা পুলিশের সাইবার সেলের তৎপরতায় বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার হল নরেন্দ্রপুরের ওই তরুণী।

বারুইপুর জেলা পুলিশের সাইবার সেলের ওসি জয়শ্রী নস্কর শুক্রবার ওই তরুণীকে পরিবারের হাতে তরুণীকে ফিরিয়ে দিলেন। পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি তার পরিবার। বারুইপুর জেলা পুলিশের সাইবার সেল সুত্রে জানা যায়, নরেন্দ্রপুরের তেঁতুলবেড়িয়া এলাকার ২৪ বছরের তরুণী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এম এ পাঠরত। গত কয়েকমাস ধরে তাঁর সাথে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ থানার ২১ বছরের এক তরুণীর সাথে ফেসবুক সুত্রে আলাপ হয়। সেই আলাপ থেকেই তাঁদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হয়। এরপর নরেন্দ্রপুরের তরুণী নিজের পরিবারকে লুকিয়ে বাংলাদেশে যাবার জন্য পাসপোর্ট, ভিসা বানিয়ে নেয়। গত ১৬ই অক্টোবর ৭ দিনের জন্য ভিসা নিয়ে সে বাংলাদেশে পাড়ি দেয় বিমান করে। পরিকল্পনা করে বাবাকে শুধু এস এম এস করে দেয় ওই তরুণী যে সে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। তাকে যেন খোঁজা না হয়। এরপর তার মোবাইল সুইচ অফ করে দেয়। সেখানে গিয়ে বাংলাদেশের বান্ধবীর সাথে দেখা করে। ইতিমধ্যে নরেন্দ্রপুর থানায় পরিবারের তরফ থেকে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়। নরেন্দ্রপুর থানা জানায় বারুইপুর জেলা পুলিশের সাইবার সেলকে। সাইবার সেলের ওসি জয়শ্রী নস্কর ঘটনার তদন্তে নামেন। ওই তরুণী মোবাইল অফ করে দিলেও তার ফেসবুক এক্টিভ ছিল। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ জানতে পারে বাংলাদেশের কোথায় রয়েছে সে। বাংলাদেশের বান্ধবীর সাথে রীতিমত হোটেল থেকে শুরু করে তার আত্মীয় পরিজনের বাড়িতে ছিল নরেন্দ্রপুরের তরুণী । সাইবার সেল জানতে পারে বাংলাদেশের নারায়নগঞ্জ থানার এক তরুণী বাড়ি থেকে নিখোঁজ আছে। সেই সূত্র ধরেই নারায়নগঞ্জ থানার পুলিশকে জানালে তারা বাংলাদেশের ওই তরুণীর এক পিসির বাড়ি থেকে উদ্ধার করে নরেন্দ্রপুরের তরুণীকে। এর পর ঢাকা এয়ারপোর্ট হয়ে তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। নরেন্দ্রপুরের ওই তরুণী পুলিশকে জানায় একমাত্র গভীর বন্ধুত্বের টানে বান্ধবীকে স্বচক্ষে দেখার জন্য সে বাংলাদেশে গিয়েছিল।

পঞ্চম ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসবে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর(হি.স.): পঞ্চম ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতায়উ ৫ নভেম্বর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই অনুষ্ঠানউ সূত্রের খবর, এবারে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ৫ তারিখ বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে উৎসবের উদ্বোধন হবে।

এ বছরের পঞ্চম ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসবের থিম। শুক্রবার সল্টলেকের রাষ্ট্রীয় এটলাস ভবনে শহরের সব কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে একটি বিশেষ বিজ্ঞান সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা হয়উ পাশাপাশি কিভাবে তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন সেই বিষয়েও জানানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল এটলাস ও থিম্যাটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশনের অধিকর্তা তপতী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞান ভারতীর জাতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত সহস্রবুদ্ধে, বিজ্ঞান ভারতীর জাতীয় সম্পাদক প্রবীণ রামদাস প্রমুখ। অধিকর্তা তপতী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এবারের উৎসবে কৃষি বৈজ্ঞানিক মিলন, হেলথ রিসার্চ কনক্লেভ, ন্যাশনাল সায়েন্স টিচার্স কংগ্রেস, ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স ফিল্ম ফেস্টিভাল সহ ৩০ টি অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রদর্শন হবে।

এদিন আরও জানানো হয়, এবারই প্রথম শারীরিকভাবে অক্ষমদের স্বাভাবিকভাবে চলাফেরার সুবিধার্থে বিশেষ প্রযুক্তি, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটির উপর প্রদর্শন করা হবে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রযুক্তির বিশেষ প্রদর্শনেরও আয়োজন করা হয়েছে। এবারের উৎসবে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের পাশাপাশি ডিআরডিও, ইসরো, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স, বোস ইন্সটিটিউট, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি অংশগ্রহণ করছে।

বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার, সায়েন্স সিটি, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, বোস ইন্সটিটিউট ও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজিতে বিভিন্ন প্রদর্শন করে দেখাবে। বিজ্ঞান ভারতীয় জাতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত সহস্রবুদ্ধে বলেন, ''আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মত বিজ্ঞানীদের অবদানে কলকাতার মাধ্যমেই আধুনিক বিজ্ঞান দেশে ঢুকেছে। তাই কলকাতায় এই পঞ্চম ভারত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসবের আয়োজন বিশেষ তাৎপর্য বহন করছেউ'' এবারের উৎসবে দেশ বিদেশ মিলিয়ে ১২ হাজারের মত ছাত্র ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করতে পারে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

জাটিঙ্গা উৎসবস্থলের চারদিকে কেবল আবর্জনার স্তূপ, হতবাক সচেতন মহল

হাফলং (অসম), ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : জাটিঙ্গা উৎসব শেষ হয়েছে। কিন্তু উৎসবস্থলের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। জাটিঙ্গা উৎসব শেষ হলে স্বচ্ছতাকে নগ্নভাবে বিদ্রুপ করার চেহারা ফুটে উঠেছে।

উৎসব শেষ হওয়ার একদিন পর আজ উৎসবস্থলে সাফাইয়ে হাত লাগায়নি উদ্যোক্তা উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ। উদ্যোগতাদের এমন অবস্থা দেখে হতবাক সাধারণ মানুষ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাকে কেন্দ্রীয় সরকার যখন স্বচ্ছ ভারত মিশনের বলে সমগ্র দেশ জুড়ে স্বচ্ছতা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় এ নিয়ে যে উদ্যোগতারা সচেতন নয় এর প্রমাণ উৎসবস্থলের দৃশ্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছে ওয়াকিবহাল মহল।

হাফলং পুরপর্ষদ স্বচ্ছ হাফলং সবুজ হাফলং স্লোগানের মাধ্যমে নানা কার্যক্রমের আয়োজন করছে। অথচ জাটিঙ্গা মহাসড়কের টপ ডাউনের কাছে অনুষ্ঠিত জাটিঙ্গা উৎসব স্থলের দৃশ্য দেখে সংশ্লিষ্টরা হতবাক।

আর্থিক তছরুপের অভিযোগে গ্রেফতার স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

দুর্গাপুর, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : আর্থিক তছরুপের অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত পড়ুয়াদের রোষের মুখে গ্রেফতার হল স্কুলের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। ঘটনাটি ঘটেছে লাউদোহার জেমুয়া ভাদুবালা স্কুলে। অভিযুক্ত শিক্ষক তথা ওই স্কুলেরই প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক বামাকালী মন্ডলকে পুলিশ গ্রেফতার করে। শুক্রবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর জামিন খারিজ করে দেন।

জানা গিয়েছে, গত কয়েকমাস ধরে জেমুয়া ভাদুবালা স্কুলের আয় ব্যায়ের আর্থিক হিসাব নিয়ে তছরুপের অভিযোগ উঠছিল। তারপর থেকেই শুরু হয় প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক ও বর্তমান প্রধান শিক্ষকের চাপানউতোর উ অভিযোগ স্কুলের পড়ুয়াদের ভর্তি ফি বাবদ নেওয়া টাকার হিসাব নেই।

এবিষয়ে স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক জয়নুল হক বলেন, ' দায়িত্ব নেওয়ার পর এখনও পর্যন্ত পুর্বের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাব দিতে পারছেন না। প্রায় ১০ লক্ষ টাকার হিসাব তছরুপ রয়েছে। যখনই হিসেব চাওয়ার কথা বলা হয় তখনি উনি স্কুলে আসা বন্ধ করে দেন। তাই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

এদিকে ওই ঘটনার খবর চাউর হতেই উত্তাল স্কুল ও গোটা এলাকা। মাসখানেক আগে স্কুলে ঘেরাও করে পড়ুয়ারা। রোষের মুখে পড়ে প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বামাকালী মন্ডল অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়। কিন্তু সেখানেও টাকা ফেরতের দাবীতে পড়ুয়ারা ঘেরাও করে। পুজোর ছুটির পর স্কুল খুলতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার বিকালে ছুটির পর আবারও স্কুলে শিক্ষকদের ঘেরাও করে পড়ুয়ারা। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলেও বিক্ষোভ চলতে থাকে।

পড়ুয়ারা অভিযোগ জানিয়ে বলে, 'আমাদের কাছে যে টাকা নেওয়া হত তার সবটা স্কুলে জমা পড়ত না। বাকি তছরুপের টাকা ওনাকে ফেরত দিতে হবে।' বিক্ষোভের জেরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে স্কুলের শিক্ষকদের উদ্ধার করে। এর পরেই অভিযুক্ত শিক্ষক বামাকালী মন্ডলকে গ্রেফতার করে। যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বামাকালী মন্ডল।

বামাকালী মন্ডল বলেন, 'আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।' ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অভাবের তাড়নায় বাড়ি-গাড়ি বিক্রি করতে হয়েছিল এই বলি তারকার

এএনএম নিউজ ডেস্ক :নিজের সময়ের মহাতারকা তিনি। অথচ বিদায় বেলায় চরম অভাবে আর অবহেলায় কেটেছে। এতটাই ট্র্যাজিক ছিল অভিনেতা ভারত ভূষণের পরিণতি। অথচ সুদর্শন, নারীমহলে চরম জনপ্রিয় এই নায়ক তার কাজের যথাযথ স্বীকৃতিও পাননি।বলিউড শাসন করা রাজ কাপুর, দেব আনন্দ, দিলীপ কুমার। কড়া প্রতিযোগিতাতেও তাদের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন ভারত ভূষণ। ভারতের উত্তরপ্রদেশের মেরঠ শহরে তার জন্ম ১৯২০ সালের ১৪ জুন। মাত্র দু"বছর বয়সে মাকে হারান তিনি। এর পর ভাইয়ের সঙ্গে ভারত ভূষণ পালিত হন মামার বাড়িতে, আলিগড়ে স্নাতক সম্পন্ন করার পর বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নেন ভারত ভূষণ। প্রথমে কলকাতায় যান। কিন্তু সেভাবে সুযোগ পাননি। ফিরে যান সাবেক বোম্বে, আজকের মুম্বাইয়ে।১৯৪১ সালে মুক্তি পায় তার প্রথম ছবি "চিত্রলেখা"। এরপর একে একে "ভক্ত কবীর", "সুহাগ রাত", "আঁখে", "জন্মাষ্টমী"-র মতো সিনেমার সাহায্যে নিজের জায়গা মজবুত করেন ভারত ভূষণ।"বৈজু বাওরা" মুক্তি পায় ১৯৫২ সালে। এরপর থেকে ভারত ভূষণ নিজেই একটা ব্র্যান্ড, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম ম্যাটিনি আইডল হয়ে ওঠেন। মেরঠের এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের মেয়ে সরলাকে

বিয়ে করেন ভারত ভূষণ। তাদের দুই মেয়ে। অনুরাধা আর অপরাজিতা। বড় মেয়ে অনুরাধা ছিলেন পোলিও আক্রান্ত।১৯৬০ সালে মুক্তি পায় ভারত ভূষণের ছবি "বারসাত কি রাত"। তার কয়েক দিন পরই জীবনে চরম আঘাত। মারা যান তার স্ত্রী সরলা। দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেয়ার পর কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছিল। তার থেকে আর সুস্থ হতে পারেননি তিনি।স্ত্রীকে হারানোর সাত বছর পর দ্বিতীয় বিয়ে করেন ভারত ভূষণ। "বারসাত কি রাত"-এর নায়িকা রত্না এবার তার জীবনসঙ্গিনী। বক্স অফিসে চরম সাফল্য পেয়েছিল "বারসাত কি রাত"। কিন্তু এর পর থেকেই উল্কাবেগে পড়তে থাকে ভারত ভূষণের ক্যারিয়ার। একের পর এক ছবি ফ্লপ হতে থাকে। ৫০ বছর বয়স হওয়ার আগেই নায়কদের বাবার ভূমিকায় দেখা যায় তাকে।এরপর আরেক প্রান্তিক অবস্থান। শেষে এমন অবস্থা আসে, অতীতের নায়ক ভারত ভূষণ প্রায় "এক্সট্রা"-র ভূমিকায় চলে গেলেন। ৯০ এর দশকে "প্যার কা দেবতা" ও "হামশকল" ছবিতে তিনি প্রায় জুনিয়র শিল্পীর অবস্থায়।অমিতাভ বচ্চন এক বার তার ব্লগে লিখেছিলেন, ভারত ভূষণকে তিনি রাস্তায় বাসের জন্য লাইনে অপেক্ষায় দেখেছিলেন। আমজনতার ভিড়ে একা দাঁড়িয়েছিলেন। অপেক্ষায় থাকা বাকিরা কেউ জানেনই না তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন একসময়ের সুপারহিট রোম্যান্টিক নায়ক।খ্যাতির মধ্য গগনে থাকার সময় কিছু ভুল সিদ্ধান্ত বিপাকে ফেলেছিল তারকা ভারত ভূষণকে। তার মধ্যে অন্যতম একটি ছবি প্রযোজনা করা। প্রযোজক হিসেবে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি।ঘন আঁখিপল্লব আর স্বপ্নালু চোখের এই নায়ক কবিতা ভালোবাসতেন। গানে সুর দিতেন। নিজে গানও গাইতেন। তাকে চমতকার মানিয়ে যেত পৌরাণিক চরিত্রে। "শ্রী মহাপ্রভু চৈতন্য" ছবিতে অভিনয় তাকে এনে দিয়েছিল "ফিল্মফেয়ার"-এ সেরা অভিনেতার সম্মান।আর ভালোবাসতেন বইয়ের জগতে ডুবে থাকতে। তার নিজের বাড়ির লাইব্রেরিতে ছিল দুষ্প্রাপ্য বই। শেষ জীবনে এমনও হয়েছে, টাকার জন্য নিজের সংগ্রহের দুর্মূল্য বই বিক্রি করতে হয়েছে তাকে।বিক্রি করে দিতে হয়েছিল নিজের একাধিক গাড়ি ও বাংলো। ততকালীন বোম্বের বান্দ্রা ও অন্য জায়গায় বাংলো ছিল তার। অর্থকষ্টে হারাতে হয়েছিল সে সবই। অভিনয় মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আগেই। অনাদর আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ৭২ বছর বয়সে, ১৯৯২ সালের ২৭ জানুয়ারি জীবনের মঞ্চ থেকে বিদায় নেন আরব সাগরের তীরের এক সময়ের মহাতারকা।

দেখতে এত কুতসিত ছিলাম, ভেবেছিলাম আমার দ্বারা অভিনয়টা হবে না : শাহরুখ

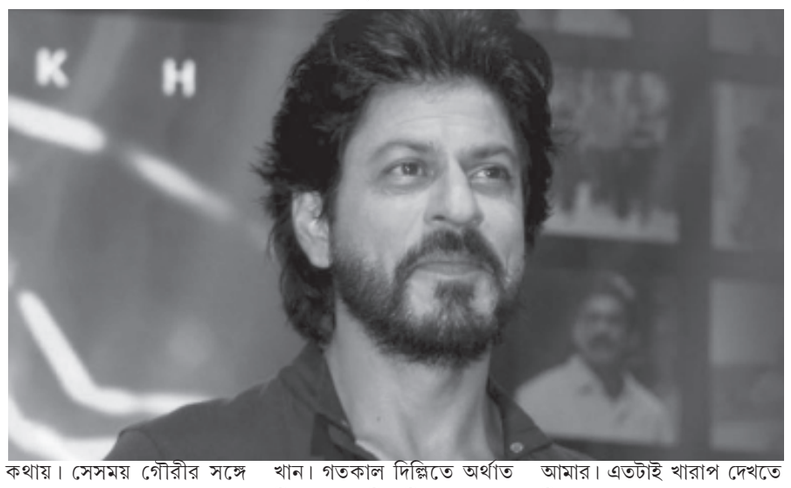

মুম্বই: "আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। আমার মা-বাবার রুপোলি পর্দার সঙ্গে কোনওদিন কোনও যোগসূত্র ছিল না! গোটা দুনিয়া আমায় প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছে। আমার এখনও এটা স্বপ্নের মত মনে হয়। আমি এখনও সে দিল্লির ছেলে।" কথাগুলির বক্তা খোদ বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে দিল্লিতে এসেছিলেন শাহরুখ। কাজের সূত্রে জন্মস্থানে এসে শাহরুখ ফিরে গেলেন তাঁর কৈশোরের স্মৃতিতে।দিল্লিতে এসে নিজেকে কখনও তারকা মনে করতে চান না শাহরুখ। "আমার দিল্লিতে এসে নিজের স্টার ইমেজ বজায় রাখতে ভালো লাগে না। আমি আমার কাজকে ভালোবাসি ও অভিনয় করে যাব। আমার স্বপ্ন ছিল একটা পাঁচতারা হোটেলে একটা সিনেমা হল চালাব। সেখান থেকে আমি কোনওদিন নায়ক হয়ে যাব আমি ভাবতে পারিনি।" প্রথম ১৯৯২ সালে আজিজ মির্জা পরিচালিত "রাজু বন গ্যায়ে দিওয়ানা" ছবিতে অভিনয় করেন শাহরুখ। নিজের প্রথম রুপোলি পর্দায় অভিনয় করার স্মৃতিচারণ করে শাহরুখ বলেন, "নানা পাটেরক, অমৃতা সিং, জুহি চাওলার মতো তারকাদের সামনে আমায় যতটা খারাপ দেখতে লাগছিল, ততটাই খারাপ অভিনয় করেছিলাম আমি। আমার চুলগুলো অত্যন্ত খারাপ ছিল আর পর্দায় আমায় কুতসিত দেখাচ্ছিল। ভেবেছিলাম আমার দ্বারা অভিনয়টা হবেই না। শেষমেষ জুহি আর আজিজ আমায় ভরসা দেয়।"কেরিয়ার থেকে ব্যক্তিগত জীবন, দিল্লিতে স্ত্রী গৌরীর সঙ্গে প্রেমের স্মৃতিও উঠে আসে তার কথায়। সেসময় গৌরীর সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার জন্য কাকার থেকে স্কুটার ধার নিতে হয়েছিল শাহরুখ কে।দেশেরা, দিওয়ালি আর হোলি, দিল্লিতেই কাটাতে চান শাহরুখ। ছোট্ট আব্রাহামকে দিল্লির অনুষ্ঠান দেখানোর ইচ্ছা তাঁর। কিন্তু ফিরতে হবে মুম্বইতে। সেখানকার উত্তসবের রীতি অন্য তাই আক্ষেপের সুর বলিউডের বাদশার গলায়! দিল্লিতে রয়ে গেছে নায়কের বড় হয়ে ওঠা। তাই এদিন তাঁর কথার মধ্যে বারে বারে ফিরে আসে দিল্লির স্মৃতি।"দিল্লি আসার বিমানে চাপলে এখনও মনে হয় মা-বাবার কাছে যাচ্ছি। মাঝরাতে কবরস্থানে গিয়ে মা-বাবার কবরের সামনে বসি। আমি দিল্লি ছেড়ে গেলেও, দিল্লি আমায় ছাড়বে না। এখানে আমার জীবনের সবচেয়ে বিশেষ সময় রয়ে গেছে, মা-বাবার সঙ্গে কাটানো সময়।"বয়সটা ৫৩ বছর, কিন্তু তাঁর খ্যাতির পরিমাণ যত দিন গিয়েছে বেড়েই চলেছে। শত শত ফ্যানেদের আশীর্বাদ কিংবা ভাগ্যের জোরে আজ বলিউডের বাদশা হয়েছেন শাহরুখ খান। গতকাল দিল্লিতে অর্থাত নিজের ঘরে গিয়েছিলেন শাহরুখ খান। ভারতের প্রথম মাল্টিপ্লেক্স পিভিআর অনুপম মেরামতির জন্য বন্ধ রাখা হবে তাই তাঁর ক্লোজিং সেরেমোনিতে হাজির ছিলেন শাহরুখ খান। সেখানে গিয়েই শাহরুখ জানান, "কিছু বিষয় যেগুলি আপনার জীবনের সঙ্গে হবে সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করাই উচিত নয়। কারণ সেগুলি আপনার ভালোর জন্যই হবে। আমি দেখনদারিতে পছন্দ করি না কিন্তু স্বপ্নে বিশ্বাস করি। একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে যার বাবা-মা ছিল না, মুম্বইয়ের মতো জায়গাতে গ্ল্যামার ওয়ার্ল থেকে এত বড় তারকা হয়ে গিয়েছি। গোটা বিশ্ব আমাকে ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে, এগুলো কিন্তু আমি ভেবে দেখেনি কোনওদিন। কিন্তু আমার সঙ্গে হয়েছে। মন থেকে কিন্তু এখনও দিল্লির ছেলে আমি।"শাহরুখ আরও জানান, "যখন আমি প্রথম সিনেমাতে অভিনয় করি, তখন বড় পর্দায় নিজেকে দেখেই ঘৃণা হচ্ছিল আমার। এতটাই খারাপ দেখতে ছিল আমাকে, অগোছালো চুল, কী খারাপ অভিনয়। সেইসব দেখে আমি মুম্বই ছাড়ার সিদ্ধান্ত নি। মনে মনে ভেবেই ছিলাম আমার দারা অভিনয় সম্ভব নয়। তার পর আজিজ ও জুহি কোনওভাবে আমাকে মানিয়ে নেয়। সবাই বলে আমাকে ভালো দেখতে লাগবে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু বিশ্বাস করুন সেইসব কথাগুলো মিথ্যা ছিল আমার কাছে। রাস্তার ধারে মানুষের যেভাবে থাকেন আমিও সেইভাবেই থাকতাম, গৌরিকে পঞ্চাশীলে রেখে এসেছিলাম। কারণ ওকে কষ্ট দিতে চাইনি আমি।"শাহরুখ আরও জানান, "আমি যখনই মুম্বই থেকে দিল্লিতে আসি, তখন একটা কথাই মাথাতে রাখি আমার বাবা-মা রয়েছেন এখানে। কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছেন আসলেই রাতে গিয়ে দেখা করি তাঁদের সঙ্গে। দিল্লিকে আমি ছেড়ে গেলেও দিল্লি কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাইনি এখনও।"

অনুরাগ অতীত, নতুন করে প্রেমে পড়লেন কালকি

অনুরাগ কাশ্যপের সঙ্গে কালকি কোয়েচলিনের ছাড়াছাড়ি হয়েছে বছর খানেক হয়ে গেল। কিন্তু তারপর কেউ নতুন করে সম্পর্কে জড়াননি। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে কালকি আর সেই "সিঙ্গল" স্টেটাস নিয়ে থাকতে চাইছেন না। বহুদিন ধরেই কানাঘুষো চলছিল তিনি নাকি প্রেম করছেন। এবার তা সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রকাশ করলেন তিনি।রিবিবার অভিনেত্রী কালকি কোয়েচলিন ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেন। ছবিটিতে অভিনেত্রীর সঙ্গে রয়ছেন গাই হার্সবার্গ। সমুদ্রসৈকতে তোলা হয়েছে ছবিটি। ছবিতে দেখা গিয়েছে হার্সবার্গকে চুম্বন করছেন কালকি। ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, "আমার প্রিয় কেভম্যানের সঙ্গে আমি।" পোস্টটিতে রিচা চাড্ডা, সবিতা ধুলিপালা, ভূমিকা চাওলা ও তিলোত্তমা সোম তাঁদের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন।২০১১ সালের এপ্রিল মাসে অনুরাগ কাশ্যপের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কালকি কোয়েচলিনের। তার আগে দু"বছর তাঁরা সম্পর্কে ছিলেন। কিন্তু অনুরাগ ও কালকির বিয়ে টেকেনি। ২০১৫ সালে বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাঁদের। তবে এখনও তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব অটুট। সম্প্রতি "সেক্রেড গেমস"-এর দ্বিতীয় সিজনে একসঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা। বাতিয়ার চরিত্রে দেখা গিয়েছে কালকিকে। ওয়েব সিরিজ প্রকাশ হওয়ার পর তাঁর অভিনয় নিয়ে প্রশংসা হয়েছে চতুর্দিকে। অবশ্য সাহসিকতার পরিচয় এই প্রথম নয়। কালকি এর আগেও একাধিকবার স্পষ্টোক্তি করার জন্য খবরে এসেছেন। বলিউডে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় নিয়ে সরব হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, জানান, "এমন অভিনেতার সঙ্গে আমাকে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের শুটিং করতে হয়েছে, যাঁর ঠোঁট কামড়ানোর আগে পর্যন্ত আমি তাঁকে চিনিতামই না, তাঁর সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় ছিল না। এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে অভিনয়স্বত্ত সঠিক ভাবে পরিস্ফুট হতে পারবে না। দু"জন অভিনেতার মধ্যে এভাবে বোঝাপড়া গড়ে উঠতে পারে না।" এরপরেই তিনি প্রশ্ন করেন, "যখন আমরা একটা সিনেমায় মারপিটের দৃশ্য শুটিং করি, তখন তা কোরিওগ্রাফ করা হয়। কেউ ভুল করেও একটা অতিরিক্ত ঘুসি মারতে পারে না। তবে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের ক্ষেত্রে তেমনটা হয় না কেন?"

অভিনয় জীবনের সেরা চরিত্র", দ্রৌপদীর ভূমিকায় দীপিকা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: মহাভারত আখ্যান এবার বলিউডের পর্দায়। তাও আবার বড় পরিসরে। এত বড় পরিসরে নাকি এর আগে মহাভারত নিয়ে কেউ ভাবেনইনি। তবে উল্লেখ্যযোগ্য বিষয়, এই মহাভারতের গল্প দেখানো হবে দ্রৌপদীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। প্রযোজক মধু মন্টেনা। আর সহ-প্রযোজকের ভূমিকায় দীপিকা পাড়ুকোন। আর দ্রৌপদী? সেই ভূমিকাতেও অভিনয় করছেন দীপিকাই। অতঃপর দীপিকা একাধারে যেমন ছবির সহ-প্রযোজনার দায়িত্বভার নিয়েছেন, ঠিক তেমনই দ্রৌপদীর মতো চ্যালেঞ্জিং একটি ঐতিহাসিক চরিত্রও তুলে ধরবেন বড় পর্দায়।মহাভারত নিয়ে এত বড় মাপের ভাবনা নাকি, এর আগে কেউ ভাবেনি। তবে "বাহুবলী"র গগনচুম্বী সাফল্যের পর নাকি পরিচালক এস এস রাজামৌলী বলিউডের প্রথম সারির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে ভেবেছিলেন মহাভারতকে রূপোলি পর্দায় তুলে আনার কথা। তবে সে যাই হোক, দ্রৌপদীর চরিত্র পেয়ে তিনি বেশ উচ্ছ্বসিত। এমনকী, সারা জীবনের জন্য যে এই চরিত্রে অভিনয়ের অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রাখবেন, সেকথাও জানিয়েছেন অভিনেত্রী। উল্লেখ্য, এই ছবিটি দু"তিনটি ভাগে তৈরি হবে। আর তার প্রথম ভাগ মুক্তি পাবে ২০২১ সালের দিওয়ালিতে। তবে এই ছবির নাম এবং কাস্টিং এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এমনকী দীপিকার এই ম্যাগনাম অপাসের পরিচালক কে হবেন, তা নিয়েও এখনও বেজায় জল্পনা চলছে বলিমহলে। ইতিমধ্যেই বলিউডের বেশ ক"জন ডাকসাইটে পরিচালকের সঙ্গে কথা বলেছেন দীপিকা।দ্রৌপদীর চরিত্র প্রসঙ্গে দীপিকা বলেন, "মহাভারত বেশি জনপ্রিয় তার পৌরাণিক কাহিনি এবং শিক্ষণীয় পর্বগুলির জন্য। মহাভারতের যে বহুল প্রচলিত আখ্যানগুলি রয়েছে, তার বেশিরভাগই পুরুষদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা। অতঃপর, ভিন্ন ভঙ্গিতে বলা এই নতুন গল্প যে শুধুমাত্র আকর্ষণীয়, এমনটা নয়। বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে! অন্তত, ততকালীন তথা বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তা আন্দাজ করাই যায়।"এখনও পর্যন্ত বলিউডের সেরা বাজেটের ছবি কি? রোবট ২.০। উত্তরটা এখনও পর্যন্ত এটাই। তবে কিছু বছরের মধ্যে যে এই প্রশ্নের উত্তরটা আবারও বদলে যাবে। সেটা অনেকেরই অজানা। কারন আসতে চলেছে রামায়ন। এখনও পর্যন্ত বলিউডের সেরা বাজেটের ছবি হতে চলেছে রামায়ন।রামায়নের কাস্টিং নিয়ে এখনও পর্যন্ত সেভাবে কিছু জানা যায়নি। বা কবে রিলিজ করতে চলেছে তাও জানা যায়নি। তবে এই ছবিতে রাম এবং সীতার ভূমিকায় দেখা যাবে ঋত্বিক এবং দীপিকাকে তা একপ্রকার নিশ্চিত।এই ছবিতে তাহলে রাবনের ভূমিকায় কে থাকবেন? সূত্রের খবর রাবনের ভূমিকায় দেখা যেতে পারে প্রভাসকে। এতদিন পর্যন্ত তাঁকে নায়কের ভূমিকায় দেখাগেলেও এবার তাঁকে দেখা যেতে পারে রাবনের ভূমিকায়। বাহুবলিতে তাঁর চরিত্রটি তৈরি করা হয়েছিল রামের চরিত্রকে মাথায় রেখে। তবে এবার রাবনের ভূমিকায় তাঁকে কেমন লাগবে সেটাই দেখার।৬০০ কোটির বাজেটের এই ছবিতে ঋত্বিক এবং দীপিকা একপ্রকার নিশ্চিত। প্রভাসকে দেখা যেতে পারে রাবনের ভূমিকায়। বাকি চরিত্রে কাদের দেখাযাবে তা এখনও নিশ্চিত হয়নি।

মঙ্গলের জন্য পারমাণবিক চুল্লি

নতুন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লির পরীক্ষায় সফল হয়েছে নাসা। ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে এটি।

নাসার নেভাডা ন্যাশনাল সিকিউরিটি সাইটে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত পরীক্ষা চালানো হয়েছে কিলোপাওয়ার রিঅ্যাক্টর' নামের এই পারমাণবিক চুল্লির।

খবর ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিররের। প্রকল্পে কাজ করা জিম রয়টার বলেন, নিরাপদ কার্যকর এবং যথেষ্ট শক্তি হবে ভবিষ্যৎ রোবোটিকস এবং মানব অন্বেষণের মূল চাবি। আমি বিশ্বাস করি বিকাশ ঘটলে চন্দ্র ও মঙ্গলে শক্তি সরবাহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে কিলোপাওয়ার।

কিলোপাওয়ার হল হালকা একটি বিভাজন শক্তি ব্যবস্থা, যা ১০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। এই শক্তি দিয়ে মাঝারি ধরনের কয়েকটিবাড়িতে টানা ১০ বছর বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করাহয়।

চাঁদে সুর্য থেকে শক্তি উৎপাদন কঠিন হওয়ায় নাসার ধারণা চাঁদের জন্য আদর্শ হবে এই পারমাণবিক চুল্লি। কারণ এক চাঁদরাত পৃথিবীর ১৪ দিনের সমান।

কিলোপাওয়ারের প্রধান প্রকৌশলী মার্ক গিবসন বলেন, 'কিলোপাওয়ার আমাদের আরওবেশি শক্তির মিশন পরিচালনা এবং চাঁদের অন্ধকার গর্ত গুলোতে অনুসন্ধান চালানোর ক্ষমতা দিয়েছে। আমরা যখন চাঁদে বা অন্যান্য গ্রহে দীর্ঘদিন থাকার জন্য নভোচারী পাঠাব সেখানে নতুন শ্রেণীর শক্তি লাগবে যা আগে কখনও দরকার পড়েনি।'

নতুন পারমাণবিক চুল্লিটি

পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এর মধ্যে একটি হল ব্যবস্থাটি বিভাজন শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে কিনা। আর ব্যবস্থাটি স্থির এবং পরিবেশের জন্য নিরাপদ কিনা। গিবসন বলেন, আমরা চুল্লিটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি এবং পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে, ব্যবস্থাটি যেভাবে নকশা করা হয়েছে তেমনভাবেই কাজ করে। যে পরিবেশই দেয়া হোক না কেন, চুল্লিটি ভালো কাজ করে।'

চুল্লিটি কখন মহাকাশে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে তা স্পষ্ট করেনি নাসা। মঙ্গল গ্রহের ভূমিকম্প মাপতে নতুন মিশন হাতে নিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। ভূমিকম্পের তথ্য থেকে গ্রহটির অভ্যন্তরে কাঠামো সম্পর্কে ধারণা পেতে চলতি সপ্তাহে নতুন এ মিশনে নামছে ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থাটি। এ মিশনের অংশ হিসেবে ইনসাইট নামের একটি অনুসন্ধান যন্ত্র লাল গ্রহটিতে পাঠানো হচ্ছে। স্ট্যাটিক ল্যান্ডার যন্ত্রটি মঙ্গলে নামার পর সেখানকার মাটিতে সিসমোমিটার স্থাপন করবে।

শনিবার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সিসমোমিটারে যুক্তরাজ্যের তৈরি একটি সেন্সরও থাকছে। এই ভূমিকম্প মাপার যন্ত্রই মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মঙ্গলের ভূমিকম্প সম্পর্কে তথ্য দেবে।

পৃথিবীর সঙ্গে তুলনার পর মিলবে মঙ্গলের অভ্যন্তরীণ কাঠমোতে থাকা পাথরের স্তর সংক্রান্ত তথ্যও। ইনসাইট মিশনের প্রধান গবেষক ড. ব্রুস বেনার্ডট বলেন, যখন সিসমিক তরঙ্গ মঙ্গলের চারপাশে প্রবাহিত হবে, তখন যন্ত্রটি বিভিন্ন স্তরের পাথরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরঙ্গগুলোর তথ্য জোগাড় করতে পারবে।

সিসমোগ্রামে এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার পরই বিজ্ঞানীরা সেখানকার পাথরের গঠন জানতে পারবেন। বিভিন্ন মার্স কোয়ার থেকে যখন আমরা নানান তথ্য পাব, সব মিলিয়ে আমরা মঙ্গলের অভ্যন্তরে ত্রিমাত্রিক চিত্রটি নির্মাণ করতে পারব।'

ক্যালিফোর্নিয়ার ভেন্ডেনবার্গ, বিমান ঘাটি থেকে অ্যাটলাস রকেটের সাহায্যে ইনসাইডের এ 'ল্যান্ডারটি' পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিবিসি। শনিবার স্থানীয় সময় ভোর ৪ টা ৫ মিনিটে অ্যাটলাসের যাত্রা শুরুর কথা রয়েছে। যদিও কুয়াশার কারণে তা বিলম্বিতও হতে পারে। গত শতকের ৭০-এর দশকেও নাসা বেশ কয়েকটি ভাইকিং ল্যান্ডারের মঙ্গলে সিসমোমিটা পাঠিয়েছিল। যদিও গঠনেরকারণে সেগুলো তেমন সফলতা আনতে পারেনি।

ইনসাইটের এবারের ল্যান্ডারটি তিন মাত্রার নিচের ভূমিকম্পও শনাক্ত করে তথ্য পাঠাতে পারবে।এই যন্ত্র বছরে ঠিক কতগুলো কম্পন শনাক্ত করতে পারবে, তা জানা যায়নি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাদের আশা ল্যান্ডারটি থেকে অন্তত কয়েক ডজন ভূমিকম্পের তথ্য পাওয়া যাবে।

হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখবে এই ৩ টি খাবার

হৃদপিণ্ড সুস্থ রাখতে শরীরচর্চারের পাশাপাশি সঠিক খাদ্যাভ্যাসও গুরুত্বপূর্ণ।পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে হৃদয় সুস্থ রাখতে সহায়ক কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল।ডিম: প্রোটিনের উতস ডিম হৃদযন্ত্রের সুস্থতার জন্য উপকারী। হার্ট জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা থেকে জানা যায়, প্রতিদিন ডিম খাওয়া হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। তবে গবেষণায় এটাও বলা হয় যেন, প্রতিদিন একটার বেশি ডিম খাওয়া উচিত নয়। এতে "সিভিডি" বা হৃদসংক্রান্ত রোগের সম্ভাবনা কমে যায়।বেরিজাতীয় খাবার: বেরিজাতীয় খাবার কেবল মজাদার সরবর তৈরিতে নয় বরং এটা হৃদযন্ত্র সুরক্ষিত রাখতেও সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন এক কাপ (১৫০ গ্রাম) করে ব্লুবেরি খাওয়া রক্তনালীর কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করে। এটা উচ্চ অ্যান্থোসায়ানিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, যা হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।পালংশাক: সবুজ, পাতাবহুল শাক হৃদপিণ্ড সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। চোখের সুরক্ষায় গাঢ় সবুজ পালংশাকের উপকারিতার কথা সবারই জানা। তবে হৃদপিণ্ড সুস্থ রাখতেও যে অবদান আছে তা আমরা অনেকেই জানিনা। এটা কেবল ভিটামিন কে"র ভালো উতস নয়, এতে রয়েছে আরও নানা রকম পুষ্টি উপাদান। এই সকল পুষ্টি উপাদান হৃদপিণ্ড সুস্থ রাখতে এবং আর্থাইটিস ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।পুষ্টিবিদরা বলেন, প্রতিদিন একটা আপেল ডাক্তার থেকে দূরে রাখে। এই চমতকার ফলটি পেটিনিন ফাইবারে সমৃদ্ধ এবং শর্করার পরিমাণ কম যা হৃদরোগের সমস্যা কমাতে এবং রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এতে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ রয়েছে যা হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আপনি কি জানেন, আপেলের খোসা আরও বেশি উপকারী?আপেলের খোসায় আছে পর্যাপ্ত ফাইবারমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) মতে, আপেলের বেশিরভাগ ফাইবার থাকে এর খোসাতেই। ফাইবার দীর্ঘ সময়ের জন্য পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও ফাইবার হাড়, যকৃত সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এটি হজমের শক্তি বাড়ায়।ফুসফুস ভালো রাখেআপেলের খোসায় রয়েছে কোয়ার্সিটিন নামক একটি শক্তিশালী যৌগ, যা অ্যান্টি-প্রদাহজনক বলে পরিচিত। এটি হার্ট এবং ফুসফুসের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে সুরক্ষা দেয়।ওজন কমাতে সাহায্য করেআপেলের খোসার ফাইবার দীর্ঘ সময়ের জন্য আপনার পেট ভর্তি রাখতে সাহায্য করে এবং আরও বেশি খাবার খাওয়া থেকে আটকায়। ফলে কম ক্যালোরি খাওয়া হয় এবং ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে। এছাড়াও খোসাতে পলিফেনল রয়েছে যা কার্বোহাইড্রেট এবং চর্বি শোষণ করতে সাহায্য করে। আপেলের কম গ্লাইসেমিক সূচক (খোসাসহ) রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে।হৃদরোগ থেকে রক্ষা করেবেশকিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে আপেলের খোসার পলিফেনল রক্তচাপ এবং কোলেস্টেরল কমিয়ে দেয় এবং হৃদযন্ত্র সুস্থ রেখে শিরাগুলোড় স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করতে সাহায্য করে।এতে আছে অত্যাবশ্যক ভিটামিনভিটামিন এ, সি এবং কে রয়েছে আপেলের খোসাতে। এছাড়া এতে পটাসিয়াম, ফসফরাস এবং ক্যালসিয়ামের মতো অপরিহার্য খনিজ রয়েছে যা সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এসব পুষ্টি মস্তিষ্ক, স্নায়ু, ত্বক এবং হাড় রক্ষা করতে সাহায্য করে।

এক নজরে বাংলাদেশ

যোগ্যতার ভিত্তিতে দলের নেতা নির্বাচিত হবে ঃ ওবায়দুল কাদের

ঢাকা,অক্টোবর ২৫।। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, যোগ্যতার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের নেতা নির্বাচিত হবে। দলের সহযোগী সংগঠনগুলোকে আরও শক্তিশালী এবং গতিশীল করতে নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে কমিটি করা হবে।তিনি বলেন, নেতৃত্বের পরিবর্তন হলে দল শক্তিশালী হয়। এখন থেকে থানায়-থানায়, ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে কর্মীসভা করতে হবে। সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব দিতে হবে। যার ভোগের লিপসা আছে তার দলে দরকার নেই।

শুক্রবার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর দণি আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।ওবায়দুল কাদের বলেন, আগামী সিটি করপোরেশন নির্বাচন এবং দলের সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রতিপ আটঘাট বেঁধে নির্বাচনে নামবে। নিজেদের মধ্যে বিরোধ থাকলে প্রতিপরে প্রার্থী বিজয়ী হতে পারে।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে অন্যায় করে কেউ পার পাবে না। প্রধানমন্ত্রীর শুদ্ধি অভিযানকে কার স্বার্থে আঘাত লেগেছে জানি না। তবে এই শুদ্ধি অভিযান দেশের জনগণ প্রশংসা করছে, সমর্থন জানিয়েছে। বিশ্বে শেখ হাসিনা প্রশংসিত হচ্ছেন।দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে কাদের বলেন, মতা চিরস্থায়ী নয়। আওয়ামী লীগ অনেক বড় দল। এখানে বিতর্কিত লোক এনে দল ভারী করার দরকার নেই। খারাপ লোক দিয়ে দল ভারী করলে অন্ধকার এলে বাতি জ্বালিয়ে তাদের পাওয়া যাবে না। আওয়ামী লীগ লুটপাট সন্ত্রাসীদের পার্টি নয়। জনগণের ইচ্ছায় আমরা থাকবো অপকর্ম করে আমরা মতায় থাকতে চাই না। মানুষের মন জয় করে মতায় থাকতে চাই। সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ী, ভূমি দখলকারী, অপকর্মের সঙ্গে জড়িতদের আওয়ামী লীগে দরকার নেই। জনগণ এখন কিছু বলবে না হয়তো, কিন্তু নির্বাচনের সময় জবাব দেবে।তিনি আরও বলেন, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বড় বড় কথা বলেন। বিএনপি যখন মতায় ছিলো সন্ত্রাস, খুন, লুটপাট, মাদক এমন কোনো অপকর্ম ছিলো না যার সঙ্গে তারা যুক্ত ছিলো না। হাওয়া ভবনের নির্দেশে সবকিছু হয়েছে। একজন অপরাধীকেও তখন আইনের আওতায় আনা হয়নি। শেখ হাসিনার সাহস আছে, তিনি অপকর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। দলের নেতা-কর্মীদেরও ছাড় দেননি।

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ দিণের সভাপতি আবুল হাসনাতের সভাপতিত্বে সভায় ঢাকা দণি সিটি করপোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ দিণের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চলবে আসাদুজ্জামান খান কামাল

ঢাকা,অক্টোবর ২৫।।
বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

তিনি শুক্রবার সকালে রাজধানীর উত্তরার আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) মাঠে অ্যাম্বাসি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা জানান।ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের অতিরিক্ত আইজিপি মোশাররফ হোসেন, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম সোহাগ, ওয়ালটনের আন্তর্জাতিক বিজনেস ইউনিটের সভাপতি এডওয়ার্ড কিম প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভোলার ঘটনা নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে। তদন্তে যাদের নাম বেরিয়ে আসবে তাদেরকে আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি সুন্দর দেশ। এখানে কোনো সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নেই। সব অ্যাম্বাসেডররা ফিল করেন বাংলাদেশ একটি শান্তির দেশ। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে স্পোর্টস স্কুল এবং অ্যাক্টিভিস্ট কমিউনিকেশনস লিমিটেড আয়োজিত দুই দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, ভুটান, ইরাক, দণি কোরিয়া, মালদ্বীপ, নরওয়ে, পাকিস্তান, প্যালেস্টাইন, সৌদি আরব, শ্রীলঙ্কা, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামসহ ১৩টি বিদেশি দূতাবাসসহ ১৬টি দল।এছাড়া প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের একটি দল। আর স্বাগতিক দল হিসেবে থাকছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং কূটনৈতিক পুলিশ।

'স্পোর্টস ফর পিস' এই স্লোগানকে সামনে রেখে একত্রিত হচ্ছে বাংলাদেশে অবস্থিত দূতাবাসগুলো। সেভেন-এ-সাইড টুর্নামেন্টে দলগুলো নকআউট ভিত্তিতে খেলবে। ১৬ দলের মধ্যে সেরা দুই দলকে নিয়ে আজ শনিবার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।আজ শনিবার সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এবং যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো: জাহিদ আহসান রাসেল উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করবেন।

ঢাকায় শুরু হয়েছে ৮ম বিশ্ব গণমাধ্যম ও তথ্য সারতা সপ্তাহ

,ঢাকা,অক্টোবর ২৫।। ঢাকায় শুরু হয়েছে ৮ম বিশ্ব গণমাধ্যম ও তথ্য সারতা সপ্তাহ ২০১৯।এই উপলে শুক্রবার তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা: মো. মুরাদ হাসান শুভেচ্ছা বার্তায় গণমাধ্যম ও তথ্য সারতা সপ্তাহ উদযাপনের সাফল্য কামনা করেছেন।

এ দিবসটি পালন উপলে গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীতে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনেস্কোর পৃষ্ঠপোষকতায় 'গ্লোবাল মিডিয়া এন্ড ইনফরমেশন লিটারেসি উইক ২০১৯' উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ ড় মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অধ্যয়ন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারপার্সন ড় দিলারা বেগমের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'প্রাত্যহিক জীবনে গণমাধ্যম ও তথ্য সারতার গুরুত্ব' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশে ইউনেস্কো'র প্রতিনিধি বিয়েট্রিস কালদুন। বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যম ও তথ্য সারতা বৃদ্ধির লয ২০১২ সাল থেকে জাতিসংঘের শি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো দেশে দেশে এ আয়োজন করে আসছে।

সপ্তাহ উপলে ৩১ অক্টোবর প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকছে গণমাধ্যম ও তথ্য স্বারতা বৃদ্ধির কৌশলগত বিষয়াদি যেমন বিশ্লেষণী চিন্তা, সৃষ্টিশীলতা, সারতা, আন্তসংস্কৃতিক যোগাযোগ, প্রজ্ঞা ও সহনীয়তার ওপর নানা উদ্ভাবনী আয়োজন।

মনির হোসেন, ঢাকা,

চিঠি পেয়েছি, ব্যাখ্যা দেব শিগগির: মেনন

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ২৫।। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেওয়া নিজের মন্তব্যের বিষয়ে শিগগিরই ১৪ দলীয় জোটের কাছে ব্যাখ্যা দেবেন বলে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন জানিয়েছেন। ওই বক্তব্যের বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন এই জোটের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম চিঠি পাঠানোর পরদিন শুক্রবার তিনি একথা জানান।মেনন বলেন,আমার কাছে ১৪ দলের একটি চিঠি এসেছে। আমি এর জবাব শিগগিরই দেব।

গত শনিবার বরিশালে ওয়ার্কার্স পার্টির এক সভায় দলটির সভাপতি বলেন,আমিও নির্বাচিত হয়েছি। তারপরও আমি স্যা দিচ্ছি, ওই নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি। এমনকি পরবর্তীতে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও ভোট দিতে পারেনি দেশের মানুষ।মহাজোট সরকারের সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী একটি রাজনৈতিক দলের নেতার মুখ থেকে একাদশ সংসদ নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এমন বক্তব্য নিয়ে স্বভাবতই বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তুমুল আলোচনা শুরু হয়।মেননের ওই বক্তব্যকে লুফে নিয়ে নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ করে আসা বিরোধী জোট এটাকে প্রমাণ হিসেবে হাজির করে মতাসীন দলের জোটসঙ্গী এই নেতাকে 'রাজসী' হিসেবে বর্ণনা করছে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, মন্ত্রিত্ব না পাওয়ার বেদনা থেকে মেনন ওই বক্তব্য দিতে পারেন।

বাম দল ওয়ার্কার্স পার্টি গত এক যুগ ধরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ১৪ দলীয় জোটে রয়েছে। জোটের প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে গত তিনটি নির্বাচনে বিজয়ী হন মেনন। এক দফায় মন্ত্রীও ছিলেন তিনি।১৪ দলীয় জোটের মুখপাত্র নাসিম বলেছেন, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতির 'দায়িত্বহীন' ওই বক্তব্যের সঙ্গে জোটের কোনো সম্পর্ক নেই।তবে মেনন এক বিবৃতিতে বলেছেন, তার বক্তব্য সম্পূর্ণ উপস্থাপন না করে অংশ বিশেষ উত্থাপন করায় 'জাতীয় রাজনীতি ও ১৪ দলের রাজনীতিতে একটা ভুল বার্তা গেছে'।বৃহস্পতিবার রাতে নাসিমের ধানমন্ডির বাসায় ১৪ দলের বৈঠকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। রাতেই মেননের কাছে নাসিমের স্বারিত চিঠিটি পাঠানো হয়।

গত শনিবার বরিশালে জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনে নির্বাচন নিয়ে যে বক্তব্য দেন 'সেটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়' বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।এতে বলা হয়, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'গণতান্ত্রিক ধারার অগ্রযাত্রার' সময়ে মেননের 'অসত্য বক্তব্য' জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, যা 'চৌদ্দ দলীয় জোটের নির্বাচন সংক্রান্ত বিশ্লেষণের সম্পূর্ণ বিপরীত'।তাই নির্বাচন সংক্রান্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ জানাতে মেননকে চিঠিতে অনুরোধ জানান নাসিম।তবে এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ধানমন্ডির বাসায় নাসিমের সঙ্গে ফোনালাপ হয়েছে।

তিনি বলেন,তার সঙ্গে আমার আজ সকালে কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন, ১৪ দলের সাথে মিশতে চান। তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন তা আংশিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সম্পূর্ণ বক্তব্য ছাপা হলে এ বিভ্রান্ত ছড়াত না বলে তার বিশ্বাস, সেটাই তিনি বলেছেন। তার বক্তব্যে তিনি বলেছেন যে, এবারের নির্বাচন ২০০৮ সালের মতো উৎসবমুখর নির্বাচন হয়নি।এখন ১৪ দলকে মেনন কী ব্যাখ্যা দেবেন, তা শোনার অপোয় আছেন বলে জানান ওবায়দুল কাদের।

দুয়েকটা বিচারে আইনের শাসনের উদাহরণ দেওয়াটা ধোঁকা: মওদুদ

ঢাকা,অক্টোবর ২৫।। দুয়েকটি মামলার বিচারকে 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার' উদাহরণ হিসেবে প্রচার করে মতাসীনরা জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতা মওদুদ আহমদ। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফেনীর নুসরাত হত্যা মামলার রায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে শুক্রবার দুপুরে এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন।সাবেক আইনমন্ত্রী বলেন,দুয়েকটা বিচার হলে বলা হয় যে, এই যে দেখেন, আইনের শাসন- এই যে নুসরাতের ব্যাপারেই- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আজকে বিচার ব্যবস্থা থেকে ন্যায়বিচার শব্দটি উধাও হয়ে গেছে, 'ইট ইজ নট দেয়ার'। ন্যায়বিচার বলতে যেটা বুঝায় সেটা বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় আর নাই।দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা যেখানে তারা দেখিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশে এখন দেখেন ন্যায় বিচার যে আছে, আইনের শাসন আছে- এটাই প্রমাণ করে। এগুলো মানুষকে ধোঁকা দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলাদেশে আইনের শাসন কী জিনিস বা বিচার বিভাগ যে স্বাধীন ও নিরপে নয় তা বাংলাদেশের সকল মানুষ জানে। দুর্নীতির মামলায় দণ্ডিত খালেদা জিয়ার বিচারে রাজনৈতিক হস্তেপর অভিযোগ তুলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, একটা বানোয়াট মামলায়- যেখানে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই, জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায়- কোনোখানেই তার দস্তখত ছিল না, তিনি জড়িত ছিলেন না, সেখানে তাকে প্রথম পাঁচ বছরের সাজা দেওয়া হল, পরে সাজা বাড়িয়ে ১০ বছর করা হলো। ঠিক আছে, কিন্তু তিনি জামিন পাবেন না কেন?

এবিষয়ে যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত নারী অসুস্থ হলে তাকে জামিন দেওয়ার বিষয়ে আইন থাকার কথা তুলে সুপ্রিম কোর্টে জ্যেষ্ঠ এ আইনজীবী বলেন, কালকেও আমি একজনকে জামিন করিয়েছি, সে যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত। তার বিরুদ্ধে কোনো এভিডেন্স নাই, তার জামিন দিয়েছেন আদালত। সে দুই মাসেও জেলে থাকেনি।

বেগম খালেদা জিয়ারও সাত দিনের বেশি থাকার কথা নয়। কিন্তু আজকে রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে আদালতগুলোর বিচারকরা স্বাধীন ও মুক্তভাবে কাজ করতে পারছে না। যে কারণে এক বছর আট মাস হতে চললো আমাদের নেত্রী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে কারাবন্দি আছেন।

খালেদা জিয়া 'প্যারোলে' নয় জনগণের আন্দোলনের মাধ্যমেই মুক্ত হয়ে আসবেন বলে মন্তব্য করেন মওদুদ।মওদুদ আহমদ বলেন,দুর্নীতি দমন কমিশনকে বলতে চাই, সরকার তো এটা করবে না। আপনাদের যদি সাহস থাকে, সত্যিকার অর্থে আইন অনুযায়ী আপনারা হলেন একটি স্বতন্ত্র নিরপে প্রতিষ্ঠান। আপনারা সকল এমপির সম্পদের হিসাব, সকল মন্ত্রীর সম্পদের হিসাব চান।দেখবেন যে, আসল জিনিস তখন বেরিয়ে আসবে কে কত অর্থ এই সরকারের শাসন আমলে সঞ্চয় করেছে, মানুষের টাকায় তারা ধনী হয়েছে। বাংলাদেশ এখন সারা পৃথিবীর মধ্যে এক নম্বর দেশ এখন যে দেশ অতি দ্রুত ধনী হওয়া যায়। এখানে দ্রুত কুইক মানি করা যায়, বেআইনিভাবে বিনা ট্যাক্সে টাকা অর্জন করা যায়। তার সুযোগ-সুবিধার গত ১০ বছরে এই সরকারের আমলে পেয়েছে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, এলাকায় টিনের বাড়ির মধ্যে হঠাৎ করে বড় বড় বাড়ি উঠেছে। সেগুলো কার জিজ্ঞাসা করলে বলবে, ছাত্রলীগ কিংবা যুবলীগ, আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগের কোনো নেতার বাড়ি।১০ বছর আগে এদের খাবারের পয়সা ছিলো না। এখন এতো সম্পদ হয়ে গেছে তাদের সারা দেশে।

জাতীয় প্রেস কাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে প্রধান স্মৃতি পরিষদের উদ্যোগে জাগপার প্রয়াত সভানেত্রী রেহানা প্রধানের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলে এই স্মরণ সভা হয়।সংগঠনের সভাপতি আবু মোজাফফর হোসেন মো. আনাছের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শেখ জামাল উদ্দিনের পরিচালনায় এই স্মরণসভায় কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, জাতীয় পার্টি(কাজী জাফর) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দারা, জাগপার সভানেত্রী ব্যারিস্টার তাসমিয়া প্রধান, সহসভাপতি রাশেদ প্রধান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আসাদুর রহমান খান, কেন্দ্রীয় নেতা হাসমত উল্লাহ, ইকবাল হোসেন, আরিফ হোসেন ফিরোজ, এনায়েত আহমেদ হালিম, ফাইজুর রহমান, আরিফুল হক তুহিন, রাকিবুল ইসলাম রুবেল, মো. হেলাল বক্তব্য দেন।

বাজি তৈরির সময় বিস্ফোরণ রায় বেরলিতে, জখম ছয়

রায় বরেলি, ২৫ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের রায় বরেলি জেলার ভাদোখর থানার মানহেরু গ্রামে বাজি তৈরির সময় আচমকা বিস্ফোরণে জখম হয়েছে ছয়জন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাতপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শুক্রবার পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শামীম নামে এক যুবকের ঝুপড়িতে বেআইনিভাবে বাজি তৈরি হচ্ছিল। বাজি তৈরির সময় আচমকাই বিস্ফেরাণ ঘটে। ঝুপড়িতে রাখা সিলিন্ডারেও আগুন লেগে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখে পুলিশ ও দমকলে খবর দেয়। দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভায়। এই দুর্ঘটনায় শাহিলা বানো, সইদ, অনীস, জরীনা বানো, জামিল ও রইস মারাত্মকভাবে ঝলসে গেছে। সবাইকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

জামিন পেলে বিদেশ যেতে পারেন খালেদা ঃ বোন সেলিমা ইসলাম

ঢাকা,অক্টোবর ২৫।। কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া জামিন পেলে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে পারেন বলে তার বোন সেলিমা ইসলাম জানিয়েছেন।শুক্রবার বিকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদাকে দেখে এসে একথা বলেন তিনি।

সেলিমা ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন,উনার (খালেদা জিয়া) শরীর খুবই খারাপ। পা বেঁকে গেছে। সে চলতে পারছে না, শুয়ে থাকতেও তার কষ্ট হচ্ছে, আমরা উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে পাঠাতে চাই।খালেদা জিয়া বিদেশে যেতে চান কি না প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,উনি বলে নাই। আমরাই বিদেশে পাঠাতে চাচ্ছি। কারণ এখানে (বিএসএমএমইউ) তো যে চিকিৎসা দিচ্ছে এতে কিছুই হচ্ছে না। বরং দিনের দিন খারাপ হচ্ছে।

এই হাসপাতালে খালেদা জিয়ার সুষ্ঠু চিকিৎসা হচ্ছে না অভিযোগ করে তাকে ঢাকার কোনো বিশেষায়িত বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন বিএনপি নেতারা। উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিতে তার জামিন পাওয়াররে ত্র সহযোগিতা করার জন্যও সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন খালেদার আইনজীবীরা।তবে মন্ত্রীরা বলছেন, জামিন দেওয়া না দেওয়া আদালতের বিষয়। এখানে সরকারের 'কিছু করার নেই'।

৭৩ বছর বয়সী খালেদা জিয়া এখন 'উঠতে ও বসতে পারেন না' জানিয়ে তার সেজ বোন সেলিমা বলেন,নিজের হাতে তুলেও খেতে পারে না, কিছুই করতে পারে না সে।শুক্রবার চিকিৎসকরা এসেছিলেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, চিকিৎসকরা দুই সপ্তাহ ধরে আসছে না। এরা আসেই না। কোনো কিছু চিকিৎসাও দেওয়া হচ্ছে না।তাহলে অযথা এখানে ফেলে রাখছে কেন? আমরা উন্নত চিকিসার জন্য বিদেশে নিয়ে যেতে চাই।জামিন না প্যারোলে কোন উপায়ে যেতে চান- প্রশ্ন করা হলে সেলিমা ইসলাম বলেন,উনারা যদি জামিন দেন তাহলে উনি যেতে পারবেন।

সেলিমা ইসলাম ছাড়াও খালেদার ছোট ভাই শামীম এস্কান্দারের স্ত্রী কানিজ ফাতেমা ও তার ছেলে অভিক এস্কান্দার এবং তারেক রহমানের স্ত্রী জোবাইদা রহমানের বড় বোন শাহিনা খান জামান বিন্দু, প্রয়াত সাঈদ এস্কান্দারের ছেলে অতনু এস্কান্দর ও তার ছেলেসহ ছয়জন বিকাল সাড়ে ৩টায় হাসপাতালে কেবিন ব্লকে আসেন। প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা খালেদা জিয়ার সাাৎ পান তারা।

পরে বেরিয়ে স্বজনরা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইংয়ের সদস্য শামসুদ্দিন দিদারসহ ছাত্রদল ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় পর্যটকদের ব্রাজিল যেতে কোনও ভিসা লাগবে না, ঘোষণা প্রেসিডেন্ট জায়রো বোলসোনারোর

ব্রাসোলিয়া, ২৫ অক্টোবর (হি. স.) : এবার থেকে ভারতীয় পর্যটকদের ব্রাজিল যেতে আর কোনও ভিসা লাগবে না। এমনটাই ঘোষণা করলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জায়রো বোলসোনারো। ঘুরতে বা ব্যবসার কাজে দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটিতে এবার ভিসা ছাড়াই যেতে পারবেন ভারতীয়রা। চিনের জন্যও একই ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে প্রেসিডেন্টের দফতরের তরফে। ডানপন্থী রাজনীতিবিদ বলসোনারো চলতি বছরের শুরুতে ক্ষমতায় এসেছেন। বেশ কয়েকটি উন্নত দেশের নাগরিকদের জন্য ইতিমধ্যেই ভিসার প্রয়োজনীয়তা শিথিল করার নীতি গ্রহণ করেছেন তিনি। তবে তৃতীয় বিশ্বের কোনও উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রথমবারের মতো এমন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন বোলসোনারো। চলতি বছরের গোড়ার দিকেই আমেরিকা, কানাডা, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের জন্য ভিসা লাগবে না বলে জানিয়েছিল ব্রাজিল সরকার।

আয়ুর্বেদ দিবস উপলক্ষে আগরতলায় সচেতনতা র‍্যালি। ছবি- নিজস্ব।

কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগম
শ্রম ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রক, ভারত সরকার

আঞ্চলিক কার্য্যালয়
উত্তর পূর্বাঞ্চল, বামুনিময়দান, গুয়াহাটি-৭৮১০২১
ইমেইল-smo-ner@esic.in ফোন নং-০৩৬১-২৬৫০৭০৫
ওয়েবসাইট ঃ www.esic.nic.in

নংঃ ৪৩-ইউ.১১/১১/২০১৫/এসএসএমসি/এনইআর-এসএসটি তারিখ- ১৭-১০-২০১৯

কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগমের লাভাধিকারীকদের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও চিকিৎসা দেওয়ার জন্য উত্তরপূর্বাঞ্চল (আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ) এর নিজস্ব/প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্র ও গুয়াহাটিতে চক্ষু সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের জন্য প্যানেল বানানোর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। অডিশন্যাল কমিশনার এন্ড রিজিওন্যাল ডিরেক্টর, ইসিআইসি, এনইআর, আহ্বান করছে আবেদনপত্র (ইওআই) সরকারী/আধা সরকারী/সিজিএইচএস প্যানেল/ প্রাইভেট হাসপাতাল/ ডায়গনস্টিক সেন্টার যা উত্তর পূর্বাঞ্চলের (আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ) এবং বিশেষ করে চক্ষু সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল যা গুয়াহাটিতে অবস্থিত যেখান থেকে সুপার স্পেশালিটি চিকিৎসা পরিষেবা ও ডায়গনস্টিক পরিষেবা দেওয়া হবে ইএসআই কর্মচারীদের জন্য যা হবে সিজিএইচএস দরে (যা ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে)।

আবেদনকারী ডাউনলোড করতে পারবে ইওআই এর সমস্ত আবেদনপত্র সাথে শর্তাবলী (সংযোজনী ১), আবেদনপত্র ফরমেট এমপেনেলমেন্টের জন্য (সংযোজনী ২), সমঝোতার সার্টিফিকেট (সংযোজনী-৩) অত্যাবশ্যক নথিপত্র (সংযোজনী-৪) ডাইনলোড করা যাবে www.esic.nic.in অথবা www.eprocure.gov.inথেকে।

ইওআই সম্পন্ন হবে সমস্ত কিছু নিম্নলিখিত সূচি অনুযায়ী দাখিল করার পর।

ওয়েবসাইটে ইওআই ডকুমেন্ট মিলবে	সম্পূর্ণ ইওআই (অনলাইন) জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়	সিপিপিপি পোর্টালে টেন্ডার আইপি	ইওআই খোলার তারিখ ও সময়	ইওআই ফরম খোলা/জমার স্থান
২৪-১০-২০১৯	১৯-১১-২০১৯ এর দুপুর ১টা পর্যন্ত	2019_ESIC_1234567_1 (উদাহরণ)	২০-১১-২০১৯ দুপুর ২টা	ইএসআইসি, আঞ্চলিক অফিস পাঁচদ্বীপ ভবন, বামুনিময়দান এমআরডি রোড, গুয়াহাটি-২১

যদি বিড খোলার দিন কোন কারণে ছুটি, তাহলে তা পরের কর্মদিবসে গ্রহণ ও খোলা হবে।

সাথে -সংযোজন ১,২,৩,৪

সহকারী নির্দেশক, (চিকিৎসা), রাজ্য চিকিৎসা আধাকারীক, এনইআর
সহ আয়ুক্ত এবং আঞ্চলিক নির্দেশকের পক্ষে

davp-23123/11/0008/1920

সিবিআইয়ের নজরে সীমান্তে গরু পাচার, রিপোর্ট গেল দিল্লিতে

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর (হি.স): সিবিআইয়ের নজরে এবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গরু পাচার। প্রাথমিক রিপোর্ট পাঠানো হল দিল্লিতে।

বিএসএফের দেওয়া রিপোর্টের পর পাচার রুখতে তৎপর হয়েছে সিবিআই। বিএসএফের রিপোর্ট অনুযায়ী এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, এই পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন প্রশাসনিক কিছু আধিকারিক। পাশাপাশি যোগ রয়েছে বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতারও।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে শয়ে শয়ে গরু পাচারের ঘটনা নতুন নয়। সীমান্ত দিয়ে গরু পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের হাতে পাচারকারীরা ধরা পড়েছে একাধিকবার। পাচার বন্ধ করার ক্ষেত্রে নিশানায় উঠে এসেছে বর্ডার সিকিউরিটি গার্ডের গাফিলতিও। গত মে মাসে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে কেন্দ্রে ফের বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলাদেশ সীমান্তে গরু পাচার রুখতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে আসছে। সীমান্তে কড়াকড়ি বাড়ানোয় গরু পাচার প্রায় ৮০ শতাংশ কমিয়ে আনা হয়েছে বলেও ভারতের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, গরু পাচার রুখতে ভারতের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে দু-দেশের প্রশাসন এই কারবার বন্ধ হওয়ার কথা বললেও পাচার বন্ধ করার ক্ষেত্রে গাফিলতি থেকেই যাচ্ছে। তাই এবার গরু পাচারের রহস্যভেদ করতে মাঠে নামছে সিবিআই। গরু পাচারের পিছনে রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিবিআই। ভারত থেকে পাচার হওয়া গরুর ওপর বাংলাদেশের মাংসের চাহিদার একটা বড় অংশ নির্ভর করে। আগস্ট মাসে দিল্লিতে বিএসএফ ও বিজিবির মহাপরিচালকদের বার্ষিক সম্মেলনের পর বিজিবির মহাপরিচালক জানিয়েছিলেন, গরু পাচারের ক্ষেত্রে ভারত কড়াকড়ি করার ফলে বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে পারছে।

বিএসএফের রিপোর্টের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক তদন্ত সেরে ফেলেছেন সিবিআই কর্তারা। তাঁদের রিপোর্টেও উঠে এসেছে একাধিক তথ্য। সিবিআই সুত্রে খবর, সম্প্রতি এই বিষয়ে বিএসএফের তরফে অভিযোগ জানানো হয় সিবিআইয়ের কাছে। অভিযোগে জানানো হয় যে, ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের বেশ কিছু জায়গা থেকে গরু পাচার করা হচ্ছে। তাঁদের সন্দেহ কোনও স্থানীয়দের মাধ্যমে নয়। কার্যত সংগঠিত কোনও দলের পরিকল্পনা মাফিকই দিনের পর দিন চলছে এই পাচারের কাজ। যার নেপথ্যে বিশাল কোনও আন্তর্জাতিক চক্র রয়েছে বলেই মনে করছেন সিবিআইয়ের শীর্ষ কর্তারা। অভিযোগের পরই সিবিআইয়ের তরফ থেকে একটি প্রাথমিক তদন্ত করা হয়। ভারত-বাংলাদেশের সেই সব সীমান্তে গিয়ে ঘুরে দেখেন সিবিআই আধিকারিকরা। এরপর তদন্তের রিপোর্ট পেশ করা হয় সিবিআইয়ের তরফে। রিপোর্টে বিএসএফ এবং সিবিআই সদর দফতরকে বলা হয় যে, প্রাথমিক তদন্তের পর এই ইস্যুতে দিল্লিতে এফআইআর দায়ের করা যেতে পারে। আর সেই মতই এফআইআর দায়ের করার প্রস্তুতিও শুরু করেছে সিবিআই।

তবে, সীমান্তে গরু পাচারের গতিপ্রকৃতির দিকে যারা নজর রাখেন, তাদের ধারণা এই কারবার চট করে বন্ধ হওয়ার নয়। কারণ এখানে আর্থিক অঙ্কটা বিশাল। তাছাড়া, এই কারবারে দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদেরও মদত আছে। জড়িয়ে আছেন রাজনৈতিক নেতা থেকে পুলিশ, এমনকি সরকারী আমলারাও।

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য গঙ্গাজলঘাটিতে

বাঁকুড়া, ২৫ অক্টোবর (হি.স) : এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গঙ্গাজলঘাটিতে। শুক্রবার সকালে মৃতদেহটি উদ্ধার হয় গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ কলেজের সন্নিকটে ঊ ওই স্থানে প্রথম তাঁকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এদিন এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বহু মানুষ ভিড় করেন ওই স্থানে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, ওই ব্যক্তি গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ঊ কোনও কারনে গাছ থেকে পড়ে যান। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে মানুষের যাতায়াত কম, সে কারনে নজরে আসেনি ঊ ইতিমধ্যেই পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে খোঁজ খবর শুরু করেছে পুলিশ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিম্নচাপের জের-জলে নষ্ট পাকা ধান গলসীর কসবা মানাচরে মাথায় হাত চাষীদের

দুর্গাপুর, ২৫ অক্টোবর(হি.স.) : "একেই বলে পাকা ধানে মই।" নিম্নচাপের জেরে টানা বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টিতে পাকা ধান জলমগ্ন। মাথায় হাত পড়েছে শস্যগোলা পুর্ব বর্ধমানের গলসী-১ নং ব্লকের চাষীদের। কবে কাটবে নিম্নচাপ, সেই আশায় প্রহর গুনছে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীরা। তবে চাষের ক্ষতিতে নজর রাখছে গলসী-১ নং ব্লক প্রশাসন।

ধান উৎপাদনে প্রায়ই দেশের শীর্ষস্থানে থাকে গলসী। দামোদর উপকুলবর্তী সেচের সুবিধা থাকায় বছরে দু-বার ধান চাষ হয়। এছাড়াও শীতকালীন আলু, সব্জি চাষও হয়। চলতি বছর দেরিতে বর্ষা নামলেও চাষে খামতি ছিল না জলের। গলসী-১ নং ব্লক কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে, চলতি মরশুমে প্রায় ১৭ হাজার হেক্টর জমি আমন ধান চাষ হয়েছে। ভাল চাষ হলেও গত দুদিনের টানা নিম্নচাপের জেরে অনেক চাষীরই মাথায় হাত পড়েছে। ব্লকের চাকতেঁতুল, রনডিহা, নঙ্করবাঁধ, কসবা মানাচর, সোদপুর মানাচর সহ বেশ কিছু এলাকায় ধান চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। একই অবস্থা বুদবুদের কুপুই নদীর তীরবর্তী পান্ডুদহ, বেলেডাঙা এলাকায়। জানা গেছে, ওইসব এলাকায় মুলত কম সময়ের উচ্চফলনশীল গুটকা প্রজাতি ধান চাষ হয়েছিল। ধান কাটার পরই ওই জমিতে আলু চাষ হয়। সেই মত ধান কাটাও চলছিল। আবার কোথাও ধান কাটা পড়ে ছিল। কিন্তু নিম্নচাপের বৃষ্টিতে সেসব পাকা ধানে মই দেওয়ার মত অবস্থা। ধান ভর্তি মাঠ জলমগ্ন। আবার কেথায় জলে নষ্ট পাকা ধান।

কসবা মানাচরের চাষী মুশাফির চৌধুরী, নারায়ন চৌধুরী প্রমুখ জানান, ' অনেক আশা নিয়েছিলাম। এবারে ভাল ফলনে মুনাফার আশা দেখব। কিন্তু মুনাফার বদলে চরম ক্ষতি হল এই বৃষ্টিতে। সরকারের নিক অর্তি ক্ষতিপুরনের ব্যাবস্থা করুক।' গলসী-১ নং ব্লক কৃষি আধিকারিক চিন্দানন্দ সিং জানান,' এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ হেক্টর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরও বাড়তে পারে ক্ষতির পরিমান। বিষয়টি নজরে রাখা হয়েছে।' গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় জানান,' গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে। ক্ষতির পরিসংখ্যন তৈরী করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ব্লকে ১০০ টির মতো বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। ত্রা কার্যের জন্য কন্টোলরুম চালু রাখা হয়েছে। ব্লকের সবক"টি পঞ্চায়েতকেও সজাগ থাকতে বলা হয়েছে।'

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপের পথে কালী প্রতিমা

কলকাতা,২৫ অক্টোবর (হি.স.):হাতে আর একদিন তারপরেই দিপাবলী ঊ তবে,আকাশের মুখ ভারী ঊ দু-দিন ধরেই ক্রমাগত বৃষ্টি হয়েই চলেছে ঊ আজ শুক্রবারও সকাল থেকেই অঝোর ধারায় হয়ে চলেছে বৃষ্টি ঊ তাতে কি কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপে তো যেতেই হবে কালী প্রতিমাকে ঊ তাই বৃষ্টিকে মাথায় নিয়েই কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপের পথে যাত্রা করেছেন কালী প্রতিমা। মা কালীকে মন্ডপে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপচে পরা ভিড় কুমোরটুলিতে ঊ বৃষ্টি তাতে কি ! মা কালীকে আগে মন্ডপে নিয়ে যেতে হবে ঊপুজো উদ্যোক্তরা নিজেরা ভিজলেও ভিজতে দিচ্ছেন না কালী প্রতিমাকে ঊ কুমোরটুলির ষ্টুডিও থেকে লড়িতে তোলার আগেই মুরে দেওয়া হচ্ছে প্লাস্টিকের আবরণে ঊ যাতে মায়ের গায়ে না লাগে একফোটাও জল।

ঐতিহ্য মেনে এখনও মিষ্টি তৈরি হয় রামকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত ঠনঠনিয়া কালী বাড়িতে

কলকাতা,২৫ অক্টোবর (হি.স.) : কালীক্ষেত্র কলকাতা।এই মহানগরে ছড়িয়ে রয়েছে বহু কালী মন্দির।তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কালী মন্দির হচ্ছে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি।কালী পুজো উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে জাগ্রত এই মন্দির।

৩১৫ বছর আগে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন শঙ্কর ঘোষ।ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর দাদা রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন, নাট্যকার গিরিশ ঘোষের মতো বহুগুণী মানুষ এসেছেন এই মন্দিরে।এখনও সমাজের বহুগুণী ব্যাক্তিত্ব এই মন্দিরে আসেন। কালী পুজোর প্রস্তুতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে শঙ্কর ঘোষের বংশধর তথা সেবায়ত পলাশ ঘোষ জানিয়েছেন, ওইদিন ভোগে মাকে লুচি, পোলাও,পাঁচ রকমের ভাজা, আলু-ফুলকপির তরকারি,ধোকা,পনির,মিষ্টি দেওয়া হবে।কালী পুজোর দিন মূল পুজো শুরু হবে রাত ১১টা ৩০মিনিট নাগাদ।শেষ হতে ভোর ৩টা ৩০মিনিট হয়ে যাবে।

শুক্রবার থেকে প্রায় ২৫০০ থেকে ৩০০০ মানুষের ভোগ রান্না শুরু হয়ে গিয়েছে।বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মায়ের অঙ্গরাজের পর এদিন মাকে বেদীতে বসানো হয়।ভোগের জন্য বিশেষ মিষ্টিও তৈরি করা হবে মন্দির প্রাঙ্গণে। বহু বছর ধরে এই রীতি চলে আসছে। কালী পুজোর সারাদিন ও সারারাত ভক্তদের পুজো গ্রহণ করা হবে। এই প্রসঙ্গে পলাশবাবু বলেন,ভক্তদের জন্যই পুজো।

এদিনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল সঙ্গে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি।ওইদিনও একই অবস্থা হলে যদি জল জমে যায় সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতেই পলাশবাবু জানিয়েছেন, বৃষ্টিতে জল জমলে জমবে।এটা আমরা উপভোগ করি।কলকাতায় এখন সব জায়গায় জল জমছে ফলে কিছু করার নেই। পুজো প্রস্তুতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেন,প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। মন্দির সংস্কার করা হয়ে গিয়েছে।আলো দিয়ে সাজানোর কাজও পূর্ণ।প্রতিদিনকার মতো ওইদিনও ভোরে মঙ্গল আরতি, সকাল ৭টায় নৈবেদ্য দিয়ে পুজো,বেলা ১২টা ৩০মিনিট নাগাদ অন্নভোগ দিয়ে পুজো, সন্ধ্যায় ৭টায় আরতিও হবে।অমাবস্যার পুজোয় ফল,মিষ্টি,চাল সহযোগে পুজো হবে। মন্দির সংলগ্ন ডালার দোকানগুলিতে জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল যে অন্যান্য দিনের মতোই পুজোর দিনও ডালার দাম একই থাকবে।

শুক্রবার কলকাতায় কালীপুজোর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : আজ শুক্রবার কলকাতায় বেশ কয়েকটি মণ্ডপে কালীপুজোর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বিকেল থেকে পরপর আট থেকে দশটি পুজোর উদ্বোধন করবেন বলে জানা গেছে ।

আজ কলকাতার যে সমস্ত মণ্ডপের উদ্বোধন তিনি করবেন, সেই তালিকায় রয়েছে, তৃণমূল বিধায়ক স্মিতা বক্সির গিরিশ পার্কের পুজো, বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার জানবাজার রোডের পুজো । তৃণমূল নেতা রাজীব দেবের শেক্সপিয়র সরণির পুজো । এছাড়াও হরিশ মুখার্জি রোডের বেশ কয়েকটি পুজোরও উদ্বোধন করবেন তিনি । আগামীকাল থেকে শুরু হয়ে যাবে মণ্ডপে মণ্ডপে ঠাকুর দেখা ।

গতকাল উত্তরবঙ্গে কালীপুজোর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । এই প্রথমবার উত্তরবঙ্গের কালীপুজোর উদ্বোধন করলেন তিনি । প্রধাননগরে হিলকার্ট রোডের ধারে বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাবের পুজোর কর্তাদের আগ্রহে এবার সেই ক্লাবের কালীপুজো দিয়ে উদ্বোধনের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সভাপতি নান্টু পাল প্রস্তাব দিয়েছিলেন শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর ফেরার দিন কালী পুজোর উদ্বোধনের জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়, বৃহস্পতিবার ওই কর্মসূচি রাখার। এদিন কার্শিয়াং থেকে ফিরে ফিতে কেটে, প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন ওই পুজোর। মঞ্চে গিয়ে পুজোর তাৎপর্যকে ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গানের লাইন তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা একা নই। মা, বাবা, কাকা, সবাইকে নিয়ে একটা পরিবার। তেমনি একটা দেশের পরিবারে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টানও মিলেমিশে থাকে। ভেদাভেদ করা যায় না। আমি চাই, আগামীতে উত্তরবঙ্গ এই নিয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি থাকুন'। সামনের বছর কলকাতার পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও দুর্গা পুজো উদ্বোধন করবেন বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান।

কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে হার ভুলে ঘরের মাঠে জয়ে ফিরতে মরিয়া এটিকে

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : আইএসএলের প্রথম ম্যাচে কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও হারতে হয়েছে এটিকে-কে। শুক্রবার নিজেদের ঘরের মাঠ যুবভারতীতে প্রথমবার নামতে চলেছে এটিকে। হারের রেশ কাটিয়ে আজ ফের জয়ে ফিরতে মরিয়া হাবাস বাহিনী।

আইএসএলের প্রথম ম্যাচে কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে হার স্বীকার করতে হয়েছে এটিকের।গোলের সামনে ফুটবলাররা একের পর এক সুযোগ নষ্ট করেছেন। আন্তোনিও হাবাসের কোচ হিসাবে প্রত্যাবর্তনেও শুরুটা ভাল হয় নি এটিকের। এবার সামনে হায়দরাবাদ এফসি। মহারণের আগে ফুটবলারদের সতর্ক করে দিয়েছেন হাবাস। স্প্যানিশ কোচ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন প্রথম ম্যাচে হারের কথা ভাবতে না। বরং হোম অ্যাডভান্টেজ পুরোপুরি নিতে হবে। এ দিন অনুশীলনে সেই ডিফেন্সিভ শেপের উপরেই জোর দিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে হাবাস বললেন, "প্রথম ম্যাচে আমরা অনেক গোলের সুযোগ নষ্ট করেছি। পারফরম্যান্স ভালই ছিল। ফিনিশিংটা ঠিকঠাক হল না।" সঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, "আমাদের এখন শুক্রবারের ম্যাচে মন দিতে হবে। আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।"

বিপক্ষ হিসাবে হায়দরাবাদ খুব কঠিন সেটাই মানছেন হাবাস। আদিল খান-মার্সেলিনহোদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রথম আইএসএল জয়ী কোচ বললেন, "খুব ভাল দল হায়দরাবাদ। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ওদের বিশ্বমানের প্রতিভা আছে।" তবে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়েও হাবাস যে পাবেন না জবি জাস্টিনকে। যিনি সাসপেনশনের জন্য নামতে পারবেন না।

মক্কায় হজ করতে গিয়ে পথদুর্ঘটনায় দুই ভারতীয়র মৃত্যু

নদীয়া, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : উমরা হজ করতে মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই ভারতীয় যুবকের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই যুবকের নাম মঙ্গল আহমেদ কারিগর (২৬) ও হাকিম আলি কারিগর (২৯)। এরা দুজনেই নদিয়ার শান্তিপুরের বাসিন্দা। এরা সৌদি আরবে কাজে গিয়েছিলেন। দুবছর আগে সৌদি আরবে শপিং মলে কাজের জন্য যান হাকিম আলি। আর আট মাস আগে মঙ্গল আহমেদও তাঁর সঙ্গে কাজে যোগ দিতে আসেন। সেখানে থেকে উমরা হজ করতে মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়।

এদিকে শুক্রবার দু"জনের মৃত্যুর খবর আসে শান্তিপুর পুরসভার মালঞ্চ এলাকায়। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, গত ১৬ অক্টোবর তাঁদের সঙ্গে শেষ কথা হয়। তাঁরা ফোনে জানান, হজ করতে যাওয়ার জন্য মদিনা থেকে মক্কা যাওয়ার জন্য বাসে উঠেছেন তাঁরা। দীপাবলিতে বাড়ি ফেরার কথা ছিল তাঁদের। কিন্তু তাঁদের কোনও খোঁজ না পাওয়ায় আরবে তাঁদের বন্ধুর ফোনে খোঁজ করেন বাড়ির লোকজন। তখনই জানতে পারেন, বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই যুবকের। মক্কা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসটিতে আগুন লেগে যায়। আর সেই আগুনেই ভস্মীভূত হয়ে মৃত্যু হয় দু"জনের। দেহ ফেরাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন দুই পরিবার।

রবীন্দ্র সরোবর রক্ষার দায়িত্বে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে কমিটির

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর (হি.স): এবার থেকে রবীন্দ্র সরোবরের পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বে থাকবে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি। সম্প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালত। ওই কমিটিতে মুখ্যসচিব ছাড়াও থাকবেন পরিবেশ দফতরের এক অফিসার, কেএমডিএর সিইও এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার।

জাতীয় পরিবেশ আদালতের বিচারপতি এস পি ওয়াংদি এবং বিশেষজ্ঞ সদস্য এস এস গারবিয়ালের বেঞ্চ এই নির্দেশ দিলেও অসন্তুষ্ট পরিবেশকর্মীরা। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। এর আগে পরিবেশকর্মী সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র সরোবরের কাজকর্মগুলো খতিয়ে দেখার জন্য ছয় সদস্যের একটি কমিটি গড়ে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই কমিটিতে সরকারি সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা ছাড়াও ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্তের দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ আদালতে রবীন্দ্র সরোবরের পরিবেশ দূষণ রোধ এবং জীববৈচিত্র রক্ষায় সুপারিশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র পর্ষদের চেয়ারম্যান অশোককান্তি সান্যালের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে। ওই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই রবীন্দ্র সরোবরে ছট পুজো সহ যাবতীয় পুজো পার্বণ বন্ধ করা এবং আরও কিছু সুপারিশ করে। আবার পরিবেশ আদালতই সেই নির্দেশগুলো কার্যকর হচ্ছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব দেয় মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে থাকা একটি কমিটির উপর।

পরিবেশ আদালতের এই নির্দেশে ক্ষুব্ধ পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। তাঁর বক্তব্য, 'এই কমিটিতে তো সকলেই সরকারি প্রতিনিধি। নাগরিক প্রতিনিধিত্ব কোথায় ? নাগরিক প্রতিনিধিত্ব না থাকলে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলবেন কারা ? আমি তাই এই নির্দেশের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করব।' কলকাতা হাইকোর্টের গড়ে দেওয়া কমিটিতে ছিলেন সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'কলকাতা হাইকোর্টের গড়া কমিটিতে সরকারি এবং নাগরিক প্রতিনিধিত্ব ছিল। তবে এখন যে কমিটি গড়া হল, সেখানে সরকারের সিদ্ধান্তের, কাজের সমালোচনা করার কেউ থাকল না। আমরাও এই নির্দেশের বিরুদ্ধে আদালতে যাব।'

এবছর রবীন্দ্র সরোবরে ছট পুজো বন্ধে অবশ্য বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে কেএমডিএ। বিকল্প হিসেবে শহর ও শহরতলির ১০টি জলাশয়কে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে ইতিমধ্যে জানিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হালিম। সেখানে ছট পুজোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

টালি নালা সংস্কারের টাকা দেবে রাজ্য

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর(হি.স.): কেন্দ্র টাকা না দিলে রাজ্য তহবিলের টাকা দিয়েই সংস্কার করা হবে টালি নালার। শুক্রবার পুরসভার মাসিক অধিবেশনে এমনটাই জানিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিনের অধিবেশনে ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাস টালি নালা নিয়ে দ্রুত সংস্কারের আবেদন জানান মেয়রের কাছে।

জুঁই বিশ্বাস বলেন, 'কলকাতা শহরের আদি গঙ্গা বহু বছর ধরে সংস্কারের অভাবে নালায় পরিণত হয়েছে। ' জুঁই আরও জানান, 'আগে এই আদি গঙ্গা দিয়ে বোটিং করা যেত। শহরে সৌন্দর্যায়ন করার জন্য এই টালি নালার সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজন।'

জুঁই আরও জানান, টালি নালা সংস্কার না হওয়ায় এখানে সবাই বর্জ্য ফেলছে। আবার সেই মানুষগুলোই টালি নালার দুর্গন্ধ নিয়ে অভিযোগ করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মেয়র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন,'কেন্দ্রের সাথে ২০১৮ সাল থেকে ১১বার এই নিয়ে বৈঠক হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্র কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এর পরেও কেন্দ্র কোনও ব্যবস্থা না নিলে রাজ্যের আর্থিক সহায়তাতেই সংস্কার করা হবে টালি নালার।'

এদিন টালি নালা নিয়ে ফের একবার উত্তাল হয়ে উঠল পুরসভার মাসিক অধিবেশন। কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত ফের একবার চরমে উঠল। মেয়র জানান, 'কেন্দ্র টালি নালা নিয়ে হ্যাম প্রজেক্ট করবে বলে জানিয়েছিল।

ত্যাগ

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

টিএসআরের

● প্রথম পাতার পর

হামলায় অন্তত ৪০ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং বহু বাড়িঘর ও দোকানপাট লুট হয়েছিল। সূত্রের খবর, আসাম রাইফেলসের ২১ এবং ২৯ ব্যাটালিয়ানের কয়েকজন শীর্ষ পদাধিকারীদের অন্যত্র পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে, হঠাৎ রাজ্য সরকার এই টিএসআর ব্যাটেলিয়ান এবং ক্যাম্প প্রত্যাহারের সাথে আসাম রাইফেলসও প্রত্যাহারের সাহসী পদক্ষেপ কেন নিচ্ছে, প্রশাসনিকস্তরে কোন বিবৃতি এখনো জারি করা হয়নি। ফলে, বিষয়টি নিয়ে অস্পষ্টতা থেকেই যাচ্ছে।

চালক

● প্রথম পাতার পর

শ্রীনগর থানার পুলিশও গাড়িটির পেছনে ধাওয়া করে। স্থানীয় যুবকরা মহিলাকে উদ্ধারের জন্য বাইক নিয়ে গাড়ির পেছনে ধাওয়া করলে চালক আমতলির দিকে না গিয়ে কাঁটাশেওলার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। কাঁটাশেওলার বাজারের লোকজন গাড়িটি আটক করেন। গাড়ি থেকে মহিলাকে উদ্ধার করা হয়। গাড়ির চালককে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অভিযুক্ত গাড়ি চালকের নাম সুমন মজুমদার। তার বাড়ি সিদ্ধি আশ্রম এলাকায়। এ ব্যাপারে একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মৃত সদ্যজাত শিশুটিকে হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। ময়না তদন্তের পর শিশুটির দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে এ ধরনের অভিযোগ নতুন নয়। হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার হাল ফেরাতে স্থানীয় মানুষজন জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

সুদের

● প্রথম পাতার পর

নির্মাণে ৩৮.৮৮ কোটি এবং রাস্তা নির্মাণে ৩১.৭০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও, অন্য আরেকটি ব্রীজ নির্মাণে জিপিটি গ্রুপ ২৯.৩৬ কোটি টাকা পেয়েছে। তিনি জানান, পূর্ত দপ্তরের কাজের জন্য রামকি ইনফ্রাস্ট্রাকসার লিমিটেড এবং কোল মাইন লিমিটেড যৌথভাবে ২৩৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। অবশ্য, একটি রাস্তা নির্মাণে ২৫.৭ কোটি টাকা, তিনটি বিল্ডিং নির্মাণে ১৪.২৬ কোটি টাকা, ৪২.৮৭ কোটি টাকা এবং ২৪ কোটি টাকা ন্যাশনাল প্রজেক্টস কনস্ট্রাকসন কর্পোরেশনকে বরাদ্দ করেছিল বামফ্রন্ট সরকার।

আইনমন্ত্রী বলেন, একাধিক নির্মাণকারী সংস্থাকে সমস্ত নিয়ম নীতি উলঙ্ঘন করে সুদের হার নির্ধারণ ছাড়াই কোটি কোটি টাকা অগ্রিম দিয়েছিল তদানিন্তন বামফ্রন্ট সরকার। তাতে, সিপিডব্লিওডি এবং সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের সমস্ত নির্দেশিকা অমান্য করেছিল পূর্ত দপ্তর। ওই কাজ গুরুতর অপারাধের সমান বলে দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষা প্রদানে এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। তাঁর কথায়, নতুন সরকার গঠনের এক বছরের মধ্যে রাজ্যের ৪,৪৯৪টি বিদ্যালয়ে এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা সহজ ছিল না। কিন্তু শিক্ষক-অভিভাবক এবং শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এটা করা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া রাজ্যের ২৪টি বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনতে এবং সরাসরি কথা বলার জন্য ৪,৩৯৮টি বিদ্যালয়ে রেডিও সেট দেওয়া হয়েছে। ৬৭টি বিদ্যালয়ে গত শিক্ষাবর্ষে নার্সারি কোর্স চালু করা হয়েছে। এই শিক্ষাবর্ষে ২০০টি বিদ্যালয়ে নার্সারি কোর্স চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে এই প্রথম একই প্রশ্নপত্রে ছাত্রছাত্রীদের ষাণ্মাসিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আগামীদিনে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্পোকিং ইংলিশ কোচিং চালু করার উদ্যোগ নেবে শিক্ষা দফতর।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে মধ্যশিক্ষা দফতরের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা বলেন, ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা দফতর গত বছর থেকে 'চিফ মিনিস্টারস অ্যানুয়েল স্টেট অ্যাওয়ার্ড ফর অ্যাকাডেমিক একসিলেন্স' নামে প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ বছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ৯১ জন ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকার প্রথম ৫ জন, সেরা ৫ ছাত্রীকে, সেরা ৫ জন তফশিলি জাতি, সেরা ৫ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী, সেরা ৫ জন ওবিসি ছাত্রছাত্রীকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের সেরা দিব্যাঙ্গ ছাত্রছাত্রীকেও এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উচ্চমাধ্যমিকের ২৫টি বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদেরও এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কারস্বরূপ একটি করে অ্যাপল আইপড এবং শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছ। এতে মোট ব্যয় হয়ছে ৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৯২ টাকা। পুরস্কারপ্রাপক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

পরামর্শ রাজস্বমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

করার লক্ষ্যে ড্রোন, নাইট ভিজন ক্যামেরা, বডি হারনেসের মতো যন্ত্রপাতি আনারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, আজকের অনুষ্ঠানে নৌকা ছাড়াও ৪৮০টি লাইফ জ্যাকেট এবং উদ্ধারকার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। বর্তমানে নতুন নৌকাগুলিকে নিয়ে রাজ্যে মটরচালিত নৌকার সংখ্যা ৮০তে দাঁড়িয়েছে। মটরহীন নৌকা রয়েছে ৫৬টি।

আবেদন ইডিব

আটের পাতার পর

শিবকুমার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং তিনি যেমন মামলা ও সাক্ষীকেও প্রভাবিত করতে পারেন। আদালত জানিয়েছিল, তদন্তকারী সংস্থা স্বতন্ত্রভাবে এই মামলার তদন্ত করতে পারবে এবং জামিন নামঞ্জুর করার বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা উপর নজর দিন রেখেই নির্দেশ দিয়েছেন।

৭ নির্দল বিধায়ক

আটের পাতার পর

অন্যদিকে, এদিন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জেজেপির বৈঠকে দুষ্মন্ত চৌতালাকে বিধানসভা দলের নেতা নির্বাচিত করা হয়েছিল। বৈঠক শেষ হওয়ার পরে, দুষ্মন্ত চৌতালা তার বাবা অজয় চৌতালার সাথে দেখা করতে তিহার জেলে দেখা করতে যাবেন। দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত অজয় চৌতালা। জেজেপি জানিয়েছে, উভয় পক্ষের (বিজেপি এবং কংগ্রেস) জন্য দরজা উন্মুক্ত রয়েছে। তবে দল কার সাথে থাকবে সেটা বিকেল চারটের বৈঠকের পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

খেলা খেলা

সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে মিটিংয়ে বসতে দেখা গেলো বিরাট-রোহিতকে

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৩ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা টি-২০ সিরিজের জন্য ভারতীয় দলের ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। বিরাট কোহলিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে রোহিত শর্মাকে দলের অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়েছে। জানিয়ে দিই যে নির্বাচক কমিটির এই বৈঠকে বিরাট কোহলি আর রোহিত শর্মা দুই খেলোয়াড়ই উপস্থিত ছিল।সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করলেন রোহিত-বিরাটগতকাল মুম্বাইতে বিসিসিআইয়ের নতুন সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি আর সহঅধিনায়ক রোহিত শর্মা দুজনে সাক্ষাত করেছেন। জানিয়ে দিই সেই সময় সমস্ত নির্বাচক আর বিসিসিআইয়ের সচিব জয় শাহের সঙ্গে একসঙ্গে মিলে গাঙ্গুলী, রোহিত আর বিরাট একটি ছবিও তুলেছেন। এই ছবি স্বয়ং বিসিসিআই নিজের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে পোষ্ট করেছে।গাঙ্গুলীর সামনে কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের চ্যালেঞ্জগত ১-২ বছরে দেখা গিয়েছে যে কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের মামলার অভিযোগ খেলোয়াড়দের উপর অনেক বেশি উঠছে। স্বয়ং সৌরভ গাঙ্গুলীকেও কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল আর তিনি টুইট করে এই বিষয়ে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।সম্প্রতিই রাহুল দ্রাবিড়ের মতো দিগগজ খেলোয়াড়কে কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের মামলায় বিসিসিআইয়ের লোকপালের সামনে পেশ হতে হয়েছিল আর কপিলদেব, অংশুমান গায়কোয়াড়ের মত তারকারা কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের কারণেই পরামর্শদাতা কমিটির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। শচীন তেন্ডুলকর, সৌরভ গাঙ্গুলী আর ভিভিএস লক্ষ্মণের পরামর্শদাতা কমিটিও কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্টের কারণেই ইস্তফা দিয়েছিলেন।

যদিও এখন সৌরভ গাঙ্গুলীর সভাপতি হওয়ার পর এই বিষয়টি বন্ধ হতে পারে। জানিয়ে দিই যে কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্ট সেই মামলায় লাগানো হচ্ছিল, যখন কোনো ব্যক্তি একের বেশি কাজ করছিলেন।ঘরোয়া ক্রিকেটকেও করতে চাইবেন ভালোভারতের আন্তর্জাতিক স্তরে তো ক্রিকেট যথেষ্ট ভালো। স্টেডিয়ামে সম্পূর্ণ ভর্তি থাকে। ভারতের হয়ে খেলা খেলোয়াড়রা সমর্থকদের অনেক ভালোবাসা আর সম্মান পান, আর তাদের উপর টাকার বৃষ্টিও হয়, কিন্তু ভারতের ঘরোয়ার ক্রিকেটের স্তর এখনো ততটা ভালো নয়। দর্শক ঘরোয়া ক্রিকেট দেখতে স্টেডিয়ামে আসেন না। অন্যদিকে ঘরোয়া খেলোয়াড়দের রোজগারও বিশেষ কিছু বেশি নয়। সৌরভ গাঙ্গুলীর বিসিসিআই সভাপতি হওয়ায় তিনি ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটকে স্তর বাড়াতে পারেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে দর্শকদের রুচিও বাড়াতে পারেন আর ঘরোয়া স্তরে খেলা খেলোয়াড়দের দেওয়া টাকাও বাড়াতে পারেন।

ধোনির বাগানবাড়িতে হাজির ঋষভ পন্থ, দুই তারকার মাঝে ছিল আরও একজন

নিজস্ব প্রতিবেদন : পূর্বসুরির বাড়িতে হাজির উত্তরসূরি। অনেকেই বলছেন, এমএস ধোনি ক্রিকেট ছাড়ার পর তাঁর ব্যাটন সামলানোর যোগ্য লোক ঋষভ পন্থ। অনেকে আবার মানছেন না। তাঁদের যুক্তি, ধোনির মতো পন্থের নেই। ধোনির চলে যাওয়ায় যে শূন্যস্থান তৈরি হবে সেটা পূরণ হওয়ার নয়। তবে ধোনি তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন তাঁর উত্তরসূরিকে প্রস্তুতি করার। এর আগেও আইপিএল চলার সময় পন্থকে গুরুমন্ত্র দিতে দেখা গিয়েছে ধোনিকে। পন্থ নিজেও জানিয়েছেন, কিপিং নিয়ে তিনি ধোনির কাছ থেকে অনেক পরামর্শ পেয়েছেন। সেইসব পরামর্শ তাঁকে অনেক সাহায্য করেছে। ধোনি দীর্ঘদিন ক্রিকেটের বাইরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তাঁকে খেলতে দেখা যায়নি। এবার জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও খেলবেন না তিনি। ধোনিকে আবার ভারতীয় দলের জার্সিতে দেখা যেতে পারে জানুয়ারিতে। আর এখন তিনি অবসর সময় কাটাচ্ছেন রাঁচিতে।নির বাগানবাড়িতে এদিন দেখা গেল ঋষভ পন্থকে। দুজনে একসঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালেন। পন্থ ছবি তুললেন সোশ্যাল সাইটে। পন্থ যখনই সময় পান ধোনির কাছ থেকে পরামর্শ নিতে যান। পন্থ জানিয়েছেন তিনি ধোনিকে রোল মডেল হিসাবে দেখেন। জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার আগে থেকেই তিনি ধোনির খেলার স্টাইল ফলো করেন। ধোনি ও পন্থের মাঝে এদিন আরও একজন ছিল। ধোনির পোষ্য। গাড়ি, বাইক ছাড়াও ধোনি যে পোষ্যের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালবাসেন সে কথা অনেকেই জানেন। এর আগেও নিজের ফার্ম হাউসে পোষ্যর সঙ্গে তাঁর খেলার ছবি ভাইরাল হয়েছিল। এবার অবশ্য পন্থের সঙ্গেও মিলেমিশে গেল ধোনির পোষ্য।বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে ভারতীয় দল ছিটকে যাওয়ার পর থেকেই ধোনি আর ক্রিকেট খেলছেন না। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ডিউটি পালনে গিয়েছিলেন। ডিউটি সেরে তিনি সরাসরি চলে যান রাঁচিতে। তার পর থেকে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। এরই মধ্যে ধোনির অবসর জল্পনা চলছে। তবে ধোনির ঘনিষ্ঠ মহল বলছে, টি-২০ বিশ্বকাপ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে এমএস-এর। তার পরই হয়তো অবসরের কথা ভাববেন তিনি।

রাতের ম্যাচ বাড়তে চলেছে আইপিএলে, লম্বা হবে মরশুম

পরের বছরে আইপিএল দেখতে ইডেনে গেলে হয়ত বাড়ি ফিরতে রাত ১টা-২টো বাজবে না। সূত্রের খবর, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) আসন্ন মরশুমে রাতের ম্যাচ শুরু হতে পারে ৭টা থেকে। পাশাপাশি দিনের খেলা কমিয়ে রাতে বেশি ম্যাচ আয়োজন করার কথা ভাবছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকেসূত্রের খবর, আইপিএলের ১৩তম সংস্করণে আট দলের সবাই দিনে মাত্র একটি করে ম্যাচ খেলবে। আগের সূচি অনুযায়ী সাপ্তাহান্তের দিনগুলোতে দুটি করে ম্যাচের সংখ্যাও কমিয়ে আনা হবে। এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে। পাশাপাশি আইপিএল নিয়ে একাধিক নতুন পরিকল্পনা প্রস্তাব করতে পারে বিসিসিআই।জানা গিয়েছে সম্প্রচারকারী সংস্থাও একগুচ্ছ পরিকল্পনা, সম্ভবনা নিয়ে হাজির হয়েছে আইপিএলের আয়োজক কমিটির কাছে।

তাছাড়া আগামী বছর আন্তর্জাতিক সূচির ব্যস্ততা না থাকায় ১ এপ্রিল থেকে ৩০ মে পর্যন্ত পুরো ৬০ দিন সময় ব্যবহার করা যাবে আইপিএল আয়োজনের জন্য। এই সময়টা কাজে লাগিয়ে দিনের ম্যাচ কমিয়ে টুর্নামেন্টের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর কথা ভাবছে ভারতীয় বোর্ড।দর্শকদের সুবিধার কথা ভেবে ম্যাচ শুরুর সময় বদলফ্র্যাঞ্চাইজিদের দাবি মোতাবেক, দর্শকদের সুবিধার জন্য রাতের ম্যাচ এক ঘন্টা এগিয়ে সন্ধ্যা ৭টায় শুরুর কথা ভাবছে আয়োজকরা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বোর্ডের এক মুখপাত্র বলেন, 'রাতে আরও বেশি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে। যদি বাস্তবায়ন হয়, তাহলে সব দল দিনে মাত্র একটি করে ম্যাচ খেলবে। আগে যেমন ৪৫ দিনে টুর্নামেন্ট শেষ করা হতো, এবার তা না করে পুরো ৬০ দিন ব্যবহারের কথা ভাবা হচ্ছে।'

চোটে ছিটকে গেলেন উইলিয়ামসন

নিতম্বে চোট। তাই আগামী মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টি টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে পারবেন না নিউজিলান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হল এই তথ্য। নভেম্বরের ১ তারিখ থেকে ক্রাইস্টচার্চে শুরু হচ্ছে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। সেই সিরিজে কিউয়ি দলকে নেতৃত্ব দেবেন টিম সাউদি।নিউজিল্যান্ড কোচ গারি স্টিড নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট ওয়েবসাইটে বলেছেন, ''আপাতত কেন উইলিয়ামসনের চোট পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ঠিক এই চোটেই মার্চে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে পারেনি উইলিয়ামসন।'' পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন, ''নিউজিলান্ডের গ্রীষ্মের শুরুতেই হতাশা কেনের।

তবে ভবিষ্যতের ঠাসা ক্রীড়াসূচির কারণে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত।'

'জন্মদিনে হ্যাটট্রিক করলেন অভিমন্যু পেসার ব্লেয়ার টিকনারকে নিউজিলান্ড স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতের বিপক্ষে গতবছরেই অভিষেক ঘটেছিল ব্লেয়ার টিকনারের। পাঁচটা টিটোয়েন্টির পরে ২টো টেস্টও খেলবে ইংল্যান্ড - নিউজিল্যান্ড। নভেম্বরের ২০ তারিখে প্রথম টেস্ট তাউরাঙ্গাতে।নিউজিল্যান্ড টিটোয়েন্টি স্কোয়াড: টিম সাউদি, ট্রেন্ট বোল্ট, কলিন ডে গ্র্যান্ডহোম, লকি ফার্গুসন, মার্টিন গুপ্তিল, স্কট কুগলেজিন, ডারেল মিচেল, কলিন মুনরো, জিমি নিশাম, মিচেল স্যান্টনার, টিম সেইফার্ট, ইশ সোধি, রস টেলর, ব্লেয়ার টিকনার

কর্নাটক প্রিমিয়ার লিগ ফিক্সিং কাণ্ডে গ্রেফতার খেলোয়াড় ও কোচ

কর্নাটক প্রিমিয়ার লিগ ফিক্সিং কাণ্ডের তদন্তে এক খেলোয়াড় ও কোচকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া ক্রিকেটারের নাম বিশ্বনাথন। তিনি কর্নাটক প্রিমিয়ার লিগে অংশ নেওয়া ব্যাঙ্গালোর ব্লাস্টার্স দলের ব্যাটসম্যান বলে জানিয়েছে পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া কোচ ভিনু প্রসাদ একই দলের বোলিং কোচ বলে জানানো হয়েছে।বেঙ্গালুরু থেকেই ম্যাচ ফিক্সিং কাণ্ডে জড়িত ওই ক্রিকেটার ও কোচকে গ্রেফতার করেছে সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ বা সিসিবি। এই ঘটনায় আর কে বা কারা যুক্ত, তাও খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। অভিযোগ, কর্নাটক প্রিমিয়ার লিগে ব্যাঙ্গালোর ব্লাস্টার্স ও বেলাগাভি প্যান্থার্সের মধ্যে ম্যাচ চলার সময় ফিক্সিং-র ঘটনা ঘটে। পাঁচ লাখ টাকার জন্য ব্যাঙ্গালোর ব্লাস্টার্সের ক্রিকেটার বিশ্বনাথন ইচ্ছাকৃত ভাবে ধীর গতিতে ব্যাট করেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই কাণ্ডে ব্যাঙ্গালোর ব্লাস্টার্সের বোলিং কোচ ভিনু প্রসাদ জড়িত বলেও জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা।এর আগে কর্নাটক প্রিমিয়ার লিগ ফিক্সিং কাণ্ডে জড়িত সন্দেহে ভবেশ বাফনা নামে এক বুকিকে গ্রেফতার করেছিলেন সেন্ট্রাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। ধৃতকে জেরা করেই এই কাণ্ডে ব্যাটসম্যান বিশ্বনাথন ও ফিল্ডিং কোচ ভিনু প্রসাদের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধৃত বুকি বাফনার সঙ্গী সনয়ামের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

দীপাবলী উপলক্ষে বিশেষ ট্রেন

উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে দীপাবলী উৎসব উপলক্ষে এন এফ রেলওয়ের লামডিং ডিভিশন ধর্মনগর-আগরতলা-উদয়পুর-সাব্রুম রুটে ২৭ থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন সার্ভিস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সময়সূচি অনুযায়ী এই দিনগুলিতে ধর্মনগর-আগরতলা-উদয়পুর স্পেশাল ট্রেনটি সন্ধ্যা ৬টায় ধর্মনগর থেকে ছাড়বে এবং এটি আগরতলা এসে পৌঁছবে রাত ১০টায়। রাত ১০টা ৫ মিনিটে ট্রেনটি আগরতলা থেকে রওনা দিয়ে ১১টা ৫ মিনিটে উদয়পুর গিয়ে পৌঁছবে। অন্যদিকে, উদয়পুর-আগরতলা-ধর্মনগর স্পেশাল ট্রেনটি উদয়পুর থেকে ছাড়বে দ্বসকাল ৫টা ৩০ মিনিটে এবং আগরতলা এসে পৌঁছবে ৬টা ৩০ মিনিটে। আগরতলা থেকে ট্রেনটি সকাল ৭টায় রওনা দিয়ে ধর্মনগর গিয়ে পৌঁছবে সকাল ১১টায়। এই বিশেষ ট্রেনটি কুমারঘাট, মনু, আমবাসা, তেলিয়ামুড়া এবং জিরানিয়া ২ মিনিটের জন্য এবং ধর্মনগর থেকে উদয়পুরের মধ্যে অবশিষ্ট স্টেশনগুলিতে ১ মিনিট করে দাঁড়াবে।

এছাড়া দীপাবলী উৎসব উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের সুবিধার দিকে নজর রেখে ০৭৬৮১ নং ট্রেনটি ২৭ এবং ২৯ অক্টোবর রাত ১০টায় সাব্রুম থেকে ছেড়ে উদয়পুর পৌঁছবে রাত ১১টা ১৫/১৭ মিনিটে। এই ট্রেনটি আগরতলা এসে পৌঁছবে রাত ১২টা ৩০ মিনিটে। উল্লেখ্য, ০৭৬৮১নং ট্রেনটি নিয়মিতভাবে সাব্রুম-আগরতলা রুটে চলাচল করে। পরিবহন দপ্তর থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

(Dr. Utsav Shukla)
Sr. DOM/LMG

ICA/D-1160/2019-20

মাঠে নেমে খেলোয়াড়দের জন্য জল বহন করছে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিবেদনঃ দেশটার নাম অস্ট্রেলিয়া। ক্রিকেট জগতে অন্যতম আক্রমণাত্মক দেশ অস্ট্রেলিয়া।

আর সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী ক্রিকেট মাঠে খেলা দেখতে এসে, মাঠে নেমে পড়লেন খেলোয়াড়দের জন্য জল বহন করতে। যে দৃশ্যে বাহবাহ পড়ে গেছে গোটা বিশ্বে। মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়েছে সেই দৃশ্য ইন্টারনেটে। খেলোয়াড়দের জন্য মাঠে নেমে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী এ দৃশ্য সত্যিই বিরল।খেলা ছিলো অস্ট্রেলিয়া বনাম শ্রীলঙ্কার একাদশ টি-টোয়েন্টি। খেলা দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন অজি প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনও। ক্রিকেটারদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন তিনি। ড্যানিয়েল ফলিন্স শ্রীলঙ্কার দাসুন শানাকাকে আউট করার পরেই দেখা যায় মাঠের ভিতরে জল নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন মরিসন। ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাই ফাইভ করতেও দেখা যায় তাঁকে। প্রধানমন্ত্রীকে জলের বোতল হাতে মাঠে নামতে দেখে বিস্মিত হয়ে যান ক্রিকেটাররাও। যে দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী হওয়ার পর''ই ততক্ষণাত ভাইরাল হয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে জিতল ইস্টবেঙ্গলই স্পেন থেকে বার্তা পাঠালেন বোরহা

ইস্টবেঙ্গলকে হারাল ইস্টবেঙ্গলই। শুক্রবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এমন ছবিই দেখা গেল। তবে এতে চমকে যাওয়ার মত কিছু নেই। কারণ গোটা দলকে দুটি দলে ভাগ করিয়ে অনুশীলন ম্যাচ খেলালেন লাল হলুদ কোচ আলেহান্দ্রো মেনেন্দেজ গার্সিয়া। একদল পরল লাল হলুদের হোম জার্সি। আরেক দল অ্যাওয়ে জার্সি। দুই ইস্টবেঙ্গল দলের এই ম্যাচে অ্যাওয়ে টিম জিতল ১-০ গোলে। গোল করলেন আশির।দলকে নিয়ে আইলিগের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত লাল হলুদ কোচ। বাংলাদেশ খেলতে না গিয়ে কলকাতাতেই লিগ জয়ের ব্লু প্রিন্ট তৈরি করতে চাইছেন তিনি। তাই গত ৯ দিন ধরে অনুশীলনের পর এবার ম্যাচ খেলিয়ে দলের অবস্থা বুঝে নিলেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ। এদিকে অস্ত্রপচারের পর স্পেনে রিহ্যাব প্রক্রিয়া শুরু করেছেন বোরহা গোমেজ। স্পেন থেকেই দল ও সমর্থকদের জন্য বার্তা পাঠিয়েছেন তিনি।স্টবেঙ্গল আইলিগের জন্য তৈরি হচ্ছে। মোহনবাগান, গোকুলামের মত দল আইলিগেকে সামনে রেখে বাংলাদেশের টুর্নামেন্ট খেলতে গেছে। কিন্তু যে টুর্নামেন্ট নিয়ে প্রস্তুতি পর্ব চলছে, সেই টুর্নামেন্টের খবর কি? কবে থেকে শুরু হবে? কোথায় সম্প্রচার হবে? কোনও উত্তর নেই ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে।

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FISHERIES
KANCHANPUR SUB-DIVISION :: NORTH TRIPURA.
NO.F.4(7)-SF(KCP)/2013-14/2490-2504 dated, Kanchanpur the 22/10/2019.

NOTICE

As per instructed by the Authority of TTAADC, Khumulwng, Jirania, West Tripura Vide No. F.129(14)/ADC/2011-12/2371-73 dated Khumulwng 29/08/2019. This is to inform to all Govt, Register SHG/MSS/Cooperative Society etc. within Pecharthal RD Block areas that 01(one) nos. Govt. water body namely Nabincherra Lake having water area 1.03 ha will be lease out. So all the interested SHG/MSS/Cooperative Society etc. Who are actively involved fish culture are hereby requested to submit the rate in plain paper separately to the under signed for said water bodies on 06.11.2019 at 2.00 PM & the rate will be finalized in the same day in presence of all binders details information may contact in the Supdt. of Fisheries, TTAADC, Kanchanpur, North Tripura.

(D. Debbarma)
Superintendent of Fisheries
Kanchanpur :: TTAADC ::
North Tripura.

TTAADC/ICAT/C-52/19

(PH & FAX-(0381)-2325988, email id:eerd.agartala-tr@gov.in)
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-30/EE/ RDAD/2018-19 Dt. 23/10/2019

The Executive Engineer, RD Agartala Division, RD Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No.7 on single bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 13/11/2019 for the works as follows:

(1)"Construction of 2 (two) nos Additional Classrooms at Kathia Baba School at Vidya Sagar GP under Mohanpur RD Block" (2nd Call). ECV- Rs. 14,00,793.00

(2)"Construction of 23 (twenty three) nos. Of Kitchen Shed at different AWC Centres under Mohanpur RD Block (2nd Call)." ECV- Rs. 48,65,719.00.

(3)"Maintenance of brick soling road from Nehru Smriti Sangha to Adhi Loknath via Ranjit Datta house by constructing retaining wall and new brick soling at W/No-7 of Belabar under Dukli R.D. Block(2nd Call)." ECV- Rs. 5,67,572.00.

Executive En: near RD Agartala Division Gurkhabasti, Agartala For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988/9436137369. Subsequent corrigendum/ Memorandum, if any, will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ICA/C-1426/2019-20

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: -24 / EE-NHD/ PWD (NH)/AGT/ 2019-20, Dated, 17.10. 2019

The Executive Engineer, NH Division, PWD (NH), Agartala, invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e- tender(s) from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 08.11.2019 for the following works:-

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1.	DNIT No. 38/SE/PWD(NH)/NH Circ/2019-20	Rs. 26,51,120.00	Rs. 26511.00	3(three) Months
2.	DNIT No. 39/SE/PWD(NH)/NH Circ/2019-20	Rs. 53,33,945.00	Rs. 53339.00	4(Foru) Months
3.	DNIT No. 40/SE/PWD(NH)/NH Circ/2019-20	Rs. 42,51,190.00	Rs. 42512.00	
4.	DNIT No. 41/SE/PWD(NH)/NH Circ/2019-20	Rs. 29,70,884.00	Rs. 29709.00	
5.	DNIT No. 42/SE/PWD(NH)/NH Circ/2019-20	Rs. 32,71,975.00	Rs. 32720.00	

1.LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING - 08.11.2019 upto 3.00 P.M.
2.TIME AND DATE OF OPENING OF BID - 11.11.2019 at 4.00 P.M.
3.DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION - https://tripuratenders.govin
4.CLASS OF TENDERER -Appropriate Class
Please note here that all details can be seen on website wwwtripuratenders.gov.in.

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. Shankar Bhowmik)
Executive Engineer,
NH Division, Agartala PWD (NH

ICA/C-1442/19

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: *PNIe*-T-9/EE/BSGD) / 2019-20/1256 dt. 18.10.2019

The **Executive Engineer, RD Bishramganj Division,Bishramganj, Sepahijala Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage **rate e-tender** in PWD form-7 fr..im the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Tenderers /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAAbC/MES/CPWD/Railway/Other State **PWD up to 3.00 P M on 08.11.2019** for the following works:-

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Cost of tender form	Time for Completion	Last date & time document downloading and e-bidding	Time and date of opening of bid	Availability of tender document	Class of Tenderer
1	Construction of Additional class room at Jatrapur High School under Kathalia RD Block during the year 2019-20. **DNIeT No: -51/KTL/ EE/RD/BSGD/ 2019-20.**	Rs. 63,34,516.00	Rs. 63,345.00	Rs. 1000.00	6(Six) months	Upto 3.00 PM on 08.11.2019	At 3.30 PM on 08.11.2019 (If possible)	http://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of Additional class room at South A jgar Rahomonpur High School under Kathalia RD Blcck during the year 2019-20. **DNIeT No: -52/KTL/ EE/Rb/BSGD/ 2019-20.**	Rs. 63,34,516.00	Rs. 63,345.00	Rs. 1000.00	6(Six) months				
3	Construction of Additional class room at Padma Lochan Chow para High School ,rdcr Nalchar RD Block during the year 2019-20. **DNIeT No: -53/NLC/ EE/RD/BSGD/ 2019-20.**	Rs. 63,34,516.00	Rs. 63,345.00	Rs. 1000.00	6(Six) months				

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of bid closing, with option for Re-submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-procurement website will not allow any bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, and the some shall be accessible by intending bidder through website **https://tripuratenders.gov.in.** However, intending bidders and other bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

(Er. Kajai
Executive Engineer
RD Bishramganj Division
Sepahijala District

ICA/C-1437/2019-20

NOTICE INVITING QUOTATION NO. 13/EE(AGRI/S/2019-20.

Sl No	Description of work	Quan-tity	Cost of document	Last date & time for application	Issue of bidding document	Bidding document selling & dropping centre	Dropping date & time	Opening date & time
1	Hiring of 1(One) No. Maruti Omini vehicle for use of the Assistant Engineer (Civil), O/o the Executive Engineer(South), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Udaipur, Gomati District for a period of 12(Twelve) Months. (D.N.I.Q. NO. 14/EE/AGRI/S/2019-20)	1(one)No.	Rs. 500/- only	During office hours upto01/11/2019	Upto 4.00 PM on02/11/2019	O/o the Executive Engineer (South), Department of Agricul-ture & Farmers Welfare, Udaipur, Gomati/The Assistant Engineer (Mech), Bagafa Agri. Engg, mech. Sub-Division, Bagafa, Santirbazar, South Tripura.	Upto 3.00 PM on 05/11/2019	On 06/11/2019 at 3.00 PM

For details, Please contact with office of the undersigned.
(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
South, Udaipur.

ICA/C-1453/2019

জাগরণ 26 October, 2019, Satarday আগরতলা, ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ ইং, ■ ৬ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

কর্মসংস্থান হারিয়ে চরম হতাশাগ্রস্ত ৫০০জন চা শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৫ অক্টোবর ।। কর্মসংস্থান হারিয়ে চরম হতাশাগ্রস্ত ৫০০জন চা শ্রমিক। অন্ধকারের পথে চা শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ। শ্রমিকদের দুশ্চিন্তায় চা-বাগানের ম্যানেজারের মৃত্যু, এমনটা চা-শ্রমিকদের বক্তব্য। ৫০০ জন চা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জীবন বাঁচানোর জন্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও টিআইডিসির চেয়ারম্যানের কাছে করজোড়ে অনুরোধ জানিয়েছেন শ্রমিকরা। উত্তর জেলার ৫৪ কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সরলা চা-বাগানে দীর্ঘদিন থেকে কাজকর্ম প্রায় বন্ধের পথে। আজ ছথেকে ৭-৮ মাস পূর্বে সরলা চা-বাগানের ম্যানেজারের দায়িত্বে আসেন পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমের শিলচরের বাসিন্দা বিকাশ দেব। উনি আগরতলার মেগলি চা-বাগান থেকে এসে সরলা বাগানে ম্যানেজারের দায়িত্ব হাতে নেন। কিন্তু তখন বাগান প্রায় বন্ধের পথে ছিল। উনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বাগানে কর্মরত প্রায় ৫০০ জন শ্রমিকের ও তাদের পরিবারের কথা চিন্তা করে বাগান মালিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে বাগানের কাঁচা চা-পাতা অন্যত্র বিক্রি করে কোনমতে শ্রমিকদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু দুর্গাপুজার পূর্বে শ্রমিকদেরকে দুর্গোৎসবের বোনাস বাবদ ৮.৪৪ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে বলে জানায় মালিক কর্তৃপক্ষ। তখন বাগানে কর্মরত চা শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানিয়ে বলে উনারা এত কম বোনাস নেবে না। বাগান মালিক কর্তৃপক্ষ থেকে খবর আসে বাগান কর্তৃপক্ষ চরম লোকসানে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত দুর্গাপুজার বোনাস না হওয়াতে সকল চা শ্রমিক থেকে শুরু করে বাগানের ম্যানেজার হতাশাগ্রস্ত হয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। শ্রমিকদের কথা চিন্তা করে কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বরা উনাদের নিজ উদ্যোগে সকল চা-শ্রমিকদেরকে মধ্যে বস্ত্র দান করেন। কিন্তু তাতেও শেষ হয়নি সরলা বাগানের ম্যানেজার ও শ্রমিকদের দুশ্চিন্তা। সরলা চা-বাগানের মালিক বহির্রাজ্য কলকাতার অঙ্কিত কানরিয়া। পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামের করিমগঞ্জ জেলার হাতিখিরা চা-বাগানও অঙ্কিত কানরিয়ার। আর হাতিখিরা চা-বাগানটিও বন্ধ হয়ে পড়েছে। সুতরাং সরলা বাগানের ম্যানেজার ও শ্রমিকরা হাতিখিরা বাগানের করুণ অবস্থা দেখে হতাশাগ্রস্ত ও দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। অবশেষে চরম হতাশাগ্রস্ত ও দুশ্চিন্তায় পড়ে বৃহস্পতিবার সরলা চা-বাগানের ম্যানেজার বিকাশ দেব হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়। আর তাতে সরলা চা-বাগানের ৫০০ জন শ্রমিকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। যদিও এতদিন ম্যানেজার বিকাশ দেব মালিকপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনাক্রমে কোনভাবে শ্রমিকদের কথা ভেবে তাদেরকে কর্মস্থান দিয়ে জিইয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন চা শ্রমিকদের রুজিরুংটি বন্ধ হয়ে পরলো, আর তাতে সরলা চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। সকল চা-শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের পথে। কর্মসংস্থান হারিয়ে পরিবার নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছে সরলা বাগানের ৫০০ জন শ্রমিক। এই খবর চাউর হতেই সরলা বাগানে ছুটে যান বিশিষ্ট সমাজসেবী শুভাশিস সেনগুপ্ত ও কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আব্দুল খালিক সরলা বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের সাথে কথা বলেন ও শ্রমিকদের আশ্বস্ত করেন যে কর্মসংস্থান হারানো সকল চা শ্রমিকরা যতদিন পর্যন্ত কর্মসংস্থান ফিরে না পাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত উনারা শ্রমিকদের পাশে থাকবেন। পাশাপাশি সরলা চা-বাগানের ৫০০ জন শ্রমিকদের বেহাল দুর্দশা ও কর্মসংস্থান ফিরিয়ে পাবার জন্য রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় মহোদয় যেন সরলা চা-বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে শ্রমিকদের প্রাণ বাঁচান। তার জন্য তারা কথা বলবেন।

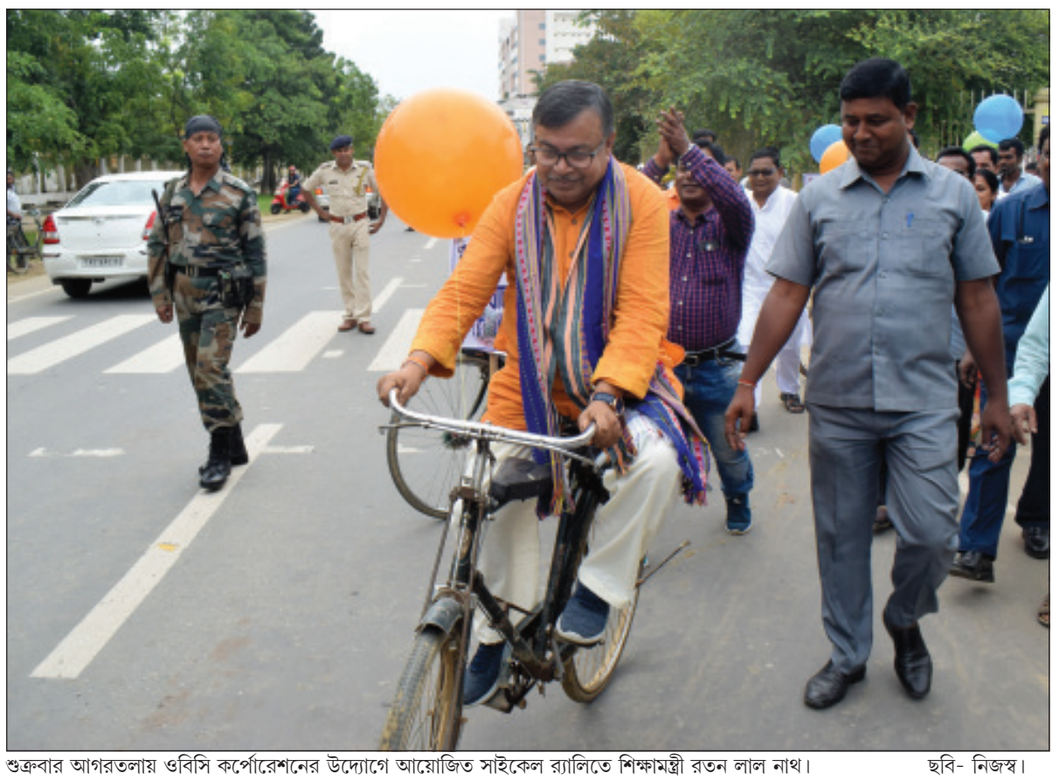

শুক্রবার আগরতলায় ওবিসি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আয়োজিত সাইকেল র‍্যালিতে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

ডিকে শিবকুমারের জামিনের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন ইডির

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : কর্নাটকের কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমারের জামিনের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টে হাজির হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেকটরেট (ইডি)। অর্থলগ্নি মামলায় ইডির দায়ের করা এই মামলায় কর্নাটকের কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমারের জামিনের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাল ইডি। ইডির মতে, হাইকোর্ট ডি কে শিবকুমারের জামিন মঞ্জুর করে ঠিক কাজ করেনি। হাইকোর্ট এই মামলার অপরাধের গভীরতা বুঝতে পারিনি বলে ইডির অভিযোগ। গত ২৩ অক্টোবর ২৫ লাখ টাকার ব্যক্তিগত জামানতে ডিকে শিবকুমারের জামিন মঞ্জুর করে আদালত। পাশাপাশি জামিন মঞ্জুরের সময় আদালত এই মামলার তদন্তে সাহায্য করারও নির্দেশ দিয়েছে শিবকুমারকে। মামলার কোন তথ্যাদি নষ্ট না করারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এমনকি কোর্টের অনুমতি ছাড়া দেশের বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে উল্লেখ্য গত ৩ সেপ্টেম্বর অর্থলগ্নি মামলায় তাকে ইডি গ্রেফতার করে।

অথচ গত ২৫ সেপ্টেম্বর দিল্লি রাউজ এভিনিউ আদালত ডিকে শিবকুমারের জামিন নামঞ্জুর করে। আদালত স্পেশাল বিচারক অজয় কুমার কুহার জামিন নামঞ্জুর করে জানিয়েছিলেন, এই তদন্তে এখন এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এসে পৌঁছেছে এবং ডিকে শিবকুমার জামিন দেওয়া হলে এই তদন্তের উপর প্রভাব পড়তে পারে। আদালত এও জানিয়েছিল, ডিকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

মাতাবাড়িতে দেওয়ালী মেলার সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ অক্টোবর।। শুক্রবার উদয়পুর গোমতী জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় মাতাবাড়ি দেওয়ালী মেলার সাংবাদিক সম্মেলন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দেওয়ালী মেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, গোমতী জেলা সভাপতি স্বপন অধিকারী, গোমতী জেলা শাসক তরুণ কান্তি দেবনাথ।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রানেশ লাল চাকমা, সিনিয়র ডেপুটি মেজিস্ট্যাট সজল বিশ্বাস, উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়, উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শাশ্বত কুমার প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলনে মেলা কমিটির চেয়াম্যান তথা বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ বলেন আগামী সাতাশ অক্টোবর ভোট চারটায় মাতাবাড়ি কল্যাণ সাগরে মঙ্গলরতির মাধ্যমে রাজ্যের তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্ব বৃহৎ দেওয়ালী মেলার সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন সন্ধ্যায় মাতাবাড়ি মন্দির সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে মাতাবাড়ি মার্কেট স্টলের সামনে সাংস্কৃতিক মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভবে মাতাবাড়ি দেওয়ালী মেলার উদ্বোধন করবেন বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সহ মন্ত্রী সভার সমস্ত সদস্য, দুই সাংসদ ও গোমতী জেলা সভাধিপতি ও গোমতী জেলার সমস্ত বিধায়কগণ। বিপ্লব বাবু বলেন, এইবার প্রথম মাতাবাড়ি দেওয়ালী মেলা তিনদিন ব্যাপী হবে। সাংস্কৃতিক মঞ্চে টানা ষাট ঘন্টা হবে রাজ্যের ও বহিঃরাজ্যের খ্যাতনামা শিল্পীদের দ্বারা নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলাকে সুন্দর ও সর্বাঙ্গীনভাবে সম্পন্ন করতে সকলের সহযোগিতা সাংবাদিক সম্মেলনে কামনা করেন গোমতী জেলা সভাপতি স্বপন অধিকারী।

ই-রিকশা প্রকল্পের সূচনা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর ।। প্যাডেল চালিত রিকশা চালকদের জন্য স্বাবলম্বনের আওতায় একটি পুনর্বাসন প্রকল্পে সরকারী অনুদান ও ঋণদানের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার ভর্তুকী দেবে প্রতিটি ক্ষেত্রে ৫৪ হাজার টাকা, রিকশা চালককে দিতে হবে ৯ হাজার ২০০ টাকা। প্যাডেল চালিত রিকশা বদলে ই-রিকশা তুলে দেওয়া হবে তাদের হাতে। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। বাদবাকি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। হাইকোর্ট প্যাডেল চালিত রিকশা ব্যাটারি লাগিয়ে ই রিকশা তৈরির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এ ধরনের রিকশা চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তাতে মারাত্মক জটিলতা দেখা দেয়। প্যাডেল চালিত রিকশাকে যারা ব্যাটারী চালিত করেছিল তাদের রুংটি রোজী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে হাইকোর্টের কাছে সময় চেয়েছিল। এরই মধ্যে রাজ্য সরকার রিকশা চালকদের জন্য একটি প্রকস্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পে প্যাডেল চালিত রিকশা চালকদের ই রিকশা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রকল্প আংশিক ঋণ, রাজ্য সরকারের তরফে অনুদান এবং রিকশা চালকের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ই রিকশা সংস্থান করা হয়েছে নতুন এই প্রকল্পে। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পটি ঘোষণা করেন। আগরতলা পুর নিগমের সিইও প্রকল্পটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান। প্যাডেল চালিত রিকশা চালকরাই এই প্রকল্পে অগ্রাধিকার পাবেন। এই প্রকল্প গ্রহণের ফলে রাজ্যে একদিকে যেমন প্যাডেল চালিত রিকশা সংখ্যা কমবে ঠিক তেমনী আইনী জটিলতা থেকেই রেহাই মিলবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় সবাইকে প্রস্তুত থাকার পরামর্শ রাজস্বমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ অক্টোবর।। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। রবার নির্মিত মটরচালিত নৌকা বিতরণ করে এ-কথা বলেছেন রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রশমন দিবস-২০১৯ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আজ শুক্রবার আগরতলার দুর্গাবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে রাজস্ব দফতর ৪০টি রবার নির্মিত মটরচালিত নৌকা বিতরণ করেছে। দফতরের উদ্যোগে পাঁচটি জেলা, ১০টি টিএসআর ব্যাটালিয়ন-সহ অগ্নিনির্বাপক বাহিনী, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আসাম রাইফেলস, বিএসএফ এবং রেডক্রস সোসাইটির মধ্যে এই সব মটরচালিত নৌকাগুলি বিতরণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। অনুষ্ঠানে রাজস্বমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজ্য ও রাজ্যবাসী দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করে আসছে। যে কোনও ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলায় সবাইকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। তাঁর কথায়, দুর্যোগ মোকাবিলায় উন্নত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি বণ্টনের পাশাপাশি কর্মশালারও আয়োজন করা হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ ৪০টি মটরচালিত নৌকা দেওয়া হয়েছে।

তাঁর মতে, দুর্যোগ মোকাবিলায় যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সবসময় সর্বতোভাবে সহায়তা করছে। অনুষ্ঠানে রাজস্ব দফতরের প্রধানসচিব বিকে সাহু বলেন, রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে শক্তিশালী

ছয়ের পাতায় দেখুন

শান্তিপূর্ণ নির্বাচন গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের অটুট আস্থার প্রতীক ঃ মোদী

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর (হি.স.) : শান্তিপূর্ণ নির্বাচন গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের অটুট আস্থার প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার টুইট বার্তায় একথা জানিয়ে বলেছেন, জম্মু, কাশ্মীর, লেহ এবং লাদাখকে ব্লক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (বিডিসি) নির্বাচনে ৯৮ শতাংশ ভোট হওয়ায় খুশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের অটুট আস্থার প্রতীক। তিনি এই নির্বাচনে বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন টুইট বার্তায় জানান, এই খবরে প্রতিটি ভারতীয় গর্ববোধ করবেন।

১৯৪৭ সালের পর এই প্রথম ২৪ অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীর ব্লগ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে ৯৮ শতাংশ ভোট হওয়ায় এক ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। ৩১০টি ব্লকের মধ্যে ১০৮০ জনেরও বেশি প্রার্থী এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি এদিন অন্য একটি টুইটে বলেছেন, আমার এই খবর পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছি যে জম্মু, কাশ্মীর, লেহ ও লাদাখকে ব্লগ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কোনও রকমের হিংসার ঘটনা ঘটেনি। এটাই গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা এবং তৃণমূলস্তর থেকে শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত করার প্রতীক।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের শুভেচ্ছা দিয়ে জানিয়ে বলেন, আমি তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যারা জম্মু, কাশ্মীর, লেহ ও লাদাখের ব্লক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। এই অঞ্চলে এক নতুন এবং যুব নেতৃত্বে এগিয়ে আসবে যারা আগামীদিনে রাষ্ট্রীয় প্রগতির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। তিনি আরও বলেন, এই নির্বাচন ভারতের সংসদকে গৌরব করেছে। এবছরের আগস্টে এক ঐতিহাসিক নির্ণয় গ্রহণ করে জম্মু-কাশ্মীরের মানুষদের অসাধারণ উৎসাহ সঙ্গে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে আজ তারা সক্ষম হয়েছেন। আর তার ফলেই এই নির্বাচনে ৯৮ শতাংশ ভোট হয়েছে।

প্লাস্টিক দূষণ রুখতে অভিনব উদ্যোগ নিল তেলেঙ্গানা সরকার

হায়দ্রাবাদ, ২৫ অক্টোবর (হি. স.) : প্লাস্টিক দূষণ রুখতে ফের অভিনব উদ্যোগ নিল তেলেঙ্গানা সরকার।এক কেজি প্লাস্টিক জমা করতে পারলেই মিলবে এক কেজি চাল।

এক কেজি প্লাস্টিকের বদলে এক কেজি চালের প্রকল্প শুরু হয়ে গেছে তেলঙ্গানায়। শুরুটা করেছেন তেলঙ্গানার মুলুগু জেলার জেলাশাসক সি নারায়ণ রেড্ডি। মুলুগু জেলা তো বটেই, এই অভিনব প্রয়াসে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন ভিনজেলার মানুষজনও। সরকারি প্রকল্প এখন সার্বিক রূপ নিয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে গোটা দক্ষিণেই।অসমের স্কুলে বর্জ্য প্লাস্টিক দিয়ে মাইনে দেয় কচিকাঁচারা। গড়পড়তা শিক্ষার বদলে শিশুদের দূষণমুক্ত নির্মল পরিবেশ তৈরির পাঠ দেন সে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা পারমিতা শর্মা ও মজিন মুখতার। ছত্তীসগড়ে তৈরি হয়েছে 'গার্বেজ কাফে।' এক কেজি প্লাস্টিকের বদলে মেলে পেট ভরা খাবার।

মুলুগুর প্রত্যন্ত গ্রামগুলি দিয়েই এই কর্মসূচি শুরু করেছিলেন জেলাশাসক। দিনভর আস্তাকুঁড় থেকে প্লাস্টিক জড়ো করে যাঁদের দিন কাটত তাঁরা তো বটেই, অভাবী অনেক পরিবারই চাল পাওয়ার আশায় সাড়া দেন এই প্রকল্পে। রাস্তাঘাটে, দোকান-বাজারে যত্রতত্র প্লাস্টিক পড়ে থাকতে দেখলেই কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হাজির সরকারি আধিকারিকদের কাছে। মেপেঝুপে এক কিলোগ্রাম প্লাস্টিক জড়ো করতে পারলেই এক কেজি চাল। ভাঁড়ার তো ভরবেই, দিনের মজুরিটাও বাঁচবে। নারায়ণ রেড্ডি বলেছেন, "একটা-দু'টো গ্রাম দিয়ে শুরুটা হয়েছিল। এত মানুষের উৎসাহ দেখে মোট ১৭৪টি গ্রামে প্লাস্টিকের বদলে চালের অভিযান চালানো হয়েছে। নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে একদিনেই রাস্তাঘাটের অর্ধেকের বেশি প্লাস্টিকমুক্ত করে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা।" জেলাশাসক জানিয়েছেন, এই অভিযানের দু'টো দিক রয়েছে। এক, সরকারি আধিকারিকরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্লাস্টিক রোখার বার্তা দিচ্ছেন। দুই, অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং গ্রামের অনেক ব্যক্তিরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে দূষণ রোধের কর্মসূচি নিচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকেই চাল ও নগদ টাকা দেওয়া হচ্ছে তাঁদের। বদলে নেওয়া হচ্ছে জমা করা কেজি কেজি প্লাস্টিক। নারায়ণ রেড্ডি বলেছেন, গ্রামের অনেকেই আবার চালের বদলে নগদ টাকা নিতে চাইছেন। ছেলেমেয়ের স্কুলের খরচ, ভাঙা টালির চালের ছাদ সারাতে অভাবীদের টাকার প্রয়োজন খুব বেশি। এই উদ্যোগের ফলে মুলুগু গ্রাম প্রায় প্লাস্টিকমুক্ত। আশপাশের গ্রামগুলিতেও শুরু হয়ে গেছে এই প্লাস্টিকের বদলে চালের অভিযান।

হরিয়ানায় সরকার গড়বে বিজেপি, সমর্থন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ৭ নির্দল বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর (হি.স) : হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে কোনও দলই সংখ্যাগরীষ্ঠতা পায়নি। হরিয়ানায় সরকার গড়তে ৪৬ টি আসনের প্রয়োজন ছিল। যার মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৪০ টি আসন। এই পরিস্থিতিতে মনোহরলাল খাট্টারকে ফের হরিরিয়ানার কুর্সিতে ফেরাতে ৭ জন নির্দল বিধায়ক নিঃশর্ত সমর্থন জানালেন। শুক্রবার হরিয়ানা লোকহিত পার্টির নেতা গোপাল কান্ডাও বিজেপির পক্ষে নিঃশর্ত সমর্থনের ঘোষণা করেছেন। তবে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ কবে হবে সেটা এখনও জানা যায়নি। ৯০ আসনের হরিয়ানা বিধানসভায় সরকার গড়ার ম্যাজিক সংখ্যা ছিল ৪৬। বিজেপি পেয়েছে ৪০টি আসন, কংগ্রেস ৩১ এবং জেজেপি ১০টি। এছাড়া ভারতীয় রাষ্ট্রীয় লোকদল এবং হরিয়ানা লোকহিত পার্টি ১টি করে ও ৭টি আসনে জয়ী হয়েছে নির্দল প্রার্থীরা। অর্থাৎ সরকার গড়তে বিজেপির দরকার ছিল আরও অন্তত ৬ জনের সমর্থন। আগেই বিজেপিকে সমর্থন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল গোপাল কান্ডার হরিয়ানা লোকহিত পার্টি। এরপর এদিন সকালে দিল্লিতে বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডা-র বাসভবনে আসেন মনোহরলাল খট্টর। তারপরই হরিয়ানার তিন নির্দল বিধায়ক সোমবীর সাঙ্গোয়ান, রাকেশ দৌলতাবাদ ও নয়নপাল রাওয়াত-ও আসেন নাড্ডার বাসভবনে। এর কিছু পরেই গোপাল কান্ডাও ঘোষণা করেন হরিয়ানার সাত বিজয়ী নির্দল প্রার্থীই বিজেপিকে সমর্থন করছেন এই সাতজন হলেন রঞ্জিত সিং, সোমবীর সাঙ্গোয়ান, রাকেশ দৌলতাবাদ, বলরাজ কুন্ডু, ধরম পাল গোন্ডার, এবং নয়ন পাল রাওয়াত। ফলে বিজেপির পক্ষে সমর্থন দাঁড়ালো ৪৮।

সূত্রের খবর এদিনই রাজ্যপালের কাছে সরকার গঠনের আবেদন করতে পারেন মনোহরলাল খাট্টার। কবে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি শপথ নেবেন সেবিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।